উপন্যাস

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির——নাহি ভয়।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

চার টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন—১৩৬৩

উৎসর্গ

প্রভাত !

তোমার মত নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের আশীর্ব্বাদী দিলাম

মাসিমা

ভূমিকা

বিবর্ত্তন উপন্যাস মাসিক বসুমতীর ১৩৩৯ বৈশাখ সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। কর্ম্মিসঙ্ঘের সহানুভূতি লাভ করিলে যত্ন সফল বোধ করিব।

মজঃফরপুর
১৩৪০

লেখিকা

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

প্রথম সংস্করণে ভুলক্রমে শেষ পরিচ্ছেদটি সন্নিবিষ্ট করা হয়নি, এবার সেটি দেওয়া গেল। পল্লীসংস্কারে আজকাল সরকারী প্রযত্ন দেখা দিয়েছে; বহু পূর্ব্বে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তারই একটা ছক আমি কেটেছিলেম এই বইটিতে।

লেখিকা

বিবর্ত্তন

১

শরৎকালের একদা এক প্রভাতে কাশের গুচ্ছ যখন মন্দ পবনের আন্দোলনে দেবী শারদার আগমন উদ্দেশ্যে চামর বীজন করিতেছিল, খালের জলে নৌকা ভাসাইয়া মহাজনরা পূজা-বাড়ীর ফর্দ্দের চালান দিতে ব্যস্ত ছিল, পুকুরে পানার সঙ্গে কল্‌হার ও শালুক ফুলের রাশি ঐ একই উদ্দেশ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভিন্‌ গাঁয়ের নেড়া-বৈরাগী পদা-বোষ্টম একতারার তারে ঘা দিতে দিতে অনুচ্চকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল—

"সে যে এক নবীন পাগল বাধালে গোল, নদেয় এসে—
ও নাগরী ছাখ্‌ সে তোরা!"

সকালবেলার অনতিখর রৌদ্রে দুই পা ধূলা মাখিয়া একটি বলিষ্ঠকায় সমুন্নত শরীর কর্ম্মঠ যুবক—কাঁধে তার প্রকাণ্ড একটি চটের ঝোলা, সঙ্গে তার এক জন ঝাঁকা-মুটে, সেই ঝাঁকার মধ্যে কয়েক গণ্ডা মাটির হাঁড়ি, খালধারের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেটির হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথায় খদ্দর কাপড়ের

চাদরকে পাগড়ী করিয়া জড়ানো, খদ্দর ধুতী মল্লের মত করিয়া পরা, সতেজ তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি কর্ম্মোদ্দীপনায় ভরা, পা ফেলার ভঙ্গীতে এতটুকু জড়তা নাই, সে যা' করিতে আসিয়াছে, তা'তে যে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলন সব দিক্ দিয়াই সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সর্ব্বপ্রথম যে বাড়ী পথে পড়িল, তারই সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং আধখোলা দরজার মধ্যে তাকাইয়া ডাক দিল ;—

"এ বাড়ীর লোকজনেরা কোথায় গো!—এ বাড়ীর লোকজনেরা কোথায় ?"

বার দুই তিন ডাকার পর একটি বছর সাতেকের ছেলে, ছেঁদাকরা আধ্‌লা ঝুলানো লাল ঘুন্‌সী পরা সরু কোমরে একখানা আধ ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে খোলা গায়ে আসিয়া ঘুমভরা চোখের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল ;—"কে গা তুমি ? সকাল বেলায় চেল্লাচিল্লি লাগিয়েছ ?"

আগন্তুক অগ্রসর হইয়া আসিল, মোলায়েম স্বরে বলিল, "তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তা কোথায় খোকা ?"

ছেলেটি ততক্ষণে নিজের লজ্জা-সম্ভ্রম কতকটা রক্ষা করিয়াছে, কোঁচার কাপড় কোমরে জড়াইয়া তাতে একটা ফাঁস দিতে দিতে তীব্র-ভাবে মাথা নাড়া দিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল ;—"কর্ত্তা-ফর্ত্তা আমাদের বাড়ী নেই, তুমি অন্য যায়গায় গিয়ে কর্ত্তা খোঁজ গে',—বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া তার হাত ধরিতে গেল, ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"আহা হা, পালাচ্ছো কেন হে! শোনই না একটু,—তা' তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তা কোথাও গেছেন কি ? কখন্ আসবেন ? আজই আসবেন ত,—না দেরি হবে ?"

ছেলেটি এক ঝট্‌কা দিয়া নিজের হাত টানিয়া লইল, বিরক্তি-পরুষ কণ্ঠে জবাব দিল ;—"বলছি তোমাকে যে, আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা-ফর্ত্তা নেই,—কক্ষণ ছিল না ;—ছিলই না ত যাবে কোথায় ? কোথাও যায় নি, কর্ত্তা নেই, নেই,—হয়েছে ?"

লোকটি ভাবিল, হয় ত গৃহস্বামী মৃত, একটু দরদে-ভরা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ীতে তা' হ'লে কে আছেন, খোকা ? গিন্নি মা আছেন বোধ হয় ?"

ছেলেটি মুখে বিশ্রী একটা ভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল, "আছে বৈ কি !—সে আবার নেই ? সেই মুখপুড়ীই ত আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঠেলে-ঠুলে পাঠালে। যাচ্চি কি না, গিয়ে একবার মজাটা দেখিয়ে দিচ্চি, বের করছি আমার ঘুম ভাঙ্গানো ! বললে কি না, কি বেচতে এয়েছে দেখ্ গা, বোধ করি মুড়ির মোয়া—এই বুঝি ওঁর বেচতে আসা। হতচ্ছাড়া এসেছে কত্তা খুঁজতে।"

ছেলেটিকে আর ধরিয়া রাখা যায় না, তথাপি কোনমতে পথ আটকাইয়া আগন্তুক প্রশ্ন করিল,—"বাবা আছেন তোমার ? তাঁকে একবারটি পাঠিয়ে দাও গে'ত।"

ছেলে কোন বাধা না মানিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, "সে এখন ঘুম থেকে উঠে গুড়ুক ফুঁক্‌বে,—কেউ মাথা-মুড় খুঁড়লেও সে আসচে না।"

"তুমি তাঁকে গিয়ে বলো বিশেষ একটু কথা আছে, একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে যদি এই দোরের গোড়ায় আসেন।"—

কাহারও কোন সাড়া-শব্দ নাই, আগন্তুকও নাছোড়-বান্দা, প্রায় পনের মিনিট সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিল, বোধ করি, গৃহস্বামীর গুড়ুক খাওয়া শেষ হওয়ারই জন্য,—তার পর আবার সেই আধখোলা দরজার

সামনে আসিয়া ডাকিল—"মশাই! বাড়ীতে কেউ আছেন?—বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ—"

ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠের উচ্চস্বর শোনা গেল, "বলি, হ্যাঁগা! সেই তখন থেকে যে মানুষটো দোরে হত্যে হচ্চে, যাওই না একবার দেখেই এসো না, কি বলে,—কি চায়।"

পুরুষ-কণ্ঠের পরুষকণ্ঠ এর জবাব দিল,—"কি চায়? চায় আমার মুণ্ডু! চায় অর্দ্ধেক রাজত্বি, আর রাজকন্যে,—দেবে? ভাল জ্বালায় পড়েচি—নিজের ঘরে ব'সে একটু প্রাণভরে তামাক খাবো, তার যো'টি নেই। সক্কাল হ'তে তর সয় না,—যেন ওদের সাত গুষ্টির কাছে ধার ক'রে খেয়েচি।"

খট্‌খট্‌ করিয়া খড়ম বাজিয়া উঠিল, শব্দটা ক্রমশঃই এ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া আগন্তুক একটু প্রফুল্ল হইল।

নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিযুক্ত কলিকা-বসান একটি বেঁটে ছোট্ট খেলো হুঁকা হাতে বোধ করি প্রথম আসা সেই ছেলেটিরই একটি পুরাতন ধুতী হাঁটুর অনেক উপরে পরা একটি প্রায় ছ'ফুট মাপের লম্বা আধাবয়সী লোক ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। আকারটি তার পাতলা ডিগ্‌ডিগে, সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়া,—রংটি কখনও বোধকরি ফরসাই ছিল এখন রোদপোড়া তামাটে। নাকটা উঁচু, দাঁত দুপাটি খিঁচানোর ভাবে প্রায় বাহিরেই থাকে, রুক্ষ স্বভাবকে তারা আরও যেন রুক্ষতর করিয়াছে।

আসিয়াই কর্কশ স্বরে কৈফিয়ৎ কাটিলেন,—"কি মশাই! কি করেছি বলতে পারেন? ডাকাতিও করিনি, চুরির মধ্যেও নেই, রাত না ভোর হতেই এত জুলুম কিসের শুনি?"

আগন্তুক এই অভ্যর্থনায় বিশেষ বিস্মিত হইল মনে হয় না,

বোধ করি, এ রকমটা তার পাওয়া অভ্যাস আছে, বরং সমধিক নম্রকণ্ঠে সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না, জুলুম ত কিছুরই নয়,—করেনওনি কিচ্ছু,—তবে আপনার কাছে আমাদের একটা Request অর্থাৎ কি না আমাদেরই একটুখানি অনুরোধ আছে।—আমরা একটা সমিতি করেছি,—পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে স্বর্গীয় সি. আর. দাশের যে পরিকল্পনাটা ছিল, যেটা তিনি তাঁর অকালমৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে যেটা এত দিন কোন্ কালে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে আরম্ভ হয়ে যেত,—আমরা সেই উদ্দেশ্যটাকেই কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছি, তাতে সমস্ত দেশবাসীরই সহায়তা পাওয়া চাই—"

সব কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই গৃহস্বামী সবিশেষ আতঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ঐ এক সংস্কারের ধুয়ো উঠে মানুষকে ত অতিষ্ঠ ক'রে তুলেচে, পেটে ভাত জোটে না, চাঁদা দিতে দিতে মাথার চাঁদি ফেটে গেল। এই সে দিনে—এখনও দু'মাস যায় নি, কিসের একটা সভার জন্যে এক দঙ্গল চ্যাংড়া ছোঁড়া এসে ধস্তাধস্তি ক'রে একটা সিকি আদায় করে নিয়ে তবে গেল, কিছুতে ছাড়াতে পারলুম না।—না বাবু! অন্যত্র যাও, আমার হাতে একটা আধ্‌লা নেই।—"

যুবক কহিল, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি আপনার কাছে পয়সা চাইচি না, শুধু—"

ভস্মীভূত তামাকুর কলিকায় বৃথা আশায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া বিকৃত মুখে গৃহস্থ-কর্ত্তাটি কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ—তোমার আশা বেশী! পয়সা চাও না, ট্যাকা চাও? দেখ বাপু! কথায় কথা বাড়ে, যেখানে মস্ত বড় সিং-দরজা দেখবে সেইখানে গিয়ে ঢুকো, আমার মত হতচ্ছাড়ার দোর টাকা ছড়াবার যায়গা নয়।"

ছেলেটি বলিল, "না শুনেই গলাধাক্কা দিচ্ছেন কেন? টাকাও না, পয়সাও না,—"

পিছনে ফিরিয়া অদূরে নামাইয়া রাখা ঝাঁকাটার দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "ঐ হাঁড়িগুলি দেখছেন, ওরই একটি আপনার ভাঁড়ার ঘরের একটি পাশে পড়ে থাকবে, রোজ ভাঁড়ার বার করবার সময় একটি মুঠো ক'রে চাল—মনে করবেন, আপনার পাঁচ ছেলে-মেয়ের বদলে যেন আর একটি বেড়েছে,—তারই ভাগ ঐ মুঠোটি—এই মনে ক'রে ঐ হাঁড়িতে ফেলতে বলবেন, মাসে এক ক্ষেপ এসে আমি বা আমার লোক চালগুলি নিয়ে যাব, এতে আপনারও গায়ে লাগবে না আর দেশেরও কাজ হবে।"

"কেমন ক'রে জানবো যে, সেই চালগুলি নিয়ে গিয়ে তুমি সিদ্ধ করে খাবে না?"

শ্রোতার এই উচিত প্রশ্নে বক্তা কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা বিরক্ত না হইয়াই উত্তর করিল;—"ভাত রেঁধে নিশ্চয়ই খাওয়া হবে, তবে শুধুই ভাতটি খেয়ে হজম করা যাবে না, তার বদলে কিছু কাজ করা হবে, এই আমাদের হচ্ছে প্লান।—আচ্ছা, সবটা খুলে বলি শুনুন—"

বাড়ীর কর্ত্তাটি ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল; বলিল, "থামো বাবু, এই সকালবেলায় এখনও হাতেমুখে জল দিইনি, গোয়াল-ঘরের ঝাঁপ পর্য্যন্ত খুলতে বাকি, এ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বক্তিমে শুনতে পারবো না, তুমি বরং তার চাইতে অন্য কারুকে তোমার প্যালান্ শোনাও গে;—"

আগন্তুক নাছোড়বান্দা, মিনতি করিয়া বলিল, "দু'কথায় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, পাঁচটা মিনিট সময় কি আর তামাক খেতে খেতে দিতে পারবেন না? আমরা পল্লী-সংস্কার করবার জন্যে একটি সমিতি করেছি,

তার থেকে প্রত্যেক গ্রামে একটি ক'রে লোক রাখব, লোক অর্থে একজন লোক নয়, একটি করে পরিবার, পুরুষটি গ্রামের ছেলেদের পড়াবেন। এক আনা থেকে দু'আনা যার যা' ইচ্ছে মাইনে দেবেন, যিনি এও পারবেন না, ফ্রিতেই পড়বে। ওঁর স্ত্রী পড়াবেন মেয়েদের। তাঁদের সঙ্গে থাকবে হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও বই, এ ছাড়া কুইনিন, টিঞ্চার আয়োডিন, আর এটা সেটা—লেক্সিন ইত্যাদি সকালবেলা দাতব্যভাবে ওষুধপত্র তিনিই দেবেন। লেখাপড়া শেখানর সঙ্গে অর্থাৎ বাংলা, নামতা, কিছু অঙ্ক, সামান্য ভূগোল, ইতিহাস আর তার সঙ্গে সুতো কাটা ও তাঁত বোনা এই থাকবে শিক্ষার বিষয় অথচ ঐ পরিবারটির ভরণ-পোষণ হবে ঐ সামান্য মাইনে থেকে এবং প্রধানতঃ এই মুষ্টিভিক্ষা থেকে। দেখুন তো কত সহজে কত কাজ পল্লীগ্রামের মধ্যে থেকেই অনায়াসেই করতে পারা যায়।"

ভদ্রলোকটি শুনিতে শুনিতে হয় ত বা একটুখানি অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাই শোনা শেষ হইলে উপহাসে উড়াইয়া না দিয়া ঈষৎ যেন সদয়-কণ্ঠে কহিল,—"হ্যাঁ, তা' যা বলচো, কথাটা ভালই,—তবে গাঁয়ের লোকে সবাই যদি মেনে নেয় তাহলেই না—দু'চার জনের দ্বারা তো এ সব কাজ হয় না মশাই!"

আগন্তুক একটি হাঁড়ি আনিয়া ভদ্রলোকটির সাম্‌নে রাখিয়া বলিল, "একজন আরম্ভ করলেই দশ জন, দশ জন করলেই বিশ জন করবেন, আপনি শুভারম্ভ করে দিন, আর আশীর্ব্বাদ দিন সব্বারই যেন আপনার মতন ভাল কাজের মতি হয়।"

বলিয়া যোড় হাত কপালে ঠেকাইয়া ফিরিল।

গৃহস্থ ব্যক্তিটির যদিও সৎকর্ম্মপরায়ণতার উদাহরণ হইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ছেলেটির কথার চটকে সে নাকি কেমন হতভম্ব হইয়া গেল, আর সেই সুযোগে আগন্তুক ঝাঁকামুটে সঙ্গে হাতের লম্বা

লাঠির তালে লম্বা পা ফেলিয়া গ্রামের পথ ধরিল। সূর্য তখন পূবদিকের একটা ঝাঁকড়ামাথা বটগাছের ভিতর হইতে উঁকি দিতেছিলেন, কৃষাণরা কোদাল ঘাড়ে জনমজুররা কোদালের সঙ্গে ঝুড়ি লইয়া পথ চলিতেছিল, বোধ করি সেটা হাটবার, পশারী ও পশারিণীরা ঝাঁকা পেতে হাতে মাথায় দ্রুত চরণক্ষেপে একটা দিকেই ছুটিতেছিল, কারও কাছে মিঠা পাণ, কারু কাছে তাজা ইলিশ, অনেকের সঙ্গেই শাকসব্জী,—কুমড়া, কচু, লাউ, ঝিঙ্গে, পটোল, কাঁচকলা, নূতন ওঠা কালো কালো মুক্তোকেশী বেগুন এবং সরু সরু মূলো।

ছেলেটি গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী ঘুরিল। কোথাও সে পাইল সহানুভূতি ও সমাদর, কোনখানে পাইল বিতৃষ্ণাপূর্ণ প্রত্যাখ্যান,—এমন কি, উপহাস ও অপমানও কিন্তু তুল্য-নিন্দাস্তুতি মানিয়া লইয়া সে প্রায় সর্ব্বত্রেই বিজয়ী হইল। দু'বেলা দু'মুঠা, একবেলা একমুঠা, অন্ততঃ হপ্তায় একটি মুষ্টি চাউল পল্লীকল্যাণের জন্য স্বীকার না করাইয়া সে কাহাকেও ছাড়িল না, কেহ তুষ্ট, কেহ রুষ্ট হইয়া "ভাল জ্বালা জুটেছে বাপু!"—বলিয়াও একটা হাঁড়ি রাখিতে রাজী হইলেন।

এই গ্রামের মধ্যে প্রায় সত্তর আশি ঘর আধাভদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং নবশাখের বাস, একপাশে অ-ভদ্র অর্থাৎ জল-অচল শ্রেণীর লোকেদের একটা পাড়া আছে, এই ছেলেটি এইবার সেই দিকের পথ ধরিতেছে দেখিয়া একজন ভদ্রশ্রেণীর গ্রামিক তাহাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল,—"ওহে ছোক্‌রা! স্থানাস্থান দেখে চলো ও কোথায় যাচ্ছো? ওদিকে ভদ্দরলোকের বাস নেই।"

বলিষ্ঠ যুবকের মনের বলটাও বোধ করি দেহের বলের চাইতে নেহাৎ কম নয়,—সে একটুখানি মুখ ফিরাইয়া আধ-ফিরানো মুখে একটু মৃদুহাস্যের সহিত জবাব দিল,—

"সেই জন্যেই ত যাচ্ছি মশাই! আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ত ওই দিকেই।"

উপদেষ্টা বিস্ময়-মিশ্রিত ঘৃণাভরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "ওঃ, ইনিও একজন পতিত-পাবন দেখছি—পতিতোদ্ধার করতে এয়েছেন! উহুঁ ও সব মেলেচ্ছ কাণ্ডর সঙ্গে আমার কোন সহানুভূতি নেই, আমার ঘরের চাল অত সস্তা নয়।"

বলিয়া হাঁড়িটা হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে ঢুকিতে নিজের মনকে শুনাইয়া এই যুক্তিটি স্থির করিয়া লইল,—"হাঁড়িটে রাখতে দিলে রেখে দিই গে, সময় অসময়ে কাজে লাগবে। সকাল বেলাটায় যে সময় নষ্ট করালে তার কি একটা পয়সারও দাম নেই নাকি? হ্যাঁঃ তুমিও ঝ্যামন!"

ঝাঁকাটার তিন ভাগ খালি হইয়া গিয়াছিল এক ভাগ বাকি, সেই এক ভাগের হাঁড়ির মধ্য হইতে গোটাতিন হাঁড়ি লইয়া ঝাঁকাশুদ্ধ মুটেটাকে পাশের একটা অশ্বত্থতলায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রোৎসাহিত চিত্তে দ্রুতপদক্ষেপে সে গিয়া প্রবেশ করিল—অপরিচ্ছন্ন ও ইতস্ততঃ ছড়ানো কুটীর সঙ্ঘের ধারে একটা নোংরা আবর্জ্জনায় ভরা, মানুষের পায়ে চলার দাগে আঁকাবাঁকা দাগ টানা পথে। চলার পথটার স্থানে অস্থানে পাঁকে ভরা, গত বর্ষণের জলধারা দু' এক জায়গায় গর্ত্ত কাটিয়া গিয়াছে,—দেখিতে দেখিতে একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে হইতে বাহির হইয়া একটি ছোট্ট ছেলে ঐ গর্ত্তকাটা জায়গাটায় আছাড় খাইয়া পড়িল। ছেলেটির তারস্বরের চীৎকারে তার মা—বোধ করি তখন গোবরাদি দিতে ব্যস্ত ছিল আলুথালু-বেশে দু'হাত গোবরমাখা, ছেলের গলার উপর আরও দেড় কি দুই হাত গলা চড়াইয়া দাম্বাল ছেলেকে তার ছেলে আগলাইতে অসমর্থ বাপকে এবং পোড়ামুখো বর্ষাকে সে পোড়ামুখো

এত জায়গা থাকিতে তাদেরই দোরে ভাঙ্গন ধরাইয়া গিয়াছে,—এই সকলকে কুৎসিতভাষায় গালি দিতে দিতে আসিল এবং সেই গোবরমাখা হাতের হেঁচকা দিয়াই সেই স্নেহশীলা জননী ছেলে তুলিতেও উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তার মধ্যে হাতের হাঁড়ি মাটিতে নামাইয়া আগন্তুক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে দু'হাতে তুলিয়া কোলে লইয়াছে। এই দেখিয়া সেই উগ্রচণ্ডা রণরঙ্গিণী হঠাৎ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইল। এর চেয়ে ঐ ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া হাতের মোটা লাঠির বাড়ি যদি ছেলেটাকে এক ঘা কসাইয়া দিত সে এতটা বিস্মিত হইত না।

আগন্তুক ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটিকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনার ছেলে? বড্ড ব্যথা লেগে থাকবে, একটু কোলে নিন, আহা, গর্ত্তটার মধ্যে প'ড়ে গেছে! কি ভাগ্যি, কোথাও কাটে ভাঙ্গে নি!"

আপনি! ছেলের মা'র বিস্ময় বোধ করি বা সীমা অতিক্রম করিল। দু'হাতে কাঁচা গোবর-মাখা ন্যেতা ট্যানা পরা দুলেবৌ সে, তাকে বলে কি না আপনি! মানুষটি কি পাগল বটেক?

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "ওডারে নামায়ে দ্যান, আপনাগোরে ছোঁব ক্যামন কইর‍্যা? ভুঁয়ে নামায়ে ধরেন।"

লোকটি কহিল, "নামাবার দরকার নেই, আপনার বাড়ী চলুন, হাত ধুয়ে ছেলে নেবেন। ও রকম নোংরা হাত কি ছেলের গায়ে দিতে আছে, ছেলে যে ভগবান্।"

মেয়েটি অধিকতর বিস্মিত হইল বক্তার বলার ধরণে ও শিশুটিকে কোলে করার ভঙ্গীতে। কথার গাম্ভীর্য্যেও সে যেন কেমন এক ধারা

হইয়া গেল। একটুক্ষণ পরে হঠাৎ যেন চটকাভাঙ্গা হইয়া গোময়লিপ্ত হস্তে নিজের স্খলিতপ্রায় অঙ্গাবরণ যথাসংযুক্ত করিতে করিতে বিব্রত বিপন্নতার সহিত কহিয়া উঠিল,—

"অ্যামন কথা ক'য়ে অপরাধ বাড়া করাবেন নি, আপনগোরা ভদ্দরনোক বটেক, আপনগোরা মোদের কাছকে দেবতার তুল্যি, ওডা দুলে ঘরের ছ্যালে, ওরে কইচেন ভগবান্? আপনার ছিরি-অঙ্গে ছোঁড়াডার চরণ নাগচে, কত মন্নি হচ্চে, ওডারে ছ্যাড়ে দ্যান বাবু! হেইগো, ডরে শরীলডা ঠাই ঠাই কাঁপতে লেগেচে দ্যাখো।"

এদিকে এই অপরিচিত-ব্যবহারে ক্রন্দনশীল শিশু সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং উল্‌টিয়া সে অজানা আদরকারীকে বিস্মিত দৃষ্টি দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছিল, আগন্তুক তাকে তার সবল বাহু দিয়া সস্নেহে নাচাইয়া উচ্চে লুফিয়া খানিকটা খেলা করিয়া তার পর তার মায়ের দিকে ফিরিয়া উত্তর দিল—

"মা গো! ভগবান্‌কে তোমরা যেমনটি মনে করো তা' তিনি নন,—তিনি যেমন বামুন-কায়েত, তেমনই দুলে বাগ্দীর ভেতরেও রয়েছেন, শুধু ওরা কেউ কেউ সেটা টের পেয়েছে, তোমরা এখনও পাও নি। তাই ছাই-চাপা আগুনের মতন ঢাকা আছে, ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে দিলে ঘুঁটে বেরুবে না, আগুনই বেরুবে।"

ইতিমধ্যে কার্ত্তিক দুলে আর কার্ত্তিকের কাকা আন্দু দুলে ঘরামীর কাযে যাওয়ার পথে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আগন্তুকের কথা শেষ হইলে আগাইয়া আসিয়া রুখিয়া বলিল,—

"বক্তিমেটা মেয়েছ্যোলের স্যমনে দ্যাবার লেগ্যে এদ্দূর না অ্যাস্তে টৌন হলে দিলেই ত বেশ হতো! ভেগে পড়ো,—ভদ্দর লোকের

নাকি সুরের ঘ্যান-ঘ্যানানি ঢের শোন্ধা গ্যাচ্ছেগো। ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে গরীবের চ্যাল্যে আগ্‌গুন লাগ্যার মতলবেই ভদ্দর নোকেরা হামলাচ্চে, ত্যাখ্‌চি তা!"

বলিয়া কার্ত্তিক কাঁধের উপরকার কোদালখানা লাঠির মতন করিয়া নামাইয়া ধরিল।

কার্ত্তিকের কাকাও মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হুঁ,—ভেগ্যাপড়ো।"

কিন্তু ছেলের মা যাকে আগন্তুক এই একটু আগেই 'মা' বলিয়াছিল, সে তাকে প্রদত্ত পদের উপযুক্ততা প্রমাণ করিল, সম্পর্কে সে আন্দুর ভাজ এবং কার্ত্তিকের খুড়ী হয়, দু'জনকার দিকেই মুখ ঘুরাইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া ভর্ৎসনা করিল,—"ক্যান্‌ র‍্যা কার্ত্তিকে! ওঁয়ারে কড়্যা কথ্যা কইচুস্‌ ক্যান? বাবা-ঠাকুরের আমার ত্যাবতার মতন দয়ার শরীল, তাই না ক্ষুদে-ছোঁড়াডারে নালা থেকে উঠ্যেয়ে কাঁ করেছ্যান,—মম্বির ডরে অ্যাকেই আমি ম'র‍্যো রইচি, তার উপর তুই এলি কেঁড়মলি করত্যে! ছ্যালে বটেক একড্যা—অ-মা!"

কার্ত্তিক ও আন্দু অপ্রতিভ হইল, আন্দু বলিল,—"ঘ্যাক্‌ য্যাত্তে দিগা! আপুনি বুঝি এ গাঁয়ে নতুন এইচ? কাদের ঘরকে অ্যাইচ গা? কলকেত্তাথে আইচ বটেক?"

অসৌজন্যটাকে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াসে সে অপরিচিতের সহিত আলাপ সুরু করিল,—

"আইচ, তা' ভালুই কর‍্যাচ, কুটুম ঘরকে অ্যালে বটেক? চটপট স'র‍্যো পোড়ো, এ ত্যাশে খুব ম্যালেরি বটেক,—ঘর ঘর নোক শুঁয়্যো পড়্যচে বটেক।"

আগন্তুক সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ওঃ, এখানে বুঝি খুব ম্যালেরিয়া?"

আন্দু কহিল, "তা' বাবু নেহাৎ কমটি হব্যেক নাই। এই তো সব্বে

সুরু হবো হবো হচ্ছেন, ইরি মদ্দ্যি দু দুবার হয়্যেই গ্যালেন, কাল একটু মাড় খেঁয়্যে আজ এই বার হচ্চি।”

আগন্তুক কহিল, “তা’ হ’লে চারিদিকে এত ঝোঁপ-জঙ্গল পচা ডোবা থাকতে দিয়েছ কেন? নর্দ্দামা নেই, জল নিকাশ হয় না, ময়লা জ’মে জ’মে ঘরের পাশে গাদা হয়ে রয়েছে, তাইতেই ত এত রোগ।”

কার্ত্তিক ও আন্দু সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “সে দিনকে এক জনা ডাক্তার বাবু কলকেত্তা থে এয়েছ্যাল সে-ও দুই কথাই বল্লো, কিন্তুন্ এ জঙ্গল কাটে কে’? পানা তোলে কেডা? নর্দ্দমাই বা হয় কোথাখে? এত আর চাট্টিখানি কাজ লয় বটেক।”—

আগন্তুক প্রোৎসাহিত কণ্ঠে উত্তর করিল, “কেন, আমি এবং তুমি।”

আন্দু ও কার্ত্তিক দু’জনেই হেঁঃ হেঁঃ করিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিল,—অর্থাৎ কথাটা রসিক-জনোচিত হইয়াছে বটেক!

যুবা কহিল, “দেখ ভাই, হেসো না, ঠাট্টা করি নি,—সত্যি করেই বলছি, তোমার বিশ্বাস না হয়, আমায় ঐ কোদালখানা দাও এই যে খানাটায় ছেলেটি প’ড়ে গেল এটা ত তোমাদের বস্তির চলন পথ, এইখানটাকে আমি এক্ষুণি চাট্টি মাটি এনে পিটিয়ে ঠিক ক’রে দিচ্চি।”

ছেলেটি কোদালের জন্য হাত বাড়াইতেই খুড়া-ভাইপো যত বিস্মিত ততো অপ্রতিভ হইল এবং সেই সঙ্গে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত—“মোরা থাকতে আপুনি!” বলিয়া কোদাল হাতে মাটি আনিতে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে তিন জনের সমবেত চেষ্টায় সেখানকার খানা খন্দো বুজাইয়া আগাছা কাটিয়া বেশ একটি সরল সুন্দর চলন—পথ তৈরি হইয়া গেল। পথটি চলনসই করিতে ঘণ্টাখানেকের বেশী সময়ও লাগিল না।

"দেখ ভাই! একদিন এসে বিলিতি কুমড়ো, সীজ কুমড়ো, লাউ, ঝিঙ্গে, করলার বীজ দিয়ে যাব, দুটো দুটো ছড়িয়ে দিলে ঘরে তরকারীর দুঃখটা থাকবে না।"

কার্য্য শেষে আন্দু ও কার্ত্তিক ছেলেটিকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তিনটি হাঁড়ি তখনই ওদের বাড়ী ঢুকিল, হপ্তায় এক দিন দুলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবার এক মুঠা চাল ঐ হাঁড়িতে দিবে, মাসে একবার লোক আসিয়া ঐগুলি লইয়া যাইবে। আরও স্থির হইল দুলেপাড়ার চলন পথ, ওঁচলা ফেলার ব্যবস্থা এবং আশপাশের ঝোঁপ-ঝাড় তারা নিজেরাই সাফ করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং যদি গ্রামের মধ্যে পাঠশালা বসে তবে অবৈতনিকভাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে যাইবে। তাদের বেতন বাবদ প্রতি গৃহস্থ তখন তিন মুঠা চাউল হাঁড়িতে ফেলিবে।

যুবক ঝাঁকা-মুটেটাকে ডাকিয়া লইয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত সতেজ চলনে বড় রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইল। এই দিক্‌টাকে লোকে বাবুপাড়া বলে, অর্থাৎ এই অঞ্চলেই গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের কোঠা-দালান বাগান পুষ্করিণী। বলা বাহুল্য সেগুলির অধিকাংশেরই এখন পতনাবস্থা। গৃহস্বামীদের নগরবাসের কল্যাণে সে সব গৃহ শ্রীভ্রষ্ট জনহীন পুষ্করিণী পঙ্কিল আবিল জলে ম্যালেরিয়া বিতরণ তৎপর এবং উদ্যান ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ। কদাচিৎ দুই এক ঘর গৃহস্থ ইহারই মধ্যে টিকিয়া আছে, তাদের বাসগৃহ বাবুপাড়ার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

শরতের সূর্য্য তখন প্রতপ্ত কিরণে চারিদিক আতপ্ত করিয়া তুলিতে ছিলেন। বাড়ী বাড়ী রান্নাঘরের ধুঁয়া এবং গৃহকর্ম্মের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, ঝাঁপ-খোলা দোকানে বসিয়া নিধু ময়রার বড় ছেলে শাল-

পাতার ঠোঙ্গায় রাহী লোকেদের মুড়কি মুড়ি এবং গুড়ে বাতাসা বিক্রয় করিতেছে।

গাঁয়ের সেই নেড়া-বৈরাগীটা তখন ভরা ঝুলিটি কাঁধে নিয়া ঘরে ফিরিতে ফিরিতে একতারায় মৃদু মৃদু ঘা মারিতেছিল ;—

"পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগল হবো—
হেরবো রসের নবগোরা।—
ও নাগরী গ্যাখ্‌সে তোরা।"

২

বাবুপাড়ার পথ ঘাট সবই যে একদা তার নামের যোগ্য ছিল, তার প্রমাণ পথে এবং কলমীলতা পানিফলে ভরা পুষ্করিণীর ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন বাঁধা ঘাটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ঘাটের উপর দেবায়তনের ও তৎসহিত যাত্রীশালার ধ্বংসচিহ্ন প্রতিষ্ঠাতার ধর্ম্মানুরাগ, কোন এক স্থানে পথের উপর ছায়াবিস্তারকারী প্রশস্ত বাঁধান অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকারীর কর্ম্মানুরাগ বা জনমঙ্গলচিন্তার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। এক দিন গ্রামে বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিল এবং তাঁদের দেহে প্রাণ ছিল। জনকল্যাণের জন্য তখন হাঁড়ি হাতে চাল কুড়াইতে হইত না, অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যবোধেই এ সব জনহিতকর পূর্ত্তকার্য্য ও সেবায়োজন অবস্থাপন্নরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিতেন,—নিষ্কামভাবে না হইলেও সকামভাবে স্বর্গকামী হইয়াই না হয় করিতেন, এখনকার মত তখন দেশের লোক সস্তায় ছাপা গীতা পাঠ করিয়া মোক্ষার্থী হয় নাই, তারা জীবনকে নশ্বর জানিয়াও পরলোকের পাথেয় সঞ্চয়ে তৎপর থাকিত। উপনিষদ পড়া তখন সহজ ছিল

না, নিজেকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিত না।

এ গ্রামের নূতন আগন্তুক এই কথাগুলি এবং এই ধরণের আরও দু চারি কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল, হঠাৎ কাণে গেল, পিছনে নারীকণ্ঠে কে' কাহাকে বলিতেছে,—

"এই দেখ! এই আবার এক নতুন ঢঙের ভিক্ষেওলা এয়েছে! জঙ্গী-জোয়ান, এই অত্তো বড় যার বুকের ছাতি, তার খেটে খেলে হয় না?"

যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছিল, বোধ করি, সে-ই জবাব দিল, "ওরা দিদি ঠিক ভিক্ষেওলা নয় ভাই! দেখছো না সঙ্গে একটা ঝাঁকা-মুটে, ওতে হাঁড়ি রয়েছে, আমার বাপের বাড়ীর ওখানে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অম্‌নি হাঁড়ি রেখে যায় তাতে রোজ দু'বেলা দু'মুঠো চাল ফেলে রাখে, তার পর হপ্তায় এক দিন এসে সেই চাল নিয়ে গিয়ে তাইতে গরীবদের খাওয়ায়, রোগীর পথ্যি দেয়, কত ভাল ভাল কাজ করে এও হয় ত সেই রকমই কিছু।"

উত্তর হইল, "রামকৃষ্ণ মিশনের খবর আমিও শুনেছি, কিন্তু এর গেরুয়া কৈ? গেরুয়া পরলে বুঝতুম, না হয় তাদেরই, ওসব এক ঢঙ্ হয়েছে লো, ঢং হয়েছে,—একজনরা করলেই ভেজাল দশ জনের নজর লাগে।"

অন্য মেয়েটি অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিল, "গেরুয়া পরাই যে সব সময়ে ভাল দিদি, তা বলতে পারি নে'। সব্বাই গেরুয়া নিলে গেরুয়ার অপমান করা, আর নিজেদেরও পায়ে বেড়ী দেওয়া হয়, তার চাইতে ও সাদাই ভাল যত দিন পারলে করলো, যখন অক্ষম হলো ঘরে ফিরে গেল। গেরুয়ার এ দেশে কত মান ছিল, আজকালের ত বেশীর ভাগই হয়েছে—ওটা যেন ভিতরকার—"

দাঁড়াইয়া মেয়েদের কথা শোনা সঙ্গতও নয়, সমীচীনও নয়, তাছাড়াও এ সব কথা এ পথে পা দিয়া সে ঢের শুনিয়াছে এবং যদি টিঁকিয়া থাকিতে পারে আরও অনেক শুনিবে, এ শুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় তার সস্তা নয়, যেমন জোরে পা ফেলিয়া চলিতেছিল তাই চলিল। পৌঁছিল গিয়া একখানা ভাঙ্গা-চোরা বাড়ীর সাম্‌নে। ঠিক পাশেই তার একটা এঁদো পুকুরে বসিয়া একটি কম-বয়সী মেয়ে বাসন মাজিতেছিল, ধোয়া বাসন গোছা করিয়া সেই সময় সে অপরিচিতের সম্মুখীন হইল। আগন্তুক সসম্ভ্রমে মেয়েটিকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সঙ্গ ছাড়িল না। বাড়ীর একখানা কবাটহীন দরজার কাছে পৌঁছিতেই সে কথা কহিল,—

"আপনাদের বাড়ীতে কোন বাবু যদি থাকেন অথবা গিন্নী-মা হলেও হবে, ডেকে দেবেন ত, বলবেন বিশেষ দরকারে দেখা করতে চাচ্চি, দু'মিনিটে আমার কথা শেষ হবে।"

হাতের তেলোয় বাসন লইয়া মেয়েটি দাঁড়াইল, চলনোদ্যত চরণের গতি রুদ্ধ করিয়া অনুরোধকারীর দিকে মুখ ফিরাইল, মুখটি দেখিয়া তার মনে একটা স্নিগ্ধতার স্পর্শ লাগিল। অদ্ভুত কিছুই নয়,—গন্ধভরা যূঁইফুলের মত ছোট্ট মুখ! উজ্জ্বল শ্যামলা রংয়ের ফুটফুটে পাতলা চেহারার একটি মেয়ে।

মেয়েটি ডাগর চোখে স্মিতদৃষ্টি ভরিয়া কোমল সুরে কহিল, "আপনি যদি হাঁড়ি বেচতে এসে থাকেন, আমাদের হাঁড়ির দরকার নেই, ও হাঁড়ি টেঁকেও না,—খাঁটালের হাঁড়ি না হ'লে দু'দিনে ভেঙ্গে যায়।"

যুবকের ঠোঁটের কোলে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা দিয়াই গোপনে মিলাইয়া গেল, সংযত কণ্ঠে উত্তর দিল, "হাঁড়ি বেচতে আসি নি খুকি! আপনাদের ভাঁড়ার ঘরে এর একটি রেখে যেতে এসেছি, তা'তে দুবেলা দু'মুঠো চাল ফেলে দেবেন, আমি আসি বা আমার

লোক এসে কি হপ্তায় ঐগুলি ঢেলে নিয়ে যাবে, আর সেই চাল দিয়ে অনেক ভাল কাজ হবে—"

মেয়েটির কালো চোখ বিস্ময়ের রেখায় ভরিয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে বলিল, "ওঃ"—তার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ? ভিকিরী ফকির খাওয়াবেন?"

যুবা কহিল, "উঁহুঃ দেশে ভিখারী ফকির রাখবোই না। ঐ চাল থেকে অনেক কাজ হবে, গরীবদের মজুরী দিয়ে ওদের দ্বারা জঙ্গল সাফ, পুকুর ঝালানো, রাস্তা—"

মেয়েটি কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আমাদের এই পচা পুকুরটা সাফ করা যায় না? কি যে এটা বিশ্রী হয়ে গ্যাছে! এখন ত ঢের ভালো, শীতকালে—গরমকালে জলই থাকে না, শুধুই পাঁক। তখন যদি দেখেন আপনার ঘেন্না করবে। কাপড় কাচলে কাপড়ে গন্ধ ছাড়ে, বাসন মাজলে বাসনে দাগ ধরে।"

আগন্তুক কিশোরীর বর্ণিত পুষ্করিণী নামধেয়, আধমজা শৈবালদামে ঘন আচ্ছাদিত সদ্যো-বিগত বর্ষা প্রসাদাৎ কথঞ্চিন্মাত্র জলবিশিষ্ট কুণ্ডটার দিকে চাহিয়া মেয়েটির কথার উত্তর দিল,—"কেন যাবে না? ছোট্ট পুকুর, খুব শীগ্‌গির হ'বে।"

মেয়েটি দরজার মধ্য দিয়া উঠানে বাসন ক'খানা রাখিল এবং একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া আগন্তুকের দিকে হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে বলিল, "তা' হ'লে আমায় একটি হাঁড়ি দিন আমি আপনার জন্যে চাল রেখে দেব।"

আগন্তুক একটি হাঁড়ি মেয়েটির হাতে দিল, ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু বাড়ীর লোকে কি আপনার কথা মানবেন?"

মেয়েটি শান্ত চোখদুটি বক্তার মুখে সন্নিবেশিত করিয়া বিস্ময়াশ্চর্য্য-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিল, উত্তর দিতে গিয়া নিজেকে বিপন্ন বোধ করিল, তার পর একবার কাশিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিল, "এই আপনি ছেলেমানুষ কি না তাই বলছি।"

মেয়েটির চোখ দু'টি হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে স্মিতমুখে উত্তর করিল, "আমায় যতটা ছেলেমানুষ দেখায় আমি তা নই, আমার বয়স চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হয়ে গ্যাছে।"—এই বলিয়া সন্নত ভাবে মুখ তুলিয়া অভয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কেউ মানা করবে না চাল আপনি ঠিকই পাবেন আসবেন নিশ্চয়।"—দরজার মধ্যে পা গলাইয়া আবার ফিরিল, "কি বারে আসবেন? আজ ত রবিবার, আসছে রবিবারেই বোধ হয় ?"

যুবা মেয়েটির ধরণ-ধারণে বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল, সাগ্রহে উত্তর দিল, "বেশ, রবিবারেই আসবার দিন রইলো।"

মেয়েটি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, আবার ফিরিয়া আসিল। ভিক্ষা-সংগ্রহকারী যাত্রারম্ভ করিতেছে, সে পিছন হইতে ডাকিল, "শুনুন,—"

যুবক মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া দ্রুত কাছে আসিলে মেয়েটি বলিল, "দেখুন, একটা কথা মনে হলো, আপনি তখন বলছিলেন না আপনি কিম্বা আর কেউ এসে নিয়ে যাবেন,—তা' যদি আপনি আসেন চুকেই গেল, যদি নিজে আসতে না পারেন, তা হ'লে সে ত আমাদের বাড়ী চিনবে না, আপনার কি খাতা আছে ? তাতে কি সব বাড়ীর বাবুদের নাম লিখে নে'ন ? তা'তে ঠাকুরদার নামটাও লিখে নিন, না হ'লে হয়ত ভুল হয়ে যেতে পারে।"

যুবক চমৎকৃত হইল। গভীর বিস্ময়ে তার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বাঃ!"

তার পর সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "এটা আপনি খুব প্রয়োজনীয় কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, এ ত আমার মনেই পড়ে নি! এর পরের বারে এসে তাই করবো আপনার ঠাকুরদার নামটি কি বলুন ত? ধরুন যদিই এর পরের বারে নাই আসতে পারি, আপনাদেরটা অন্ততঃ জানা থাক।"

মেয়েটি শান্ত নরম স্বরে উত্তর করিল, "জগবন্ধু গড়গড়ি···যদি সাম্‌নে কারুকে দেখতে পান বলবেন;—'পদ্ম'কে ডেকে দাও।"

কথা শেষ করিয়া মেয়েটি চঞ্চল পায়ে চলিয়া গেল। একটুখানি দাঁড়াইয়া তার চলিয়া যাওয়া পথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া আগন্তক পুনর্যাত্রায় বাহির হইল। তখন প্রায় মধ্যাহ্নের রৌদ্র চারিদিকে খরতর করজাল বিস্তৃত করিয়া জগদ্বাসীকে মধ্যাহ্ন কৃত্যের জন্য প্ররোচিত করিতেছিল। কৃষাণ মাঠের ধারে গাছতলায় জলপান চিবাইতেছে, রান্নাঘরের ধূম আর দেখা যায় না, গ্রামের পাঠশালা হইতে—"সাত নাম্ তেষট্টি, সাত দশে সোত্তর—" ইত্যাদি কলধ্বনি শুনা যাইতেছে।

এবার সে যে বাড়ীতে আসিল সেটা অবস্থাপন্নেরই বাড়ী। কিছু-দিন যেন গৃহস্বামীর নেক্-নজর ছিল না, সেই অবসরে অধুনা-লুপ্ত উদ্যানের প্রাচীর ভগ্ন এবং মূল বাড়ীখানাও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, সম্প্রতি বোধ করি এর শনির দশা শেষ হইয়া ভাগ্যস্থানে শুভ গ্রহের উদয় হইয়াছে বিস্তর জন-মজুর লাগাইয়া ক্ষিপ্র ভাবেই মেরামত চলিতেছে। সাম্‌নের যায়গা চৌরস করা হইতেছিল, ফুল বাগান কি টেনিস কোর্ট কোনটা হইবে বলা যায় না, দু'ই হইতে পারে। রাজমজুররা দুপুরের ছুটীতে তখন ঘরে গিয়াছে। যুবক জনশূন্য দালানে উঠিয়া উঁচু গলায়

ডাকিল, "কে' আছেন? বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ—"

বাড়ীতে যে লোকজন আছে, তাহা জানিতে পারা গিয়াছিল। হলঘরের একটা দরজার খড়খড়ি খোলা—তার পর্দ্দাটা শরৎ-মধ্যাহ্নের আতপ্ত বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল এবং ভিতরকার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম সেই ব্যবধানপথে চোখে পড়িতেছিল, দেখা যাইতেছিলই যত্ন-সজ্জিতকক্ষে শ্বেত পাথরের টিপয়ের উপর বিদ্রীর কাজ করা মোরাদাবাদী ফুলদানীতে টাট্‌কা তোলা লাল পদ্ম শোভা পাইতেছে।

বিস্তর ডাকাডাকির পর একজন বেনিয়ান-পরা টেড়ীকাটা সহুরে চাকর ঘোরতর অপ্রসন্নমুখে প্রায় মারমূর্ত্তি হইয়া দেখা দিল। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"অ্যা! চিল্লাচিল্লি ক'রে মরছিস্ কেন,—এই ঠিক দুক্কুরে"—বলিতে বলিতে আগন্তুক ঠিক জাত-ভিখারী নয় দেখিয়া অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাষায় শেষ করিল,—"এখন যাও, বাপু!—এখন ওঁরা খেয়ে দেয়ে যে বিচ্ছাম করছেন, এখন টুক্‌ছে ভিক্ষে দেবার সোমায় লয়। তোমাদের কি ঘটে টুক্‌ছে আক্কেল নেই? তোমাদেরকে আর ব'লে ব'লে আমি পারলাম না,—"

আগন্তুক বলিল, "আমার সামান্য কাজ, তা'তে ওঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে না দু'টি কথা বলেই চ'লে যাব, বাড়ীর যিনি কর্ত্তা বা গিন্নী তাঁকে একবার ডেকে দাও।"

ভৃত্যটি মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল, "কর্ত্তা-গিন্নীর ত খেয়ে দেয়ে কম্মো নেই তাই তোমার বাক্যি শুনতে হয়ে হয়ে ছুটে আসবেক! ওঁনারা কি তোমার ঠেঁয়ে ধার ক'রে খেয়েচে?"

যে দরজার পর্দ্দা দেখা যাইতেছিল সেইখানের শার্সি খোলার শব্দ হইল ভিতর হইতে কেহ বলিল, "নিমাই! কা'কে তাড়াচ্ছিস? ভিখিরী বুঝি?"

নিমাই অতর্কিত আক্রমণে খুসী হয় নাই মুখ গোমড়া জবাব দিল, "তে'নারা লইলে এই দিন দুক্কুরে কিনি আসবেক ছোড়দি'মণি ?"

যে কথা কহিয়াছিল সে কমবয়সী একটি মেয়ে। নিমাইএর কৈফিয়তে সে হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া কহিল, "তাই জন্তেই বেচারাকে লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে গেছিস্ ? এই রোদ্দুরে দুপুরবেলা যারা তোদের দোরে এসেছে তারাই যত অপরাধী। দে' হতভাগা ! চারটি চাল এনে দে' ওকে।"

এই বলিয়া মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, আগন্তুক কি বলিল, তাই শুনিয়া নিমাই ডাকিল, "ছোড়দি'মণি ! শোনেন কথা ! এনার আবার চালে হবেকনি আপনারে কি বলতি চায়।"

দরজার পর্দা সরাইয়া ভিতরের মেয়েটি বাহিরে আসিল,—যেন একখানি ভাস্করনির্ম্মিত সরস্বতী প্রতিমা !—সাজ-সজ্জা সাদাসিধার মধ্যেও যথেষ্ট পারিপাট্যপূর্ণ পায়ে হাতের কাজ করা রেশমী চটি। মেয়েটি আগন্তুককে দেখিয়া একটু চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিল, মামুলী ভিখারী নয় তা' বুঝিয়াছিল।

ভিখারী যে অনেক শ্রেণীর আছে সে কথাও সে জানে কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে এক জন দুঃখদগ্ধ, বিকলাঙ্গ বা দুর্ব্বলাঙ্গ যথার্থ ভিক্ষাজীবীকেই প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আগন্তুক তার বক্তব্য যথাপূর্ব্ব বলিয়া গেল, একটি হাঁড়ি নামাইয়া মেয়েটির সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "পল্লীগ্রামের কত অভাব পল্লীবাসীর কত দুর্দ্দশা তা বোধ করি এখানে বসে আপনাদের অবিদিত নেই, এই সামান্যভাবেও যদি সকলে মিলিত হয়ে কাজ করা যায় কারু গায়েও লাগে না অথচ কত বড় কাজ কত সহজেই হয়ে যেতে পারে আশা করি এতে আপনার আপত্তি হ'বে না।"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না।" কিন্তু সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "অত ক'টি ক'রে চাল দিয়ে এদের এত অভাব কি মিটানো যায়?"

আগন্তুক এই প্রশ্নে প্রোৎসাহিত হইয়া সাগ্রহে কহিল, "দেখুন, অভাব যদি মেটানোর কথা বলেন তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে না,—মোটে না। বাঙ্গালা দেশের পল্লীবাসীর আজকালের যে অভাব সে বড় সামান্য নয়! এক ত ধরুন অন্নাভাব, তার পর ম্যালেরিয়া, তার পর সর্ব্ববিধ শিক্ষা,—চারিত্রিক অসংযম ও আলস্যের দরুণ শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ এ সমস্তই এ দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের জন্য পেতে হ'লে যত চাই ধনবল তত চাই জনবল—যার কিছুই আমাদের নেই। কিন্তু তা যখন নেই, তখন যে ক'রে যতটুকু পারি যে ক'জনের দ্বারা যা' হয় তাই বা করবো না কেন? করতে ভয় পাব কেন? সবটা না হয় কিছুটাও ত হবে? দু'শো জনকে বাঁচাতে না পারি, দশ জনকেও ত পারবো।"

মেয়েটি এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া পাইল না। এ সব বিষয়ে সে কখনও মাথা ঘামায় নাই, ম্যালেরিয়ায় কখনও তাহাকে ধরে নাই, থাকে তারা সুদূর পশ্চিমের পরিচ্ছন্ন একটি বড় সহরে। বাড়ী সেইখানকার যে পল্লীতে বৈদেশিক জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদেরও বাস সেইখানে। জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান সবই তাদের আছে, তবুও তারা সে জলও ফুটাইয়া ফিল্‌টার করিয়া খায়। বাপ বিস্তর রোজগার করিয়াছেন খরচ করারও কার্পণ্য ছিল না। শিক্ষার জন্য শিক্ষক এবং শিল্পের জন্য শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গীতশিক্ষার্থে ওস্তাদ—কিছুরই তাদের অভাব ঘটে নাই অভাবের কথা বইয়ে পড়িয়াছে আর এই সখ করিয়া পৈতৃক ভিটায় আসিয়া পল্লীগ্রামের চেহারা এবং তার অভাব অভিযোগ প্রচুরতরভাবেই দেখিয়া শুনিয়া কচি মনকে তার

ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকের বন-জঙ্গল এঁদো পুকুর এবং ম্যালেরিয়ার কাণ্ড দেখিয়া এ সকলকে অনিবার্য্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল, এঁর আশ্বাসে তাই আশ্বস্ত হইল না, বলিল ;—"আপনারা চালই নে'ন, টাকা নেন' না ?"

যুবক এবার সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিল,—একটুখানি রঙ্গ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে সে পারিল না,—বলিল, "নিই নে' কি ক'রে বলি, 'পাই নে' বলতে পারি, ও টাকা সিকে কিছু সম্বন্ধেই কিছুমাত্র প্রেজুডিস আমাদের নেই।"

মেয়েটি বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আসছি" বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার হাঁড়িটা কুড়াইয়া লইল, নিমাই ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে।

ভিতরে কিছুক্ষণ দুই তিন জনের কথা বলাবলির সাড়া পাওয়া গেল, মধ্যে মধ্যে এক জন পুরুষের গলা, সেই গলার সুরেই উচ্চহাস্য, আবার মেয়েলী গলার শব্দ-সম্ভার ক্ষুৎপিপাসাতুর আতপতাপতপ্ত পর্য্যটকের বলীয়ান্ চিত্তের সচেষ্ট ধৈর্য্যর বাঁধকে যেন আল্‌গা করিয়া দিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল মেয়েটি যে টাকা আনিতে গেল এই সব গোলযোগের উদ্ভব সেইখান হইতেই হইতেছে। হয় ত পরিজনেরা তাকে বুঝাইতেছেন, সে একটা জুয়াচোরের পাল্লায় পতনোন্মুখ।—টাকা সে যে আনিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চিত। একবার ভাবিল যাক, হাঁড়ি দেওয়া ত হয়েছে চলেই যাই,—তখনই পদ্মর উপদেশ মনে পড়িল, এ বাড়ীর অধিকারী কে, সেকথা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় কি !

বেশ অনেকক্ষণ পরে—জানা গেল দলবদ্ধ হইয়া কাহারা এই দিকেই আসিতেছে। তাদের কথার শব্দ, হাসির ঝঙ্কার, নরম চটির মৃদুমন্দ

সুরেলা ধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল এবং এই কথা কটা তার সমুৎসুক কর্ণে প্রবিষ্ট হইল ;—

"যত সব জোচ্চোরের কাল পড়েছে! আশ্রম সমিতি সম্মিলন এর কি সীমা আছে একটা? যদি বুঝতুম সত্যিকার কাজ হতো একটা কেন সহস্রটা হোক, কিন্তু যদি খবর রাখেন, দেখবেন হাজার করা একটা ভিন্ন বাকী সমস্তই ভূয়ো দশদিনও টেঁকে না।"

নারীকণ্ঠে কেহ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু কেন?"

যে ব্যক্তি আশ্রম-সমিতির অত্যধিক আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই-ই এ প্রশ্নের উত্তর দিল, "কেন?—বলা শক্ত!—অনেক কারণ আছে। এক,—আমাদের দেশের লোক সমবায়-সমিতিতে কাজ করতে শেখে নি, পরস্পরের মধ্যে একতা নেই, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হতে চায়। তার উপর স্বার্থপরতা আছে পুরোমাত্রায় কর্ম্মশৃঙ্খলা শিক্ষা হয় নি, ভড়ং শিক্ষাই হয়েছে,—চার পয়সার কাজ করতে গেলে আড়ম্বরে আট পয়সা খরচ ক'রে বসে। দেখুন না,—আমাদের দেশে যে যৌথ-কারবার বেশী হচ্ছে না, হলেও থাকছে না এরও যে কারণ, এই জনসেবার-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই একই গলদ। আচ্ছা,—আসুন, দেখাই যাক না—আমাদের সুরুচি দেবীর 'মন ভুলালে যে—কোথা আঁছে সে'!"—

সুশিক্ষিত কণ্ঠের সুরভরা ঝঙ্কারে গানের ঐ একটি কলি গাহিয়াই গায়ক সেই খোলা দরজার পর্দ্দা তুলিল। আর—তার পিছনে "আ—আ—আ—যা—ন্ সুচারুবাবু!" বলিয়া যে মেয়েটি টাকা আনিতে গিয়াছিল,—নিশ্চয়ই সে ঘোর অসন্তোষে ক্রুদ্ধ তর্জ্জন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর কোন এক অদৃশ্য কল-ঝঙ্কারী নারীকণ্ঠ মুক্তস্বরে হাসিয়া উঠিল।

পর্দ্দা সরাইয়া ভদ্রলোকটি যেমন দরজার উপর পা দিয়াছে, অমনি বংশীরবমুগ্ধ বিমোহিত কুরঙ্গবৎ আগ্রহ-ব্যাকুল পল্লীসংস্কারক এবং সে একই সঙ্গে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া প্রায় একইরূপ বিস্ময়ের স্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আরে—"সুচারু !—তুমি এখানে ?"

"অনিমেষ ! তুমি কোত্থেকে ?"

৩

গভীর বিস্ময়-সূচক সম্বোধন দু'জনকারই মুখ হইতে সমস্বরে উচ্চারিত হইবার পর কিছুক্ষণ দু'জনেই পরস্পরের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া থাকিল, এ দিকে ভিক্ষা দিতে যে বা যাহারা আসিয়াছিল তারা আর আত্মপ্রকাশ করিল না। কিন্তু বোধ করি পর্দ্দার পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেও বিরত থাকে নাই এবং চাপাস্বরে তাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর-বিনিময় হইতেও শোনা গেল।

একটুক্ষণ পরে গভীর বিস্ময়াবেগ প্রশমিত করিয়া এই বাড়ীর যে ছেলে আগন্তুককে দেখিতে আসিয়াছিল সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং সুর করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"চলে মুসাফির বাজে একতারা—

কৈ, একটা গোপীযন্ত্র-টন্ত্র নাও নি কেন ? অঙ্গহানি হচ্চে যে !"

অপর ছেলেটি—যে ভিক্ষা মাগিতে আসিয়াছিল, সে এই কথায় মৃদু একটু হাসিয়া হাতে ধরা মাটির হাঁড়িটি দেখাইয়া বলিল, "সব ভিখিরীর কি একই ভোল ? আমার যন্ত্র এই।"

"নাঃ, তুমি আমার কল্পনাকেও হারিয়েছ অনি ! তুমি যে সহজ-সাধ্য

সাধারণ-বোধ্য সোজা-সুজি কিছু করছো না সে আমি তোমার খবর বহুকাল না পেলেও জানতুম, তবে সে যে এতটাই অসাধারণ এ আমার ধারণা ছিল না। যাক্, এখন এই ঠিক দুপুর-বেলা, এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধ'রে হাঁড়ি হাতে মুষ্টিভিক্ষায় বার হয়েছ কিসের দুঃখে? কি দেশোদ্ধার হবে তোমার এই মুষ্টিভিক্ষাটুকু দিয়ে? ওর জোরে স্বরাজ লাভ করবে না সাম্রাজ্য গঠন হবে?"

আগন্তুক—নাম তার অনিমেষ—এই কথায় হাসিল না, এ বিদ্রূপে মন তার ঈষন্মাত্র উত্তেজিতও হইল না, সে এতক্ষণ অজানা অচেনা অর্দ্ধ-শিক্ষিত অশিক্ষিত আরও দশ জনের সঙ্গে যেভাবের আলোচনায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতে চেষ্টা করিল, সংযতভাবেই উত্তর দিল,—"এই মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে দেশোদ্ধার যে হবেই না তাও নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি নে। কোন দেশ ত হঠাৎ এক দিনে সমগ্রভাবে উদ্ধার হয়ে ব'সে থাকে না, সমগ্র সমাজগঠনের জন্যে যে পথ নিতে হয়; একটি পল্লী-গঠন করবারও সেই একই পদ্ধতি।—'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং'—বাক্যটা নেহাৎ নিরর্থক নয়।"

সুচারু কহিল, "ঠিক বোঝা গেল না কিন্তু ব্যাপারটা! তোমার ঐ মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি পূর্ণ হ'লে তুমি এসে নিয়ে যাবে শুনলুম, তা হ'লে কি তুমি এই গাঁয়েরই বাসিন্দা হয়েছ?—কত দিন? কোন পাড়ায়?"

অনিমেষ এ কথার জবাব না দিয়া সেই পর্দ্দাফেলা দ্বারের দিকে সহজভাবেই চাহিয়া অবশ্য সুচারুকেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কিন্তু এখনও ত আমার আবেদন পূর্ণ হয় নি।"

"ওঃ, হ্যাঁ, ঠিক কথা! তোমার আবেদন পূর্ণ হয়নিই তো।"—এই বলিয়া সুচারু সহাস্য-স্মিতমুখে মুখ ফিরাইয়া যবনিকার অন্তর্ব্বর্ত্তিনীদের একতমার উদ্দেশ্যে ডাকিয়া বলিল,—"শ্রীমতী রুচিদেবি! আপনার নাম

অসার্থক হয় নি।—যদিও আমি মধ্যে মধ্যে সংক্ষিপ্তকরণোদ্দেশ্যে আপনার নাম থেকে প্রথমাংশটুকু বাদ দিয়ে থাকি কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে ঐ পদ-প্রয়োগটুকুতে আমার আপত্তি আছে অথবা আপনার ঐ বিশেষ শব্দটুকুতে অধিকার নেই।—কে বলে? আপনার রুচির আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রশংসা করছি,—মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি তা' বাস্তবিকই সুরুচি! আসুন, ভিক্ষার্থীকে আর প্রতীক্ষায় রাখবেন না, যা' দেবার দিয়ে যান।"

কেহ আসিল না। ভিতরে সরু চুড়ির ঝুনঝুন্ এবং সমুত্তেজিত কোমল কণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট চাপা তর্জ্জন শোনা গেল, আবার ভিন্ন কণ্ঠস্বরের কলঝঙ্কারী ব্যঙ্গ হাস্যও সেই সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া যখন জানা গেল ভিতর হইতে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা সুচারুকেই ভিতরে যাইতে হইল এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া একটা আধচাপা সুরের বাগ্‌বিতণ্ডা চলাচলির পর অবশেষে অনিচ্ছা-মন্থর পদে বাহির হইয়া আসিল আগেকার সেই মেয়েটি —যাকে অনিমেষ এ বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যার উদ্দেশ্যে সুচারু ঐ সুরুচির সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া উপহাস করিতেছিল ও "রুচি-দেবী" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল—ইনি তিনিই।

মুখখানি ঈষৎরাঙ্গা চোখদু'টি অল্প আনত সর্ব্বশরীরে লজ্জা-সঙ্কোচের একটুখানি ব্রীড়া বিজড়িত; মেয়েটি আসিয়া অনিমেষের সাম্‌নে দাঁড়াইল, ডান হাতটা অনিমেষের দিকে বাড়াইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এই নিন।"

অনিমেষ হাত পাতিলে তার হাতে পড়িল দশ টাকার দুইখানি নোট। সে সকৃতজ্ঞ-চোখে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সুচারু বাহির হইয়া আসিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল,—"এ কি বেল্লিক-

পণা! বল, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি!'—না বল্লে দিও না সুরুচি! কক্ষণো দিওনা—শাস্ত্র লঙ্ঘন মহাপাপ!"

ততক্ষণে নোটছ্খানি অনিমেষের হাতে পৌছিয়া গিয়াছে, অনিমেষ সুচারুকে দেখাইয়া সহাস্যমুখে তাদের বেনিয়ানের পকেটে পুরিল।

সুরুচি ঈষৎ দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সুচারু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এঃ, প্ল্যানটা মাটি হয়ে গেল! তার পর অনিমেষ! তোমায় যা জিজ্ঞেস করলুম, তার ত জবাব দিলে না? ভিক্ষা ত মিলেছে এইবার তোমার খবর বল।"

অনিমেষ বোধ করি বসিয়া পড়িবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল। বসিবার মত স্থান না পাইয়া শেষকালে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল,— "আমার খবর বলবার মত কি আছে? এই যা দেখতে পাচ্চো এই-ই আমার পথ, আর এই পথ ধরেই চ'লে যাচ্চি। ফল? ওখানে আমি গীতার ভগবান্‌কেই আদর্শ করেছি। অনাশ্রিত কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম ইত্যাদি—ফল পাবার হয় পাবো না হয় পেলুম না, তার জন্যে আগে থাকতে ভয় পেয়ে কাজ করবো না কেন? শাস্ত্র প্রমাণই দিচ্চি, 'নারম্ভতে বিঘ্ন ভয়েন নীচা ইত্যাদি'।"

সুচারু ঐ কথাতেই পূর্ব্ব-বন্ধুর উদ্দেশ্য দিবালোকের মত দেখিতে পাইল। কলেজের জীবন মনে পড়িল, তখনও সুচারুর সঙ্গে অনিমেষের রুচিভেদ ও মতভেদ আজকের দিনের চাইতে কম ছিল না, অনেক জটিল বিষয় লইয়া তাদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক চলিয়াছে, কেহই পরাভব স্বীকার করিতে রাজি নয়। হোষ্টেল শুদ্ধ ছেলে এক এক দিন প্রবৃত্তি মত দুই দলে যোগ দিয়া সে কি তুমুল তর্কযুদ্ধ! আজও যে অনিমেষ তার নিজ মত পূর্ণরূপেই সমর্থন করিয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানাইতে অপ্রস্তুত নয় এই কথাটাই সে তার দৃঢ়োক্তির দ্বারা

ঘোষণা করিল। অস্ত্রযুদ্ধ সম্বন্ধে যা-ই থাক্, তর্ক-যুদ্ধে আপত্তি সুচারুরও কম ছিল না, সে এতক্ষণ অনন্যোপায় হইয়া ঐ যে মেয়েটি,—শরতের শিশিরসিক্ত প্রভাত-পুষ্পের মতই ঢলঢলে যার মুখখানি, সন্ধ্যা-শুকতারার মতই স্নিগ্ধোজ্জ্বল যার চোখদু'টি, ললিতলতার মতই সুকুমার যার তনুদেহ, ঐ সুরুচিকে লইয়াই যথাসাধ্য বাদ বিবাদের প্রচেষ্টায় নিরত ছিল, কিন্তু সকল সময় এমন আত্মপক্ষ-সমর্থনে অসমর্থ প্রায়-অসহায় প্রতিপক্ষ লইয়া যুদ্ধে বা তর্কে আনন্দ লাভ করা যায় না, বেশী বাড়াবাড়ি হইয়া গেলে অপরপক্ষ হয় ত বা অশ্রুবন্যা বহিয়া আনিয়া তর্ক-মেঘকে উড়াইয়া দেয় তখন তোষামোদে বিপরীত বাতাস সৃষ্টি করিয়া বৃষ্টি বন্ধ করিতে হয় এবং তর্কস্পৃহা উদ্দাম হইয়া উঠিলেও উগ্র দমন করিতে হয়।

প্রথম যৌবনের প্রিয় বান্ধব এবং তর্ক-সংগ্রামের মহারথকে বহুকাল পরে অতর্কিতে ফিরিয়া পাইয়া সুচারু একেই একান্ত ভাবে আনন্দোত্তেজিত হইয়াছিল, তার উপর সঙ্গে সঙ্গেই বড় রকম তর্কযুদ্ধের সূচনা দিয়া কথারম্ভ করিতে দেখিয়া আমোদের শেষ রহিল না।

সেও অনিমেষের 'কোট'-করা গীতা-শ্লোকেরই অপবৃদ্ধি উচ্চারণ করিল, 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ', তা হ'লে অনিমেষ! তুমি আর অনিমেষ নেই, 'গুড়াকেশ'—ইত্যাদি প্রভৃতি হয়ে গ্যাছ! ওরই যে কোন একটা নাম দিয়ে তোমায় ডাকা চলতে পারে কেমন না? সাধুজীও বলতে পারি—কিন্তু ভাল কথা, এখনও গেরুয়া ধর নি যে?

অনিমেষ আর একবার চারিদিকে চাহিয়া হয় ত বা নিজের অজ্ঞাত-সারেই কি একটা যেন খুঁজিল, তার পর কাপড়ের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া হাসিয়া উত্তর দিল এবং প্রশ্নও করিল,—"কে' বল্লে তোমায় আমি সন্ন্যাস নিয়েছি?"

সুচারু কহিল, "বাঃ, তুমিই ত বল্লে 'অনাশ্রিত কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা

কর্ম্ম করোতি যঃ,' আর তা হলেই 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ' ইত্যাদি ওর সঙ্গে ত সংযুক্ত হবেই। যোগী বা সন্ন্যাসী না হ'লে কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মীর পদকে কি বলতে চাও?"

অনিমেষ কহিল,—"কিছু না, শুধুই কর্ম্মী,—সন্ন্যাসীও না যোগীও না অর্থাৎ সে নিজেকে ওসব কিছুই জানবে না, কর্ম্মই তার ধর্ম্ম কর্ম্মই তার ব্রত, তাই সে ফলাকাঙ্ক্ষা না ক'রে নীরবে করে যাবে।"

অনিমেষ আবারও সেই চুণ-সুরকি ছড়াছড়ি ভারাবাঁধা দালানটার মেজের দিকে চোখ নামাইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবধি একনাগাড়ে ঘুরিতেছে। দ্বিপ্রহর অতীত; একবারও প্রায় বসে নাই, বোধ করি একটু বিশ্রামের নিতান্তই প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।

কিন্তু সুচারুর হুঁস নাই, সে সহাস্যে কহিল, "সে না জানতে পারে, কিন্তু লোকে ত জানবে, লোকে তাকে কোন্ পদবী দেবে?—আচ্ছা—"

ঝনু-ঝনু সরু চুড়ির মৃদুরোল, একটুখানি অতিমৃদু কেশসৌরভ, তার পরই তেমনই মৃদু শান্ত একটি শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর,—সুচারু বাবু! ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন না, খাওয়াও হয় ত হয় নি, তর্কগুলো কি পরে করলে হতো না?"

"ওঃ হো হ্যাঁ, ঠিক বলেছ সুরুচি! সাধ ক'রে কি তোমার নাম সুরুচি রাখা হয়েছিল! মদালসার ছেলেরা যেমন নামের মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন তুমিও প্রতি পদেপদেই ঠিক তাই করচো।—আচ্ছা এই আমি তর্ক বন্ধ করলুম,—অনিমেষ! ভেতরে এসো।"

সুচারু অগ্রসর হইতে গেল কিন্তু আবার তাহাকে ফিরিতে হইল, পিছনে অনিমেষ কুণ্ঠিত-কণ্ঠে আপত্তি তুলিয়াছে,—"না না, থাক—শোন সুচারু! শোন, শোন, ও সব নিয়ে তোমাদের বিব্রত হ'বার কোন

দরকার নেই। আমি এই চল্লুম, আর এক দিন এসে তোমার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে। আচ্ছা তা হ'লে"—অনিমেষ গমনোদ্যত হইল।

সুচারু কাছে আসিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "তাও কি হয়? তুমি হ'লে আমায় এমন সময় ছেড়ে দিতে পারতে? না, না, আপত্তি করো না, বলবে হয়ত দিতে, কেমন? তার উত্তর আমার আছে ঐ গীতাকেই কোট করবো,—থাক্, কর্‌বো না, তা হলেই আবার তর্ক উপস্থিত হয়ে আমাদের খুব নিকটেই অথচ একটু অন্তরালে অবস্থিতা শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণশূল উৎপাদন করবে। তা ছাড়া ভাল কথা, এই গৃহের গৃহস্বামিনীরাই যখন তোমায় আতিথ্যের আমন্ত্রণ করছেন, তখন তাঁরা তাঁদের অতিথি-নারায়ণকে অসৎকৃত অবজ্ঞাত ফিরতে দেবেনই বা কেন?—তুমি কি ভাবো তুমি একাই গীতা পড়েছ আর কেউ পড়েনি? ভাস্করানন্দ স্বামী যেটা ইংরেজদের সম্পর্কে কোনও ভারতীয় মনীষীকে একদা বলেছিলেন, সেই কথাটাই বলি, 'তোম্‌লোগ গীতা পড়তেহো, ঔরৎ লোগ গীতা করতে হেঁ।' এর উত্তর তিনিও খুঁজে পান্ নি, তুমিও পাবে না।

অনিমেষ ঈষৎ হাসিল, হাসিলে তাহাকে আর একরকম দেখায়। মেঘাবৃত সূর্য্য হঠাৎ মেঘস্তর ভেদ করিয়া একবার চকিতের মত দেখা দিলে যেমন দেখায় অনেকটা তেমনি। বাহিরের গাম্ভীর্য্যের মোটা চাদর খসিয়া ভিতরকার আসল রূপ দেখা দেয়। হাসিয়া বলিল,—

"তা হয় ত পাবো না—কিন্তু তাঁদেরই বা অনর্থক বিব্রত করা কেন? আমার এসব অভ্যাস্ আছে তা ছাড়া আরও দু'টো হাঁড়ি দু'টো বাড়ীতে গছাতে হবে, সে না সেরে ত বিশ্রাম করা চলবে না।—"

সুচারু অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "খুব চলবে। ওবেলা বরং ওদু'টো দু' বাড়ীতে দিয়ে দিও।"

অনিমেষ সুচারুর ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া আবার তেমনই

করিয়া হাসিল, তার সেই হাসি তার হইয়া উত্তর করিল, সে-হাসি বলিল, তা হয় না, সুচারু! সে আমার নিয়ম নয়।

সুচারু বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না না, হাসি নয় অনিমেষ! এস, এস, অনেক বেলা হয়েছে, আর এই শরৎকালের রোদ থেকে শরীরটাও ত বাঁচানো চাই অন্ততঃ ধর্ম্মসাধনের জন্যেও ত শরীররক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবে না।"

অনিমেষ এবার আর হাসিল না, সহজ শান্তকণ্ঠে স্পষ্ট কথায় বাদের প্রতিবাদ করিল, "নিয়ম আমি ভাঙ্গবো না, সুচারু। অনর্থক তুমি আমার জন্যে দুঃখ পেয়ো না। আর এক দিন আসবো—ঠিক আসবো।"—অনিমেষ দালানের সিঁড়িটার প্রথম ধাপে পা দিয়া মুখ ফিরাইয়া সুচারুর বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিল, "রাগ করো না সুচারু! আমি—"

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া সেই মেয়েটি আবার বাহির হইয়া আসিল। এবার সে আর সলজ্জ কুণ্ঠিতভাবে নয় সহজ সঙ্গতভাবেই অগ্রসর হইয়া অনিমেষের কাছে গেল আর তার হাতের হাঁড়ি দু'টা দুহাতে ধরিয়া স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে বলিল, "এ হাঁড়ি দু'টোর ভার আমিই নিয়ে নিলুম, এ দু'টোর হিসেব আমার কাছ থেকেই আপনি পাবেন। আসুন, চা'ন ক'রে খেয়ে তবে যাবেন।"

অনিমেষ একান্ত বিস্ময়ে মেয়েটির মুখের দিকে বারেক চাহিয়া নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল। এ আদেশের পর আপত্তি করার ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না, দরকার বোধও করিল না।

সুচারু একটু থমকিয়া থাকিয়া পরক্ষণে উচ্চহাস্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের বিশ্রামশীলা প্রকৃতিকে উচ্চকিত করিয়া তুলিল, তার হাসির শব্দে পরিত্যক্ত গৃহের একটা ফাটলে একটা যে ঘুঘু ডাকিতেছিল—ঘুঘু ঘু, ঘুঘু ঘু, সেটা

হঠাৎ চমকিয়া থামিয়া গেল, একটা বিড়ালী উচ্ছিষ্ট-ভোজন সমাধা করিয়া আসিয়া অতিভোজনের আলস্য-বিলাসে লম্বা হইয়া গা ভাঙ্গিতেছিল, চকিতে সোজা হইয়া ছুটিয়া পলাইল।

হাসিয়া সে বলিল, "সুরুচি! নাঃ, তোমার কাছে হার মানাতেও সুখ আছে। আমার হিংসে হচ্ছে অনিমেষ! যদি আমি প্রথমাবধি ওঁদের উদার পদ-পল্লবের কাছে পরাভব মেনে নিয়ে পাদপ্রান্তে গট্ হয়ে ব'সে না থাকতুম, আজ হয় ত তোমার মত পরাজয়ের গৌরব অর্জ্জন ক'রে ধন্য হ'য়ে যেতে পারা যেত। যাক্ ব্যর্থ পরিতাপে কোনই ফল নেই। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোমার এই বিজয়িনীর গৌরব-টুকু যেন অটুট থাকে।"

ঘরের মধ্যে সকলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সুচারুর কথার ভিতর যেন কিছু একটা দ্ব্যর্থভাব অনুভব করিয়া একসঙ্গেই অনিমেষ এবং সুরুচি ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, অনিমেষ ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল, সুরুচি একটু লজ্জা।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। ঘরের চারিধারে চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুচারু ঈষৎ বিস্ময়ে সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি?"

সুরুচি টানা-পাখার দড়িটা একটা চাকরকে ডাকিয়া তার হাতে দিতে দিতে অন্য দিকে মুখ করিয়াই উত্তর করিল, "জানিনে—"

মুহূর্ত্তমধ্যে অনিমেষ শশব্যস্তে তিন পা পিছাইয়া গিয়া হাত তুলিয়া বারণ করার ভাবে বলিয়া উঠিল—"মাপ করবেন! অন্যের হাতের হাওয়া আমি খাই নে,—দরকার ছিল না, তবে যদি নিতান্ত দুঃখিত হন, একখানা হাত-পাখা এনে দিলেই যথেষ্ট হবে।"

এই কথায় সুরুচি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বারেক কুণ্ঠিত ভাবে পড়িয়া তারপর দ্রুতপদে পাখা আনিতে চলিয়া গেল।

৪

অনিমেষের ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। স্নানাহার সারিয়া সেই যে তাদের দু'জনকার মধ্যে তর্ক-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল,—শেষ আর তা' হইতে চায় না। বৈকালে চায়ের টেবিল হইতে যখন বয় চা-প্রস্তুতির খবর দিতে আসিল তখনও তুমুলভাবে তর্ক যুদ্ধ চলিতেছিল, তার মধ্যেই সুচারু বলিল, "চল, চা খেতে খেতে তোমার এ কথাটার উত্তর দেওয়া যাবে, গলা শুকিয়ে এদিকে কাঠ হয়ে গেছে,—ভিজিয়ে না নিলে আর চিৎকার ওর থেকে বেরুবে না।"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি চা খেয়ে এস আমি বসি।"

সুচারু জিজ্ঞাসা করিল, "চা তুমি খাও না?"

অনিমেষ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, তার পর কথায় এর জবাব দিল,—"ও সব জোটে কোথা? যে দিন যা পাই, তাই খাই, আজ ত অনেকই জুটে গেছে,—আজ যা খেয়ে নিয়েছি দু' তিন দিন না খেলেও বেশ চ'লে যাবে।"

সুচারু এ অভিব্যক্তির সম্যক্ প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিয়া উঠিল, "নেহাৎ পাগল!"

অনিমেষ কহিল, "না সত্যি, যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার মাসীমা নিজে ব'সে খাওয়ালেন, 'না' বলতে পারলুম না। আর যে যত্ন ক'রে খাওয়ানো,—'না' বলাও যায় না। আচ্ছা, উনি তোমার নিজের মাসীমা না মাসশাশুড়ী?"

সুচারুর মুখটা ঈষৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে লজ্জিতভাবে ঈষৎ হাস্য

করিল ; বলিল, "মাসীও ন'ন,—শাশুড়ীও ন'ন, উনি এই এঁদের মাসীমা, ওঁদেরই এই বাড়ীটা।"

অনিমেষ এ কথার কোন অর্থোপলব্ধি করিতে না পারিয়া ছোট্ট করিয়া বলিল, "ওঃ",—তার পর ক্ষণকাল নীরব থাকার পর পুনশ্চ প্রশ্ন করিল,—"তা হ'লে কি এটা তোমার শ্বশুরবাড়ী নয়? আমি ত তাই ভেবেছিলুম।"

সুচারু মৃদু হাসিয়া কহিল, "খুব অন্যায় কিছু হয় ত ভাবনি, তবে বর্ত্তমানের নয়, ভবিষ্যতের। অর্থাৎ এই বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে আমি বিয়ের জন্যে বাগ্‌দত্ত।"

অনিমেষ এ সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, "বাঃ! বেশ ত! বাগ্‌দত্ত! বিয়ের আগেই শ্বশুরঘর করছো? আচ্ছা, ঐ মেয়েটি—ঐ সুরুচিদেবী —উনি তোমার ভাবী শ্যালিকা বোধ হচ্ছে, তাই না?"

সুচারু সকৌতুকে উত্তরে কহিল, "খাসা মেয়ে না?"

অনিমেষ অন্তরের সহিত সায় দিয়া বলিল, "সত্যি"। পরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর দিদিটিও বোধ করি ওঁর চাইতে নিরেস ন'ন?"

সুচারু কহিল, "চল না, চায়ের টেব্‌লে পরিচয় ক'রে দেব, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে নিলেই ত পারবে।"

অনিমেষ সম্মত হইল না, আপত্তি করিয়া কহিল,—"সে এর পর আর এক দিন যদি তাঁর ইচ্ছা হয় ত হবে আজ আর নয়,—আজ আমায় ছেড়ে দাও,—যাও তুমি তোমাদের চা জুড়িয়ে যাচ্চে,—ওঁরা হয় ত প্রতীক্ষা করছেন, দেরি করো না যাও,—আমি ততক্ষণ এই খবরের কাগজটা দেখি।"

কিছুক্ষণ আগে একটা উর্দ্দীপরা চাকর ডাকে আসা খবরের দৈনিক কাগজ সাম্‌নের টিপয়ের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, সুচারু তার মোড়কটা

ছিঁড়িয়া খবরের পৃষ্ঠার হেডলাইনগুলার উপরে শুধু একবার চোখ বুলাইয়া গিয়াছিল, সেইখানা সে তুলিয়া লইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। অগত্যা সুচারু আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেল, অনিমেষকে সে ত আজ জানিল না, সে যেটা করিতে চাহে না, সেটা তাকে করাইতে' কাহারও সাধ্য নাই। তবে সুরুচির কথায় সে যে তখন তাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইল, সে শুধু নিতান্ত অপরিচিত ভদ্র-কন্যার অনুরোধ বলিয়াই, তার পর সে মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হইল,—শুধুই কি তাই? সুরুচির অতিসুন্দর মুখখানি কি এর মধ্যে একটুও কাজ করে নাই? মনের মধ্যে আব্‌ছাভাবে একটা ছায়া দেখা দিলেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইল না। অনিমেষের মনটা যে কত শক্ত তার পণ যে কত দৃঢ়, সুচারু তা' জানে, এ সব মানুষ একখানি তরুণ মুখের মৃদুহাস্যে ভাসিয়া যাওয়ার লোক নয়,—ওটুকু সহজ ভদ্রতা মাত্র।

খবরের কাগজে অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক, সোজা-সুজি এবং আজ্‌গুবি খবর চোখে পড়িল। সিনেমার বড় বড় বিজ্ঞাপনে কাগজের এক তৃতীয়াংশ ভরা। অনিমেষ একটা নিশ্বাস ফেলিল লোকে সিনেমা দেখিতে এক বৎসরে যে পয়সা খরচ করে, সেটা খরচ করিলে পল্লীগ্রামের প্রায় সব পুকুরগুলি সংস্কার করা যায়। যেখানে পুকুর নেই সেখানে টিউবওয়েল বসান চলে। কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া সে ঘরটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

বড় হলঘর। সম্প্রতি চুণ-ফেরানো ও কাঠের রং শেষ হইয়াছে। উপরে পাঁচ ডালের বেলোয়ারি ঝাড়, অবশ্য বাতি পরানো নাই। টানা-পাখায় বোধ করি এক সময়ে ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিলন করিয়া পেণ্টিং করা ছিল, আজও তা' আছে, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে এখন সে পেণ্টিং নাই, বোধ করি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তার উপর চুণ

ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। ঘরে এক সেট বেশ ভারি ওজনের লম্বাচোড়া কৌচ-কেদারা, তারও ঢাকনাগুলা নূতন তৈরী। দেওয়ালে যে সব বড় বড় অয়েলপেণ্টিং টাঙ্গানো, সে সব দেখিলে বুঝা যায় এই ঘর প্রথম যখন সাজানো হয়, তখন কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব চলিতেছিল।

এ ভিন্ন মধ্যের শ্বেতপাথরের টেবিলে রক্ষিত সেই মোরাদাবাদী ফুলদানীতে রাখা পদ্ম কয়টা কাছেরই কোন পচা ডোবা হইতে সম্ভবতঃ আনিত হইয়াছে, এ দিকে এ জিনিষের তো আর অভাব নাই।

অনিমেষ বসিয়া বসিয়া মনে মনে একটা অঙ্ক কষিল, এই সব জিনিষ-পত্র মিউজিয়মে দিয়া আসিলে কত টাকা পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই টাকায় এ গাঁয়ের ক'টা পুষ্করিণী সংস্কার করা যায়।

দামটা কিন্তু খুব মনঃপূত মত উঠিল না, এ সব জিনিষের মূল্য বাড়িবে আরও দু' এক শতাব্দী পরে এদের সময় এখনও দূর অতীতে মিলিত হয় নাই।

সুচারু চা খাইয়া ফিরিয়া আসিল, তাদের চায়ের টেব্‌ল বোধ করি বেশী দূরে নয়, এই ঘরের ওদিকে বাড়ীর পিছনকার বারান্দায় হয়ত পড়িয়াছিল, অনিমেষ সে দিকে কাণ না দিলেও অনাহূতভাবে তার কাণে আসিয়া সেখানকার দু' চারিটা সাড়াশব্দ প্রবেশ করিতেছিল। সুচারুর রহস্যপূর্ণ কল-ঝঙ্কারী উচ্চ হাস্য পুনঃপুনঃই ঝঙ্কৃত হইয়াছে, আর বড় কিছু কাণে পৌঁছে নাই। ফিরিয়া আসিয়া সুচারু দেখিল অনিমেষ অনিমেষে সামনের দেওয়ালে দরজার খিলানের উপর টাঙ্গানো একখানা তৈলচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সুচারু জানিত ছবিখানা কি, তবু সে কাছে আসিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—"কি দেখছো অত করে?"

অনিমেষ যথাস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিষাদপূর্ণ ভগ্নকণ্ঠে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল,—

"যাত্রী তোমার সাক্ষাতে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।"

সুচারুর হাসি মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, একখানা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নীরব রহিল, উপহাসের বাণী যা তার ঠোঁটের আগায় আসিয়াছিল, তাহা গিলিয়া ফেলিল। অনিমেষের গলায় এমন কিছু ছিল যার পর হাসা চলে না।

ক্ষণকাল তেমনই চাহিয়া থাকিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আজ চলি সুচারু!"

সুচারু কিছু ভাবিতেছিল চকিতে মুখ তুলিল, অনিমেষকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এরই মধ্যে? আর একটু সন্ধ্যা হোক না, এখনও ত বেলা রয়েছে।"

অনিমেষ কহিল, "অনেকটা যেতে হবে তো, তা ছাড়া আট্‌টার সময় একটা মিটিং হ'বার কথা আছে, হবে কি না ঠিক নেই, হতেও পারে। আজ আসাই যাক।" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

সুচারু তার সঙ্গ লইয়া বলিল, "কিন্তু অনিমেষ! আজ ত ভাল ক'রে কোন কথাই হলো না। না না, এ কি হলো? এ ভারি বিশ্রী লাগছে! নিতান্ত না গেলেই না হয় যদি ফের কবে আসছো ব'লে যাও।"

অনিমেষ দরজার কাছে পৌঁছিয়াছিল, পর্দ্দা ধরিয়া জবাব দিল, "আসছে রবিবার।"

"ওঃ, সে যে অনেক দিন! না না ভাই অত দেরি আমার সইবে না।"

সুচারু বেশী রকম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল,—"সে ত তুমি তোমার

সওদা নিতে আসবে, আমার জন্যে কবে আসবে বল? না বল্লে যেতে দিচ্ছি না।"

তখন অনিমেষ বারান্দাটার শেষ সীমানায় পা দিয়াছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিমুখে মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল,—"তোমার জন্যে আবার এসে কি হবে? তোমার সময় কি এখন এত সস্তা রোজ রোজ আমার জন্যে খরচ করতে পারো!"

সুচারু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িল, "নিশ্চয়! আমাদের সময় এমন অমূল্য নয় যে, তা' তোমার মত এক জনের জন্যে একটুখানি খরচ করতে সার্থকতা বোধ করবো না। সত্যি ভাই! শীগ্‌গির এসো,—বল আসবে?"

অনিমেষ তার উজ্জ্বল দু'টি চোখ পূর্ব্ব-প্রিয়বন্ধুর মুখে তুলিয়া ধরিল, চোখের দৃষ্টি সহাস্য, কিন্তু তীক্ষ্ন, সে প্রফুল্ল অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দিল,—"তা হয় না, চারু! রোজ রোজ গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে আর আড্ডা দিয়ে দিন কাটালে তো চলবে না। রবিবার বারোটার সময় আসবো।"—বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, পিছন হইতে ডাক আসিল, "শুনে যান—"

স্বর শুনিয়া বুঝিল এ ডাক সুরুচির এবং তাহাকেই ডাকিতেছে। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সুরুচির ঈষৎ উত্তেজনারক্ত মুখের ছবি চোখে পড়িল, সে যেন খুব ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, পাতলা ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ভিন্ন, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততালে বক্ষের উত্থান-পতন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

অনিমেষ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, মুখ দিয়া মৃদুভাবে উচ্চারিত হইল—"কি, বলুন তো?"

নিজের এই উদ্বেগব্যাকুলতা ধরা পড়ায় সুরুচি একটু কুন্ঠিত হইয়াছিল, চোখ দু'টি স্বতঃই নামিয়া আসিয়াছিল, একটা ঢোঁক গিলিয়া গলাটা একটু সাফ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"আপনি যে দিনই আসবেন,

মাসীমা বল্‌তে ব'লে দিলেন, এইখানে খেয়ে যেতে হবে,—রবিবারের পূর্ব্বে কি আর আসতে পারবেনই না ?"

অনিমেষ কহিল,—"না।"

সুরুচি কহিল, "তা হ'লে রবিবার দুবেলাই এখানে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, সে দিন কিন্তু এত আগে চ'লে গেলে চলবে না।"

অনিমেষ দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল; হাসিয়া বলিল,—"চেষ্টা কর্ব্বো।"

বলিয়াই সোজা নামিয়া গেল। সুচারুর মুখ ঈষৎ হাস্যস্মিত, সে অনিমেষকে যতক্ষণ দেখা গেল দেখিল, তার পর শিস্ দিয়া একটা গান ধরিল, গানটা এই ; "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা পড়ে ধরা—" সুরুচি ততক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে।

৫

বাড়ীখানার স্থানে স্থানে চুণ-বালি খসিয়া পড়িয়া সুরকিমাথা ক্ষয়া ইট-গুলা দাঁত বাহির করিয়া আছে, স্থানে স্থানে নোনা লাগিয়া ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে। কবেকার সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের চুণকামকে চাপা দিয়া বহু-বর্ষীয় বর্ষার বিজয়-নিশানাস্বরূপ পুরু শেওলায় বাড়ীর গা'টা সবুজ রঙের হইয়া গিয়াছে। উঠানে কস্মিন্ কালেও শান বাঁধানো হয় নাই। এক পাশে মাচায় কুমড়া-লতা ; কচি কচি কুমড়া কয়েকটা ধরিয়াছে, রান্নাঘরের চালে একটা লাউগাছ বেশ তেজ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, তারও গায়ে গায়ে সাদা সাদা ফুল। ফল ফলিয়াছে কি না দেখা যায় না। মাচাটার সামনে খানিকটা জমিতে ডেঙ্গোশাক, চাঁপানটে, পুদিনাপাতা এবং কাঁচা লঙ্কার গাছ। ঐ উঠানের এক

গিয়াছে, মাত্র এই বিধবা পুত্রবধূ আর তাঁর একমাত্র শিশু কন্যা সঙ্গে ছিল। এ বাড়ী সে জলের দরে কিনিয়াছে, পদ্মমালা তখন চার বছরের, এখন তার বয়স তেরো পার হইয়াছে। পদ্মমালার বাপের কথা পদ্মমালার মনে পড়ে না, জ্ঞানের উদয় হইয়া সে তার মাকে এই রকমই থান পরা, শুধু হাত এবং নির্জ্জলা একাদশী করিতে দেখিতেছে। মা এক গলা ঘোমটা টানিয়া ঘরেই থাকেন, পথেঘাটে মায়ের যাওয়ার হুকুম নাই বোধ করি ইচ্ছাও ছিল না। যা কিছু কাজ পড়ে ইদানীং পদ্মই করে। শ্বশুরের সাক্ষাতে পদ্মর মা' বাহির হয় না, আড়াল হইতে পদ্মর হাতে ভাত জল পাঠাইয়া দেয়,—পদ্ম অবাক হইয়া ভাবে, মা যেন তার কি!

অতীতের কতকগুলি কথা পদ্মর মনে একটা সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতই আধভাঙ্গা ঘুমঘোরের ভিতর দিয়া কদাচ কখন উঁকি মারে। আধ ফোটা ফুলের কাছে মৌমাছিরা যেমন গুঞ্জন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসে, তেমনই করিয়াই তার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন শৈশবস্মৃতির মধ্য হইতে কি একটা অস্ফুট মৃদু গুঞ্জন সে সময়ে অসময়ে শুনিতে পায়। আবার অজানা ভাষার অবোধ্য সঙ্গীতের মত অথবা কূলহারা তরঙ্গের মতই সে ধ্বনি তার বুকের মধ্যে মিলাইয়া যায়। কোন একটা নির্দ্দেশ, কোন একটা অবলম্বন খুঁজিয়া মিলে না। মাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, আমরা তখন কোথায় ছিলুম মা?" মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "সে একটা দেশে।"

পদ্ম যেন কতকটা আশান্বিত হইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "সে কোন্ দেশ মা? সে দেশের নাম কি, মা—"

মা আবারও কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন, পরে মেয়ে পুনঃ প্রশ্ন করিলে বিব্রত বিপন্নতায় কথা চাপা দিবার মত করিয়া শুষ্কভাবে জবাব দিলেন, "আমার মনে নেই, সে সব অনেক দিনের কথা কি না।"

তুমি যাও, দেখে এস, কর্ত্তা উঠেছে কি না। উঠে থাকে ত ওর জলখাবার আর ছেঁচা পান দিয়ে এস, দেরি হ'লে রেগে যাবে।"

পদ্মর প্রমোদিত চিত্ত মুদিত হইয়া গেল—সে তার নিজেরও বোধ করি অজ্ঞাতে একটা অনতিদীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে গেল, ছেলেমানুষ এবং অত্যন্ত সরল হইলেও সে দেখিয়াছে, ছোটবেলার কোন কথা অতীত দিনের ইতিবৃত্ত কোন কিছুই সে তার মা'র মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে না, অথচ আর সমস্ত ছেলে-মেয়ের মত নিজের বিস্মৃত শৈশবের আলোচনা করার জন্য প্রাণ তার ছটফট করিয়া খুন হয়।—কারই বা হয় না?—পদ্মতো সৃষ্টিছাড়া নয়!

মেয়েটি কিন্তু ভারি লক্ষ্মী, পৃথিবীতে তার আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে এই ত দু'জন,—একটি অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ও বিকলচিত্ত পিতামহ, আর একটি স্বপ্নভাবিণী এবং স্বল্পভাষিতার দোষে পাড়াপড়শীদের নিকটে পরিত্যক্তা যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ মা।—মেয়েটি কর্ম্মিষ্ঠা হাস্যমুখী সুপ্রচুর মনোবৃত্তিশালিনী, এই গুণে পাড়ার যারা তার মাকে 'ঠ্যাকারে' বলিয়া অপছন্দ করে, তাকে আন্তরিক স্নেহ করিয়া থাকে। পাড়ার পুরুষেরা পদ্মর কাকা দাদা জ্যেঠা ঠাকুরদাদা মেয়েরা পদ্মমালার আপন জন, পিসী মাসী খুড়ি ও ঠাকুমা। পিসী-সম্পর্কীয়া কেহ কেহ পদ্মর মাকে ঠেস্ দিয়া বলিত, "তুমি না মিশলে হবে কি, আমার ভাইঝি ত আর পর নয়, পথে পেলে ডেকে আনে, তাই ত আসি।"

পদ্মকে ভালবাসে না, এমন মেয়ে-পুরুষ এই জলার-গাঁয়ে নাই।

সেদিনও রবিবার। শরতের আকাশে স্বচ্ছ নীলিমার উপর শুক্তি-শুভ্র মেঘমালা ইচ্ছাসুখে ভ্রাম্যমাণ, হয় ত কেহ অলকায়, হয় ত কেহ আরও দূরে অমরার পথে চলিয়াছে,—সূর্য্যের আলোয় তাদের অঙ্গ বৈদূর্য্যমণিখচিত হইয়া উঠিতেছিল। বেলা বেশী হয় নাই, পদ্মমালা সে

দিন সকল দিনের অপেক্ষা সকাল সকাল বাসন মাজা প্রভৃতি সারিয়া বারবার ঘরবার করিতেছিল, সে দিন অনিমেষের হাঁড়ির চাল লইতে আসার দিন, এ কথা এ কয় দিনে একটিবারের জন্যও সে ভুলিতে পারে নাই, প্রত্যহ একবার করিয়া হিসাব করিয়াছে, সাত দিনের আর কয় দিন কয় ঘণ্টা কাটিতে বাকী। তার রকম দেখিয়া মা যে মা, কখনও যিনি হাসেন না, তিনিও হাসিয়া ফেলিয়া ছিলেন, বলিয়া ছিলেন ;—"চাল দিবি দে'—দেবার ব্যগ্রতায় পায়ের বাঁধন দু'টোও কি ছিঁড়ে দিবি? চাল নিতে সে এলে পরে তোকে ডাক্‌বে'খন, স্থির হয়ে বোস।"

মা'র কথায় পদ্ম অপ্রতিভ হইল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল, তার পর উঠিয়া একটা টুল টানিয়া আনিয়া দরজার সরদাল হইতে এক চুপড়ি পেঁজা তুলা ও কয়েকটা নলি নামাইল, কোথা হইতে একটা চরকা বাহির করিল, একমনে বসিয়া খানিকটা সরু সুতা কাটিল, তার পর আর ভাল লাগিল না, সকল বস্তু যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া এক লাফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বোধ করি মাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়া আসিল,—"চরকার ঘ্যান্‌-ঘ্যানানিতে বুঝি বাহিরে থেকে কেউ ডাক্‌লে শোনা যায়?"

মা শিলে ডাল বাটিতেছিলেন, ঠোঁটের পাশে ঈষৎ হাসির টিপ পড়িল, মা ত মেয়ের মত অনভিজ্ঞা ন'ন, ভিখারী যে এত সহজে ভিক্ষা ছাড়িয়া যায় না, মেয়ে না জানিলেও মা জানেন।

পদ্ম আসিয়া অবাধ্য খোলা চুলের একটা ঝাপ্‌টা চোখ মুখের উপর হইতে হাতের ঝট্‌কায় পিছনে ঠেলিয়া দিয়া উৎসুক স্মিতমুখে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল, ঐ কে' এক জন না—এই দিক্‌ পানেই আসিতেছে? হাঁ,—আসিতেছেই ত! নিশ্চয়—সেই তিনি,—ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া—হাঁড়ি-ভরা চাল দুহাতে বহিয়া আনিল।

ইহাতে চৌদ্দ মুঠির পরিবর্ত্তে বোধ করি চব্বিশ মুঠিরও বেশী চাল রাখা হইয়াছিল। মা বারণ করিলেও সে শোনে নাই। ভাগ্যে ঠাকুর্দ্দা আজ কাল চোখে দেখিতে পায় না, নতুবা পদ্মর চাল দেওয়া বাহির হইত। ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে আসিতেছিল, সে সেই হাঁড়িওয়ালা ভিখারী নয়, এই গাঁয়েরই রতন-বৈরাগী। পদ্মকে দেখিয়া রতন রাস্তা ছাড়িয়া তাদের বাড়ী ঢুকিল এবং "জয় রাধে গোবিন্দ!" বলিয়াই খঞ্জনীতে তাল দিয়া গান ধরিল—

"যশোমতী গো! কানুর তোমার জাত গিয়েছে!—
ওই, শিকেয় ছিল হাঁড়ি, তাতেই তরকারি,
চেটে পুটে গোপাল সব খেয়েছে।"

—কি গো, মা জননি! হাঁড়িতে কি আছে মা? সন্দেশ না গোল্লা?"

"না বৈরিগী দাদা! ও সব কিচ্ছু নেই, তুমি দাঁড়াও তোমার জন্যে ভিক্ষে নিয়ে আস্‌চি।" পদ্ম নিতান্ত নিরুদ্যমভাবেই ভিতরে চলিয়া গিয়া হাঁড়ি রাখিয়া এক বাটি চাল আনিয়া বৈরাগীর ঝুলিতে ঢালিয়া দিল। অন্য দিন সে ফরমাস দিয়া বৈরাগীর যা কিছু সঞ্চয় প্রায় সকল ক'টি গান শুনিয়া লইয়া তাকে প্রায় নিঃস্ব করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আজ তার নূতনত্বের স্বাদপ্রাপ্ত উৎসুক চিত্ত পুরাতনের প্রতি একটা তিক্ততা অনুভব করিল, গানের জন্য সে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। রতন কিছু বিস্ময় বোধ করিল। গান ত অম্‌নি শোনায় না, যেমন গান গায়, তেম্‌নি আলুটা, পটোলটা, একফালি কুমড়ো, হইল বা একটুখানি লেবুর নিম্‌কী কিম্বা তেঁতুলের ছড়া অরুচির দোহাই দিয়া চাহিয়া লয়, কোন দিন একটা পয়সা—ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"কি মা! আজ আর গান শুনবে না?"

পদ্ম বলিল, "আজ থাক বৈরাগী-দা'! আস্‌ছে রোব্‌বারে বেশী ক'রে শুন্‌বো।" সে পথের দিকেই চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

উত্তরটা রতনের মনঃপূত হয় নাই, সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া অনুদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—

"একটা নতুন গান শিখেছি শুনিয়ে যাই, শুন্‌তে ভালবাস, তাই শোনাতেও ভাল লাগে,"—বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আরম্ভ করিল,—

"বৌকে কিছু বলিস্ নে' ভাই বড় দাদা!
বৌয়ের ধান ভেনে ভেনে পা গোদা।"

গান শুনিয়া পদ্মর সমস্ত ভয় ভাবনা উদ্বেগ কোথায় ভাসিয়া গেল, গান শুনিতে শুনিতে হাসিয়া লুটোপুটি খাইল, তার পর গান শেষ হইলে ছুটিয়া গিয়া বৈরাগীর অনেক দিনের তাগিদ একখানি পুরাতন ধুতী আনিয়া তার হাতে দিয়াছে, এমন সময় তার কাণে ঢুকিল,—"এই যে! দেখুন, তা হ'লে বাড়ী ভুল করি নি?—কৈ, আমার চাল কৈ?"—

যেন কি নিধি পাইল, এম্‌নি করিয়া পদ্ম গিয়া সেই ভর্ত্তি হাঁড়ি চাল আনিয়া অনিমেষের সাম্‌নে ধরিয়া দিল, তাই দেখিয়া হাঁড়ির মত বড় এবং হাঁড়ির তলার মত কালো মুখ করিয়া রতন বৈরাগী ফস্-ফস্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। তার বিশ্বাস হইল, এই সবল সুস্থ দৃঢ়দেহ পালোয়ানের মত চেহারার বাবুটি তার এ বাড়ীর বাঁধা অন্নের হন্তারক হইতে আসিয়াছে।

অনিমেষ এক নিমেষ হাঁড়িটার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে মুখ তুলিয়া বলিল,—"আপনার হাতের মুঠোগুলো ত দেখ্‌ছি এ গাঁয়ের সব্বার চাইতে বেশ বড়।—বাঃ! সব্বারই যদি এমনটা হতো!—আপনার ঐ

ডোবাটি আমি না কেটে আর থামছি নে'। আচ্ছা, আপনার বুঝি ঠাকুর্দ্দা আছেন?—মা?—নিয়ে চলুন ত তাঁদের কাছে, তাঁদের অনুমতিটা নিয়ে রাখি, যত শীগ্‌গির সম্ভব কাজটা আরম্ভ ক'রে ফেলতে চাই কিনা।"

শুনিয়া খুসীতে মুখখানি ভরাইয়া পদ্মমালা অগ্রসর হইয়া কহিল, "আসুন, কিন্তু ঠাকুর্দ্দার শরীর ভাল নয়, আর বুড়ো হয়েছেন কি না, খুব ভাল করে বুঝিয়ে না বল্লে বুঝতে পারেন না,—আচ্ছা চলুন, আপনি না পারেন, আমি ত আছি।"

"বেশ, তাই চল,"—বলিয়া অনিমেষ তার ঝোলার মধ্যে হাঁড়ির চালগুলা ঢালিয়া লইয়া ঝোলাকাঁধেই পদ্মর প্রদর্শিত পথে তাদের বাড়ী ঢুকিল। পদ্মমালা হাঁড়িটা লইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতে চলিতে এলোচুলে আধ ঢাকা হাসিভরা ছোট্ট মুখখানি ফিরাইয়া বলিল,—"দেখুন, ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ বড্ড রেগে যান, হয় ত আপনাকে বকুনিও দিতে পারেন, আপনিও কি রাগ করেন?"

অনিমেষ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "উঁহুঃ—আমি তো রাগি নে'।—রাগ মানেই অভিমান,—ভিখারীর কি অভিমান সাজে?"

পদ্ম চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুতেই রাগেন না? আচ্ছা গাল দিলে?"

অনিমেষ আবারও হাসিল, হাসিয়া জবাব দিল, "নাঃ, গাল তো অনেকেই দেয়, কত আর রাগবো?"

জগবন্ধু লোকটির আকার প্রকার দেখিলে উহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া চেনা যায়, সাধারণতঃ বাঙ্গালার যে শ্রেণী হইতে জমিদারী সেরেস্তার সহকারী নায়েব, বড়লোকের বাড়ীর গোমস্তা, উকীলের চেম্বারের মুহুরী নিযুক্ত হইয়া থাকে। বেতন অল্প, উপরি যথেষ্ট, সেই উপরি-লাভের জন্য অধীনদের রীতিমত দলন-পীড়ন এবং উপর-ওয়ালাদের নির্লজ্জ ভাবে তোষামোদ করা যে শ্রেণীর লোকের জন্মগত বিশেষত্ব, এ লোকটিও ঠিক সেই স্তরের এবং সেই ভাবের সাধনায় এক দিন যে সিদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এখনও তার চিহ্ন এর দিকে চাহিলে পাওয়া যাইবে। জীবনব্যাপী দুরভিসন্ধি এবং কঠোরতায় মিশ্রিত হীনতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ, পরিষ্কার ওঠা সীলমোহরের মত তার জরা-বার্দ্ধক্য-লুলিত দেহেও স্পষ্টতর রূপে ছাপিয়া আছে। অনিমেষের মনটা ঈষৎ গুটাইয়া গেল। সে যে স্মিত-প্রফুল্লমুখে পদ্মমালার সহিত ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে মুখের ভাব তার আচম্‌কাই গাম্ভীর্য্য-বিরস হইল, আপনা হইতেই যেন তার চোখ দুইটা ঈষৎ বিস্ময়ভরে নাতিনী এবং পিতামহের উপর যুগপৎ ঘুরিয়া আসিল। কি যেন একটা অসামঞ্জস্য এবং অস্বাভাবিকতায় তার উৎফুল্ল উদ্যত চিত্ত বিস্ময়ে ও বিতৃষ্ণায় বিমুখ হইয়া পড়িল। মন যেন বলিল,—এ' কি? এই সুন্দরী হৃদয়বতী বালিকার উৎপত্তি হইয়াছে ইহারই বংশে?—পদ্মরাগের আকরে কাচ জন্মে না, কিন্তু কাচের কার-খানায় কি পদ্মরাগের সৃষ্টি হয়?

ততক্ষণে পদ্মমালা অগ্রসর হইয়া জগবন্ধুর পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে এবং তার কাণের কাছে নত হইয়া বলিতেছে, "দাদামশাই

এই ইনিই তিনি, যিনি আমাদের খিড়কির ডোবাটা কাটিয়ে দেবেন বলেছিলেন।"

জগবন্ধু প্রথমবারে পদ্মমালার কথা বুঝিতে পারিল না, অসন্তোষপূর্ণ কুটিল কটাক্ষে সে অনিমেষকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল, তার পর পদ্ম যখন পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিয়া তাহাকে সমস্তটা বুঝাইয়া দিল, তখন জগবন্ধুর সেই স্তিমিত ও কোটরগত চোখ দু'টি দিয়া একটা কিসের জ্যোতি যেন কয়েকটা জোনাকী জ্বলার মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, একটুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "ব্রাহ্মণ ?"

অনিমেষ ঈষৎ মাথা ঝুঁকাইয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

জগবন্ধু হাত দিয়া তার ময়লা বিছানার একটা প্রান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে কহিল, "বসো।"

অনিমেষের কাছে এই কালো চিটচিটে খেরোর তোষকও কম আরামপ্রদ নহে। এর চাইতেও কত অস্থানে কুস্থানেও তাকে আসন করিতে হয়, তবু মনটা ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল। জোর করিয়া বসিয়া পড়িয়া পদ্মমালার মারফৎ তার বক্তব্য সে জানাইল, আগামী সপ্তাহ হইতেই তাদের খিড়কির ঐ ডোবাটার সংস্কার আরম্ভ সে করিতে চায়, তাঁর কোন আপত্তি আছে কি না ?

জগবন্ধু ছোট ছোট চোখ দু'টি অর্দ্ধমুদ্রিত রাখিয়া সব কথা শুনিল, পরে গজ-চক্ষুবৎ নেত্রদ্বয় মিট মিট করিতে করিতে স্থূল ওষ্ঠাধরকে গুটাইয়া স্থূলতর করিয়া তুলিয়া তার ভিতর হইতে কেমন যেন এক রকম চিটানো সুরে কথা কহিয়া বলিল, "আমার ডোবা কেটে তোমার লাভ ?"

প্রশ্ন কিন্তু সত্যই অসঙ্গত নয়! এই কলিযুগের পঞ্চসহস্রাব্দেরও কিঞ্চিধিক পরে এমন নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত কোথায় কবে কে কতই

দেখিতে পাইয়া থাকে? অন্ততঃ এই ভদ্রলোকটির তেমন দৃশ্য নাই। এক সময় ছিল বটে যে দিনে এই প্রায় নিরীহ ভগ্নদেহ স্থবিরটি পুকুরকাটা গাছকাটা, আরও হয় ত অনেক কিছুই কাটাকুটি করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সে সমস্তই নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত রাখার জন্য নয়। তাদের মধ্যে এত বড় উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে লাভালাভের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই সুস্থ সবল দীর্ঘচ্ছন্দ লোকটির উদ্দেশ্যও কি ঠিক তাঁহারই সঙ্গে একই? অথবা এর মধ্যে আরও কিছু গোপন উদ্দেশ্যের প্যাঁচ আছে? জগবন্ধু বৃদ্ধ এবং অক্ষমও বটে, তথাপি কূট বুদ্ধি তার এখনও লোপ পায় নাই।

অনিমেষ অল্প একটু ইতস্ততঃ করিল, সেটুকু এই সতর্ক বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়াইল না,—তার পর সে তার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সহিত জবাব করিল, "দেশের ম্যালেরিয়া দূর হয়, লোকে ভাল জল পায়, আমার সেই মহা লাভ।"

পদ্মমালা বেশ গুছাইয়া এই কথাটাই আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলে জগবন্ধু পুনশ্চ একবার তার সন্দেহ কুটিল ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া অনিমেষের আগা পাশতলা বুলাইয়া লইল, তাকে দেখিতে দেখিতে তার ছোট ছোট দুই চোখে যেন ঈর্ষার আগুন ফিনকি দিয়া উঠিল, তার মুখের শিথিল পেশী কঠিন হইল, বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষার জ্বালা বদ্ধ পাত্রে ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতে লাগিল, তার মনে যে ভাবটা দেখা দিল, সেটা বোধ হইল যেন ঠিক অনিমেষের উপর নয়, তার সেই সুদীর্ঘ এবং সবল যৌবনবলদৃপ্ত উন্নত শরীরের উপর নিজের এই অসহায় বৃদ্ধত্বের অক্ষমতার ঈর্ষা। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উথলিত বিদ্বেষটাকে কথঞ্চিৎ হজম করিয়া লইয়া তার পর সে উগ্র খেঁকিসুরে কথা কহিল, বলিল, "ও সব ত বাইরের কথা, মুখের মুখোস,—ভেতরকার মতলবটি কি? ঘিটি আসল?"

কথার সুরে এবং চোখ-মুখের ভঙ্গীতে অনিমেষ নিজেকে একান্তই অপমানিত বোধ করিতে পারিত, কিন্তু সে নিজেকে অনেকটা তৈরী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশেষ এই লোকটির কাছে যে তাকে ধাক্কা খাইতে হইবে সে কথা সে যখন আসে পদ্মমালার কাছে জানিয়াই আসিয়াছিল, বাকী যেটুকু ছিল, এর মুখ দেখিয়া জানিতে বাকী থাকে নাই। এর কাছে যে এই ভাবে অভিনন্দিত হইতে হইল সে এমন কিছুই বিচিত্র নয় বরং এর ব্যতিক্রম ঘটিলে বিচিত্র ঠেকিত। সংযতস্বরে জবাব দিল, "আসল নকল দু'টো দিক্ ত নেই, উদ্দেশ্য আপনাকে ত বলাই হয়েছে। ডোবার জল পচে গেছে, জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে এ রকম ডোবা রাখা সঙ্গত নয়। হয় বুজিয়ে ফেলে টিউবওয়েল বসানো, না হয় ডোবা-টিকে ঝালিয়ে ফেলাই সঙ্গত। এই এঁকেই জিজ্ঞেস করুন না, জল খারাপ হওয়াতে কি রকম এঁর কাজ করতে কষ্ট হচ্চে।"

জগবন্ধু আপনা হইতেই কথাগুলো শুনিতে পাইল, অনিমেষ বেশ চড়া সুরেই বলিয়াছিল। শুনিয়া তার মুখে একটা অদ্ভুত সচকিত ভাব প্রকাশ পাইল, সে যেন ঈষৎ চমকের ভাবে বলিয়া ফেলিল, "ওঁর কষ্ট হয়! ওঁর কষ্ট হয়!—তা' ওর জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কিসের শুনি?—ও তোমার কে'?"

অনিমেষ মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথায় সে বিলক্ষণ চটিয়াও গেল, কিন্তু সে যে রাগিবে না বলিয়া পদ্মর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাগ করার ত উপায় নাই। রাগ হইলেও চাপিতে হইবে।

জগবন্ধুর শ্লেষবিমিশ্র অভদ্র প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রভাবেই স্মিত হাস্যের সহিত সে প্রত্যুত্তর করিল, "উনি যে আমার বোন্, আমরা যে এক মায়ের সন্তান, ওঁর কষ্টে আমার মাথাব্যথা হবে না ত' কা'র হবে?"

পদ্মমালা এই কথাটা বুঝাইয়া দিলে জগবন্ধুর ঈর্ষাজ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি

আকস্মিক একটা বিস্ময়াতঙ্কে যেন ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল, সে অকস্মাৎ ভাল করিয়া উঠিয়া বসিতে বসিতে যেন কশা লাঞ্ছিতের মতই ভয়বিহ্বলস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—অ্যাঁ, কি বল্লে তুমি? কে' হও? পদ্মির ভাই? তোমরা একমায়ের সন্তান? না না, এ হ'তেই পারে না, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা! সে নেই, সে মরেছে,—মরেছে নিজের চোখে তাকে মরতে দেখেছি, দাঁড়িয়ে থেকে তার লাস জ্বালিয়ে দিয়ে তবে একটি পা নড়েছি। আর আজ এদ্দিন পরে কোত্থেকে না কোত্থেকে এসে তুমি বল্‌ছো তুমি ওর মারপেটের ভাই। জোচ্চোর কোথাকার! স্রেফ জোচ্চুরী এ।"

অনিমেষ অবাক্ হইয়া পদ্মর মুখের দিকে চাহিল, পদ্ম তার ডাগর দু'টি চোখের ইসারায় তাকে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়া নিজেই ওকালতী আরম্ভ করিল। কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া পাকা গৃহিণীর মত গুছাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি বুঝতে পারছো না, দাদামশাই! ইনি বল্‌চেন, ইনি দেশসেবক কি না, তাই দেশমাতাকেই মা ব'লেন, দেশমাতা যদি মা হন, তা' হ'লে দেশের সকল ছেলেমেয়েই ত পরস্পরের ভাই-বোন হলো—হলো না? আমি ওর সেই রকম মা'র পেটের বোন হই কি না, সেই জন্যে আমার অসুবিধে দেখে ঐ ডোবাটি কাটিয়ে দিতে চাইচেন। তা' শুধু ত আমাদেরই ডোবা নয়;—দেশের যত পচা ডোবা আছে, একে একে সবই ওঁরা সাফ ক'রে দেবেন। আমি ওঁকে বলেছি বলেই আমাদেরটাও করতে রাজী হয়েছেন। তুমি যদি মত না দাও তা হ'লে নয় থাক।"

জগবন্ধু এতক্ষণে কতকটা আশ্বস্ত ভাবে নিশ্বাস লইল, তোষকেরই অনুরূপ মোটা তাকিয়া, সেটায় তেলের পালিস করা, তার উপর হেলিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসির ভাবে বলিল,—"ওহ তোমরা বুঝি সেই মুক্তি-

ফৌজদের মতন ভাই-বোনের দল? কল্‌কেত্তার রাস্তায় সেই যে 'পাপী-টোম! পাপীটোম! কেয়া করগে উসি রোজ? মুক্তি-ফৌজমে আও মিলো' ব'লে ব'লে পা খালি করা পাদরী মশাইরা ঘুরে বেড়ায়, তারাই ত 'বেরাদার' বেরাদার' 'সিস্‌টার সিস্‌টার' ক'রে কেঁদে খুন হয়,—তুমি কি তাদের দলেরই, না অন্য দলের?"

অনিমেষের হাসি পাইতেছিল, কিন্তু সে না হাসিয়াই জবাব করিল, "অন্য।"

জগবন্ধু ঘৃণার সহিত ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল, "তাই বুঝি ডোবা কাটিয়ে দিয়ে তার বদলে ভবপারাবারের খেয়া পার করবার উপায় ক'রে দিচ্চো? ওদের একটা গান শুনেছিলাম, না কি ছাই মনেও পড়ে না।"

"আয়না পাপী যেশুর কাছে এই বেলা" কি যেন, "যায় বেলা—"

হাঃ হাঃ হাঃ! যেশু ভজাবে—তুমি?—আমিই কত লোককে কত কি ভজিয়েছি। হুঁ হুঁ, বলে ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি!"

পদ্মমালা এই ব্যাখ্যা ও গান শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, অনিমেষও ঈষৎ ঘৃণার হাসি হাসিল, তার পর সে সহাস্যস্মিত-মুখে নিজের খদ্দরের পাঞ্জাবী তুলিয়া বুকের উপর হইতে এক গোছা সাদা পৈতা বাহির করিয়া দেখাইল আর কিছুই বলা দরকার বোধ করিল না।

পদ্মমালাও এই সময় হাসি থামাইয়া কহিল, "ইনি জন-মঙ্গল সমিতির সেবক, দাদামশাই! এঁদের কাজ পল্লী-সংস্কার। এঁরা বলেন, পল্লী-সংস্কার না হ'লে সমাজ রাষ্ট্র কিছুই সংস্কৃত হ'তে পারে না; সেই জন্যে এঁরা দেশের যত পচা ডোবা খাল-খন্দ আছে, সব পরিষ্কার করাতে চান, আর কোন উদ্দেশ্য এঁদের নেই গো, নেই।"

জগবন্ধু এতক্ষণে কথাটা বুঝিল, বুঝিয়া তার মিট-মিটে চোখে

একটুখানি করুণার আভাস জাগিয়া উঠিল।—পাঙ্গাস রংয়ের মোটা ঠোঁটের পাশেও ঈষৎ কৃপার হাসি অতি সন্তর্পণে দেখা দিয়াই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। অতিশয় ভারি চালে গম্ভীর মুখে সে রায় দিল, "গেরো!—স্রেফ গ্রহের ফের!—যাক্ গে, মরুগগে, যার যা ভাগ্যে থাকে তা' করতেই হবে। তা, হ্যাঁ, ওতে কিন্তু আমার বিস্তর ল্যাঠা-মাছ আছে, সেগুলো যেন নষ্ট না হয়। পদি! কালই হরে জেলের ব্যাটাকে ডাক্‌বি, মাছগুলো আগে ধরিয়ে নিয়ে, তার পর যা' হয় করিস। নে', যা, আমায় এক ঘটী খাবার জল দিয়ে যা, তেষ্টা পেয়েচে।"

অনিমেষ এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দু হাত কপালে ঠেকাইয়া জগবন্ধুকে নমস্কার জানাইল এবং "যে আজ্ঞে,—তাই হবে" বলিতে বলিতে লম্বা পায়ে চৌকাঠ পার হইয়া আসিল। এই স্পষ্ট ইতর-ভাবাপন্ন লোকটার হীন সঙ্গ তাকে রীতিমত পীড়ন করিতেছিল আর বড় করিয়াই ব্যথা দিতেছিল, এই লোকটাই ঐ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যময়ী করুণাপূর্ণা কিশোরীর নিকটতম আত্মীয়। ইহাকে সহাও যায় না, অথচ ঘৃণা করাও মুস্কিল।

বাহিরে আসিয়া পদ্ম তার পদ্মের মতই স্মিত-প্রফুল্ল মুখটি তুলিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, "আপনিই ত আমায় বোন্ ক'রে নিয়েচেন, আমি আপনাকে দাদা বলেই ডাকবো।"

একটুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, "আমার যে ভাই ছিলেন, মারা গেছেন, এ সব কথার আমি কিছুই জানি নে,—সবে আজই এই শুনলুম।"

সে ঈষৎ বিমনা হইয়া রহিল।

ইত্যবসরে অনিমেষ সস্নেহে কহিল, "আজ তা হ'লে আমায় বিদায় দাও, দিদি! আরও অনেক যায়গায় যেতে হবে।"

এই 'দিদি' সম্বোধনে পদ্মর মুখখানি ম্লান হইতে গিয়াও যেন হইতে পারিল না, সে সোৎসাহে ও সানন্দে দ্বিধাহীন চিত্তে অনিমেষের হাত ধরিল; কহিল, "আবার কবে আসবেন দাদা! ব'লে যান।"

অনিমেষ স্মিত-হাস্যের সহিত. তার হাতের উপরকার হাতখানির উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া স্নেহভরা কণ্ঠে জবাব করিল, "আবার আসবো দিদি!. সুবিধা পেলেই আসবো, আজ যাই?"

পদ্ম বিষণ্ণ-মুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর কোন কথা স্মরণ হওয়াতে কিছু ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "কিছু খেয়ে যান না দাদা! আজ আমাদের এখানে এবেলা দু'টি ভাতই না হয় খেয়ে যান।"

হাসিয়া অনিমেষ কহিল, "তা হয় না, দিদি! আজ অন্যত্র নেমন্তন্ন আছে আর এক দিন তোমার কাছে খেয়ে যাব।"

"মনে থাকবে ত?" বলিয়া পদ্ম ছলছল চোখে গমনোদ্যত অনিমেষের পানে করুণ চোখে চাহিয়া থাকিল।

"নিশ্চয়" বলিতে বলিতেই অনিমেষ এক লাফে পৈঠা পার হইয়া ঘাস-জমিটুকু ছাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে সদর রাস্তায় আসিয়া পৌছিল, রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুইটি বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল ঝরিয়া পদ্মর গালের উপর নিটোল মুক্তার মত দুলিতেছিল, সে দু'টিকে হাতের উল্টা পিঠে মুছিয়া ফেলিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া পদ্মমালা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কেমন করিয়া যেন তার মনে হইল বহু দিনের প্রতীক্ষিত কোন প্রিয়জনকে সে পাইয়াছিল আবার হারাইল।

এ দিনও বিদায়বেলায় সুচারু অনিমেষকে পুনর্নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিল অনিমেষ তা' গ্রহণ করে নাই। সেবারে সুরুচির মুখের অনুরোধ সে এড়াইতে পারে নাই বলিয়া আজ আবার তাহাকে তার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা দেখাইয়া এই বিলাসী এবং ধনী গৃহে তাদের ইচ্ছাধীনরূপে আসিতে বসিতে ও খাইতে হইয়াছে, ইহারই একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর গ্লানি তার অত্যন্ত শুচি-শুদ্ধ একনিষ্ঠ চিত্তকে পীড়ন করিতে ছাড়িতে-ছিল না। পাছে আবার কোনও বাধ্যতার ভিতর পড়িতে হয় এই ভয়ে সে এঁদের বাড়ীর বর্ত্তমান গৃহিণী তার নিমন্ত্রিকা শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী মাসীমাতাকে সাক্ষাৎমাত্রেই প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে জানাইতে ত্রুটি করে নাই যে, আগামী রবিবার এবং তার পরের রবিবারেও সে এ গ্রামে আসিতে সমর্থ হইবে না। তাদের হেড-কোয়ার্টার যে জেলার যে সহরে তাকে সেইখানেই দিন কয়েকের জন্য যাইতে হইবে, ফিরিবার দিন অনিশ্চিত এবং করণীয় বিষয় অত্যন্ত অধিক, সেই অনুপাতে অবসর একান্তই কম।

মাসীমার নাম গায়ত্রী দেবী। যৌবনে রূপের বুঝি সীমা ছিল না, এখনও প্রৌঢ় দেহে রূপ ধরে না। অতি সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে মৃদুহাসির ছোপটুকু গোলাপদলের মৃদু-সৌরভটুকুর মতই মধুর ও করুণ হইয়া সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকে। বড় বড় চোখ দু'টির কোলের কাছে শোকের ছায়া কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কালো চোখের তারা দু'টি যেন দীপ্তিমান মঙ্গলগ্রহ। তার মধ্যে যেমন আলো, তেমনই সুধা ক্ষরিত হইতেছে। তলায় একটি গ্রন্থিবাঁধা ভিজা চুলগুলি হাঁটুর কাছাকাছি

নামিয়া আসিয়াছে, সাদা কাপড়ের আঁচলখানি ভিজাচুলের উপর দিয়া মাথায় ঢাকা, ঈষদুন্নত সরল ঋজুদেহ যেন একটি হোমানলের দীপ্তশিখা। পাশাপাশি দু'জনে বসিয়াছিল, তাই অনিমেষ সহজেই তুলনা করিতে পারিল,—দেখিল, এই সুরুচি-নাম্নী মেয়েটি এই গায়ত্রী দেবীর বোন্‌ঝিটি অনেকটাই যেন এঁরই মতন। চেহারায়ও মিল আছে, হয় ত দু'জনের স্বভাবেও খুব বেশী অমিল নাই। হয় ত এই সুরুচি দেবীর মা এঁরই বোন্ নিজেও এই রকমই ছিলেন, এই রকমই সুন্দরী, এই রকমই মহিমান্বিতা এবং হৃদয়বতী। কিন্তু কৈ, সুরুচি দেবীর বড় বোন্ কৈ?—যিনি সুচারুর বাগ্‌দত্তা? অনিমেষ এদিক ওদিক্ আশপাশ চকিত-কটাক্ষে চাহিয়া লইল না, কেহ নাই, এমন কি, কোন অন্তরালবর্ত্তিনীর কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মৃদু ঝনৎকার ধ্বনিও শুনা গেল না।

অনিমেষের মত লোক যার সাংসারিক বিষয়ে বড় একটা খেয়াল থাকে না, যে নারী-সংস্পর্শ বর্জ্জন সচেষ্ট, তারও আজ এ ঘটনায় বিস্ময়ানুভব না হইয়া পারিল না। সে দিনও সে তার বন্ধুর ভাবী পত্নীকে দেখিতে পায় নাই, আজও না, অথচ এই সুরুচি দেবী, ইঁহার সহিত এই দুদিনে সে কতটাই না পরিচিত হইয়াছে—এমন কি, যেন একটুখানি হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতার মধ্যেও বিজড়িত হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। এ ঘটনাটা অনিমেষের মনকে একটু যেন কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল, হয় ত তার ভবিষ্যৎ বন্ধুপত্নী তাঁর মাসীমার মত মহীয়সী ন'ন, তাঁর ছোট বোনের সহজ সরলতা হৃদ্যতা ও উদারতা হয় ত তাঁর মধ্যে নাই, তিনি হয় ত অত্যন্ত সৌখীন রুচির নব্য তন্ত্রের মহিলা। অনিমেষের খদ্দরের ধুতী, মোটা লাঠি, বলিষ্ঠ দেহ, স্বাধীন মতবাদ—এ সমস্ত যে এ দেশের একটি কোন বিশেষ শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত অরুচিকর, সে খবর সে তো রাখে, সুরুচির দিদিকে সেই শ্রেণীরই এক জন ভাবিয়া সে

যেন মনে মনে একটুখানি ক্ষুণ্ণতা বোধ করিতে লাগিল। সুরুচির দিদি সে, এই মহিমান্বিতা গায়ত্রী দেবী তাঁর মাসীমা, তাঁ'তে ত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব মনুষ্যত্ব-বিহীন সৌখীনতন্ত্রতা সাজে না। অন্তরে ব্যথা পাইল। তারপর ভাবিল, আচ্ছা এ'ও তো হতে পারে, হয় ত তিনি অত্যধিক লাজুক স্বভাবের, হয় ত সুচারুর বন্ধু বলিয়াই লজ্জায় তার সাম্‌নে আসিতে সঙ্কোচ করিতেছেন, তবে এ বাড়ীর মেয়ে অতটাই কি আর লজ্জাবতী হওয়া সম্ভব? দূর হোক এ লইয়া এতই বা তার ভাবনা কেন? মনকে সে কড়া করিয়া চোখ রাঙ্গাইল।

সুচারু সর্দ্দার মিস্ত্রীর সহিত কি একটা কাজের গোলমাল লইয়া কি যেন একটা গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল, অদূর হইতে মিস্ত্রী-পুঙ্গবের জবাব-দিহি আর তার মৃদু তিরস্কার শুনা যাইতেছিল, তাকে সেই দিকে উৎকর্ণ হইতে দেখিয়া মাসীমা যেন কৈফিয়ৎ দিবার ভাবেই কহিলেন, "একটা পিল্‌পে গাঁথছিল, বাঁকা হয়েছে, সুচারু বল্‌ছেন সেটা ভেঙ্গে গাঁথতে, ওরা রাজী নয়। বলে ওটুকু বাঁকায় কোন দোষ হবে না।"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "ওর চিরদিনই ঐ স্বভাব মাসীমা! ও কোন দিনই ছন্দের অমিল সইতে পারে না। আর ধোপার কাপড়ের ইস্তিরি করার ত্রুটিই ওর সয় না—বাঁকা পিল্‌পে ও সহ্য করবে কি ক'রে?"

মাসীমা এই কথায় ঈষৎ একটু মৃদু হাস্য করিলেন, মৃদু মৃদু কহিলেন, "অছিমদ্দিরও দোষ আছে, বল্‌ছে যখন শুনলেই তো হয়।"

সুরুচি অনিমেষের জন্য শ্বেত পাথরের বড় গ্লাসে এক গ্লাস লেবুর সরবৎ লইয়া সেই মাত্র ঘরে ঢুকিতেছিল, অনিমেষের সুচারু সম্বন্ধীয় মন্তব্য শুনিয়া সহাস্যমুখে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সুচারুবাবু বুঝি তখনও কবিতা লিখতেন? উনি বুঝি বরাবরই কবিতা লেখেন?"

অনিমেষ সুরুচির প্রদত্ত পানীয়ের গ্লাসটি গ্রহণ পূর্ব্বক অনাস্বাদিত রাখিয়া দিয়া প্রথমে তার প্রশ্নের উত্তর দিল, অথবা তাহাকেই প্রতি প্রশ্ন করিল, "আপনি বুঝি মনে করেন কবিরা হঠাৎ এক দিন কবিতা লিখতে ব'সে পড়ে আর অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গেই কবি হয়ে যায় ?"

তার কথার ধরণে এবারেও গায়ত্রী দেবীর অধরোষ্ঠ হাস্য বিভাসিত হইয়া উঠিল, তিনি তাহা গোপনার্থ ঈষৎ মুখ ফিরাইলেন। সুরুচির সুন্দর মুখখানি সলজ্জ হাসির আভায় উজ্জ্বলতর দেখাইল, যেন আকাশের একখানি শুভ্র মেঘের উপর ঊষার অরুণরাগ উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িল। সে ঘাড় নীচু করিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, "সুচারু বাবুর কবিতা প'ড়ে তা' অবশ্য মনে হয় না। কি সুন্দর লেখেন যে! আপনি ওঁর "কেয়া" "কদম্ব" আর "অতসী" নিশ্চয়ই পড়েছেন ?"

সেই কোন্ ভোরে উঠিয়া এত মাইল পথ হাঁটা, ভাদ্র মাসের প্রখরতর রৌদ্রভোগ, তার উপর মদ্‌না তুলের ঘরের পাশের বাঁশঝাড়ের কাছে একটা জাতসাপ দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সময় সেখানে গিয়া পড়ায় সাপটাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ড গোখুরা সাপটাকে বাঁশের বাড়িতে মারা, আবার সেই সর্পমেধ লইয়া সমবেত জনতার সঙ্গে তুমুল তর্ক,—এই সবে অনিমেষের বিলক্ষণ তৃষ্ণা পাইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড বড় কালো গোক্ষুরাসাপটা যখন তার কুলোপানা চক্রটি তুলিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে জনতা দশ হাত পিছু হটিল বটে, কিন্তু তাহাকে মারিবার ব্যবস্থায় কেহই রাজি হইল না। জাত সাপ না কি জাতি-ব্রাহ্মণ, উহার নাশে ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক হইবে, ফলে নির্ব্বংশ হওয়া অনিবার্য্য, কে এত বড় সর্ব্বনাশ ইচ্ছাসাধে ঘরে ডাকিয়া

আনিবে? অনিমেষ অনেক করিয়া বুঝাইল যে, হিংস্র জীবের নাশে পাপ নাই, জানিয়া শুনিয়া না মারিয়া এই সসর্প গৃহে বাস করাতেই বরং মহাপাতক হওয়া সম্ভব,—যদি এর পর কাহাকেও সর্পাঘাত হয়, তখন তাহাদেরই আপশোষের সীমা থাকিবে কি? কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তার এ যুক্তিতে টলিল না, উহারা বলিল, "আরে মশাই! কথায় বলে 'সাপের ন্যাখা আর বাঘের ন্যাখা,'—অদ্দেষ্টে না থাকলে কখন কাউকে সাপে খেয়েছে? আর বছরে যে বিশুদে'র বউকে আর থস্তর খোকাকে সাপে খেলো, সে কি তাদের কপালের লেখন ছাড়া আর কিছু? তা হ'লে পাশেই শুয়েছিল বিশু, তাকে কেন খেলো না বলুন ত?"

অনিমেষ কিছুই বলিল না, সে তার সেই প্রকাণ্ড মোটা বাঁশের লাঠি গর্জ্জমান ফণীন্দ্রের মাথার উপর প্রাণপণ বলে বসাইয়া দিল।

দুলে-পাড়ার একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া অনিমেষের প্রায় গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়,—চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, "ও কালীগোক্ষুরা কিষ্টকে পথ দেখায়ে লিয়ে গিয়েছিল, ওরে আমি মারতে দিব নি।"—ততক্ষণে দ্বিতীয় লাঠির আঘাতে 'কালীগোক্ষুরা'র উদ্যত ফণা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

এই সব কারণে অনিমেষকে আজ একটু ক্লান্ত করিয়াছিল, সরবৎটা সে এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল এবং গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া সুরুচির প্রশ্নের জবাব দিল,—"আমি যখন ওকে জানতুম, তখন ওর 'বনবীথি' ব'লে একটিমাত্র কবিতার বই ছাপা হয়েছিল, তার উৎসর্গটা—ও—"

সুরুচি সোৎসাহে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "জানি, জানি—আপনাকে করেছেন। উৎসর্গটায় মধ্যে দু'টো লাইন খুব মজার আছে, না?—সেই যে,—

'ভুল ক'রে ভালবাসিয়াছি সাধ্য আর নাহি ভুলিবার।
দেখো বা না দেখ চেয়ে লহো বা না লহো তুলে,
তোমারেই দিনু উপহার।'

আপনার মনে আছে?"

সুরুচির সঙ্গীতময় উচ্চারণ-ভঙ্গীতে অনিমেষ বিমুগ্ধতা অনুভব করিল। মেয়েলী গলার গানকে তার অত্যন্ত ভয়, তার মনে হইত, সে সব গানই যেন একই সুরের ও একঘেয়ে। তাল-লয় তার মধ্যে কমই থাকে, শুধু যেন একটা নাকি সুরের পদ্য বলা। সুরুচির এই দু' লাইন কবিতার আবৃত্তিতে সে নারীকণ্ঠে এক নূতন সুর শুনিল। আধ মিনিট সে সেই সুরের রেশটুকুতে মগ্ন থাকিয়া তার পর সহজ সহাস্যে উত্তর করিল, "ছিল কি না জানি নে', এখন মনে পড়ে গেল। আপনি কবিতা খুব ভালবাসেন বুঝি?—নিজে লেখেন না?"

সুরুচির স্বাভাবিক হাস্যস্মিত মুখ এই প্রশ্নে একটু ভার ভার হইয়া আসিল, তার ঘন কালো পক্ষে ঘেরা স্বচ্ছ দুটি কালো চোখ স্বতঃই আনত হইল, মৃদু অথচ ঈষৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে সে থামিয়া থামিয়া উত্তর করিল, "কবিতা আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু নিজে লিখতে পারি নে', লেখে দিদি।"

"দিদি"র উল্লেখ এই তাদের মধ্যে প্রথমবার হইল। অনিমেষ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া সংক্ষেপে মন্তব্য করিল,—"ওঃ"—

যে লোক তাদের বাড়ীতে দু'দিনের আতিথ্য গ্রহণের মধ্যে বারেকের জন্যও দেখা দিয়া আতিথ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিল না সে কোনমতেই তার সম্বন্ধে কোন আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। ইহা সমাজ-ধর্ম্মের বিধিতো বটেই, হৃদয়ধর্ম্মেও অবৈধ। পদ্মমালার কাছে অনিমেষ আজ সকালেই গর্ব্ব করিয়া বলিয়া আসিয়াছে,—'ভিখারীর অভিমান

থাকে না', কিন্তু মনে তারও যে একটা অতি প্রচণ্ড গর্ব্ব সতেজে মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে,—যে গর্ব্ব তাকে দিয়া ঐ কথাগুলাই বলাইয়াছিল সে যে কোন মুকুটধারী রাজার সিংহাসন-গর্ব্বের চাইতে কিছুমাত্র খাটো নয় সে কথাটা সে হয় ত কখন ভাবিয়া দেখে নাই। ধন-গর্ব্বের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় দারিদ্র্য-গর্ব্বও তার চাইতে কিছুমাত্র খাটো নয়। অনিমেষের মত ভিখারীদের গর্ব্বহীনতার গর্ব্ব আবার বেশী মারাত্মক। তাই সুরুচির দিদির উল্লেখে অনিমেষ শুধুই একটি ছোট্ট, করিয়া 'ওঃ' বলিল, অথচ ঐ দিদির কবি-যশ প্রার্থনার বিষয়ে কতই না কিছু জানিবার এবং আলোচনা করিবার রহিয়াছিল!—অর্থাৎ সুচারু কবি বলিয়াই কি তিনি কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন? অথবা দু'জনেই কবি বলিয়া দু'জনকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন?—তা'ছাড়া আরও কত কি!—কিছুই সে বলিল না।—সে মান অভিমান হীন ভিখারীর আত্মাভিমানে এতটা আঘাত পড়াই কি সঙ্গত? তবে এ স্বেচ্ছা-ভিখারীত্বে টিঁকিবে কিরূপে?

সুচারু আসিল, মাসীমা অনিমেষের খাবার দেওয়াইতে উঠিয়া গেলেন। সুচারু আসিয়াই সুরুচিকে আক্রমণ করিল "কেমন গো!—আমার বন্ধুটি তোমার পক্ষে বেশ রুচি-কর বোধ হচ্ছে, না? এই দেড় দিনেই তুমি ত ওকে অর্দ্ধগ্রাস করেছ দেখছি।"

সুরুচি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে সবেগে কহিয়া উঠিল, "আঃ, সুচারু বাবু! আপনার যা খুসী আপনি বুঝি তাই বলবেন?—যান্ আপনি।"

সুচারু একখানা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিতে বসিতে অনিমেষের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতের হাসি হাসিল,—কহিল "শোন অনি!—আমার আসাটা দেবীর পছন্দ হয় নি। পাছে তুমি কিছু মনে

কর, তাই আমি কোথায় অছিমদ্দিকে কোনমতে পিটিয়ে পাটিয়ে থামিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলুম। তা' বেশ, তোমাদের বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত হ'ব না—'প্রস্থানং কুরু কেশব'—ক'রে এই এক্ষুণি বিদায় হচ্ছি—" বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরুচির দুই চোখ জলভরা হইয়া আসিল, সে সুচারুর দিকে বারেক চাহিয়াই চলনোদ্যত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিই যাচ্ছি।"

"আঃ! কি ছেলেমানুষ তুমি সুরুচি! আহা হা! থামো, থামো, ফেরো, ফেরো, লক্ষ্মীটি, ফিরে এসো,—মাত্র একটুখানি ঠাট্টা করেছিলুম এও কি বুঝতে পার না ছাই? নাও, বসো।—অনিমেষ! আচ্ছা, তার পর তোমার এবারকার প্রোগ্রামটা কি? বলত শুনি।"

সুরুচি আসিয়া যথাস্থানে বসিয়াছিল, অনিমেষ ততক্ষণ সেইখানে পড়িয়া থাকা একখানা মরক্কো বাঁধানো খাতার পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। খাতাখানার পাতায় পাতায় অতি সুন্দর হাতের লেখায় মেয়েলী অক্ষরে কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। অনিমেষের বোধ হইল এর সব চাইতে শেষের কবিতাটির লেখার কালি যেন তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই এবং কবিতাটির শেষ-চরণ দু'টি পড়িলেই বুঝা যায় ঐ কবিতাটি তখনও অসমাপ্ত। হয়ত বা তার এ বাড়ীতে আসার আগেই হয়ত বা সে এ ঘরে সুরুচির সঙ্গে প্রবেশ করিবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই এই কবিতার খাতার অধিকারিণী এইখানে বসিয়াই ঐ কবিতাটি লিখিতেছিলেন, হয় ত বা তার এ ঘরে আসার সম্ভাবনা, হয়ত বা অন্ত কোন অত্যাবশ্যক কার্য্যব্যপদেশে তাঁকে উন্মনা করিয়া এখান হইতে উঠাইয়া দিয়াছে,—খাতার কথা হয় ত বা তাঁর মনেও পড়ে নাই, আর না হয়ত খাতা লইয়া যাওয়ার আবশ্যকতা বোধই হয় নাই।—অনিমেষ সেই শেষের কবিতার শেষ ছত্র কয়টি মনে মনে পাঠ করিল :—

"বীরধর্ম্মে মনুষ্যত্বে দিয়ে জলাঞ্জলি, ফির দ্বারে দ্বারে,—
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে বহি; ধিক্! জননীর পূজা করিবারে।
মা তুলে নেবেন পূজা? এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, এত দীনতায়;—
এই ভিক্ষান্নের থালি,—কোন্ ভরসায় হাতে দিবে মার?"

অনিমেষের মুখ এক নিমেষে যেন ছাই পড়া আগুনের মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। খাতার পাতা আপনা হইতেই তার হাত বন্ধ করিয়া দিল। তার বোধ হইল যে লাঠি দিয়া আজই সে সেই কৃষ্ণসর্প বধ করিয়াছে, সেই প্রকাণ্ড ও বিষদাঁত ফোটান লাঠিটার বাড়ী ঐ কবিতা-লেখিকা তার মাথায় তেমনই প্রচণ্ড বেগেই আঘাত করিয়াছেন! যে দিন হইতে এ পথে আসিয়াছে অনেক শ্লেষ বিদ্রূপ তিরস্কার তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, প্রথম প্রথম মনে একটু সাময়িক চাঞ্চল্য জাগিত; এখন তাও বড় জাগে না, কিন্তু এই অন্তরালবর্ত্তিনী—তার বাল্যসুহৃদের ভাবী প্রেয়সী তাকে যেমন এই শ্লোকচ্ছন্দে নির্ম্মম আঘাত প্রদান করিল, এমনটা আর কেহ কখনও পারে নাই। যেটুকু সংশয় ছিল মুহূর্ত্তে ফুরাইয়া গেল। লজ্জাসঙ্কোচ এ সব কিছুই না,—সত্যই তিনি গভীর ঘৃণায় তাকে দেখা দেন নাই। আর এই খাতাখানা যে এ ঘরে ফেলিয়া রাখা—এটাও কি তাঁর ইচ্ছাকৃত অপমান প্রচেষ্টা?—

এ গৃহের আর দু'জন অধিবাসী কিন্তু তার এই ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করে নাই, অনিমেষকে উত্তর-বিমুখ দেখিয়া সুচারু সিদ্ধান্ত করিল, সে তার সঙ্গে এ সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে অনিচ্ছুক, মনে মনে হাসিল। আহা বেচারা! তার পর সুরুচিকে প্রশ্ন করিল,—শ্রীশ্রীমতী রুচি দেবি! তোমার দিদির আজও মাথা ধরেছে না কি?"

সুরুচি ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মৃদু তিরস্কারের ভাবে কহিল, "আচ্ছা, দু'টো 'শ্রী' দেবার দরকার কি?—না, দিদির মাথা ধরে নি,—রোজ মাথাই বা

ধরবে কেন? পিঠে একটা ফিক্‌ব্যথা ধরলো,—তাই বসতে পারলো না শুতে গেল।"

সুচারু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"তা' হ'লে ডাক্তারকে ত একবার কল করা দরকার! রামধনিয়াকে পাঠিয়ে দিই হরিপদ ডাক্তারকে ডেকে আনুক গিয়ে।"

সুরুচি বলিল, "সে আমি বলেছিলুম, দিদি বারণ করলে। গরম জলের ব্যাগ দিয়েছে বল্লে, ঐতেই সেরে যাবে।"

"তবু একবার ডাকা ভাল,—আচ্ছা, আমি মাসীমার কাছে খবর নিচ্ছি।"—বলিতে বলিতে সুচারু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। অনিমেষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই 'ফিক্‌ব্যথা' রহস্যের মূল কোথায় তাহা ভালরূপে জানা থাকা সত্বেও সে একটি কথাও কহিল না।—গর্ব্ব কি তার খর্ব্ব হইয়াছে? তবে কি ভিখারীরও মান অভিমান থাকে?

পাশের ঘর হইতে মাসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "রুচি! অনিমেষকে ডেকে নিয়ে আয় মা, ওর ভাত দেওয়া হয়েছে।"

অনিমেষ সে দিন বিদায় লওয়ার সময়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। সুচারু অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছিল, তার মধ্যে অধিকাংশই অনিমেষের কাছে অসার কথা,—মধ্যে মধ্যে সে যখন সুরুচিকে ক্ষ্যাপাইতেছিল, আর সুরুচি উত্তেজিত হইয়া কখনও তার কথার প্রতিবাদ, কখনও বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিতেছিল,—আবার কখনও বা অসহায়ভাবে অনিমেষকেই মধ্যস্থ মানিয়া করুণ সুরে বলিতেছিল,—"দেখুন ত, সুচারুবাবু আমায় কি রকম জ্বালাচ্ছেন! আপনি আপনার বন্ধুটিকে একটু সামলান না।"—তখন অগত্যাই তাদের দিকে বিমনা মনকে ফিরাইতে হইতেছিল এবং ঈষৎ স্নেহার্দ্রভাবে ঐ মধুর প্রকৃতির মেয়েটির নালিশ সমর্থন করিয়া সুচারুকে অনুযোগ করিতেও হইতে-ছিল,—"কি করিস্ চারু! তোর কি কোন দিনই খুনসুটী করা রোগ সারবে না?"

সুচারু বারেবারেই হাসিয়া এই এক কথাই জবাব দেয়, "বলে 'স্বভাব যায় না মলে'—আমি বেঁচে থাকতেই যাবে?"

অনিমেষ এক সময় প্রতিবাদে বলিল, "বয়স বাড়চে না?"

সুচারুও জবাব দিল, "সঙ্গে সঙ্গে রসবোধও ত বাড়ছে। আমি আর করেছি কি?—ভাবী শ্যালিকার সঙ্গে অল্প স্বল্প সুরুচিসঙ্গত রসালাপই করছি তো? তোমার যদি শ্যালিকা থাকৃতো তুমি যে তুমি, তুমিও এ কার্য্য না ক'রে থাকতে পারতে না, এ আমি তামা তুলসী হাতে নিয়ে বলতে পারি।—শ্যালিকা বস্তুটি স্পর্শমণি, এদের সংস্পর্শে 'রাং রূপো' হয়।—এমন কি, এরা 'মূকং করোতি বাচালং,' হয় নয়

পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাও?—রাজী আছ ত বল দেখিয়ে দিচ্ছি, এক্সপেরিমেণ্ট করবে।"

অনিমেষ হাসিয়া জবাব দিল,—"থাক"—এবং সুরুচিকে বলিল, —"দেখছেন ত আমি নিরুপায়।"

সুরুচি সেই পর্য্যন্ত নিজেই যা পারে করিতেছে অনিমেষকে জড়ায় নাই।

কিন্তু তাতেই কি নিষ্কৃতি আছে? দু'একবার দু'চারটা বাক্যবাণ ছুড়িয়া দিয়া সুরুচিকে প্রতিবাদ বিমুখ দেখিয়া মন খিঁচড়াইয়া গেল, এক তরফা যুদ্ধ হয়? বাধ্য হইয়া উপায়ান্তর গ্রহণ করিল, তাকে রাগাইবার জন্য অনিমেষকে শুনাইয়া বলিল, "কি রুচি! এরই মধ্যেই যে আমাদের মতন লোকের সঙ্গে বাক্যালাপে অরুচি ধ'রে গেল? এর পরে একহপ্তা ধ'রে ত আমাদের সঙ্গে কথাই কইবে না।—শোন অনিমেষ!—গেল হপ্তায় আমাদের রুচি দেবী আমার সঙ্গে ছ'দিনে পাঁচটি কথা বলেছিলেন, আর সেই পাঁচটি কথা কি, কি, নোট ক'রে রেখেছি, বলবো সুরুচি?"

সুরুচি সহজ ঔদাস্যে প্রত্যুত্তর করিল,—"বলুন না।"

সুচারু দক্ষিণ করতল বিস্তৃত করিয়া অঙ্গুলির পর্ব্বে হিসাব করিতে করিতে আরম্ভ করিল, "এক—'হ্যাঁ সুচারুবাবু! ওঁর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ? খুব ছোটবেলা থেকেই না'কি? আচ্ছা, আপনাদের কি এক দেশেই বাড়ী?' দুই, 'ওঃ, কলেজ থেকে? এম. এ. পর্য্যন্ত একসঙ্গেই পড়েছিলেন? তার পর আর দেখা হয় নি? চিঠিপত্রও লেখা ছিল না? বাঃ, বেশ বন্ধুত্ব ত!' তিন, 'আপনার সঙ্গে ওঁর সকল বিষয়েই অত অমিল, তবু আপনাদের মধ্যে অত বন্ধুত্ব হয়েছিল। এটা কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য!' চার,—কি সুরুচি দেবি!

বলি ?—” সুচারু হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে সলজ্জ ভাবাপন্না সুরুচির পানে তাকাইল।

সুরুচি যদিও এ আলোচনায় লজ্জা পাইতেছিল তথাপি জোর করিয়া নিজেকে সহজ রাখিতে চাহিয়া ঈষৎ ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল,—“বলুন গে। কি-ই বা আর বলবেন ?—কি আর আমি বলেছি।—”

সুচারু কৌতুক-স্মিত প্রোজ্জ্বল নেত্র স্থির রাখিয়া মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত কহিতে লাগিল, “ওঃ কিছুই তো বলেন নি ? তা’ বেশ, না বলেছেন নাই বলেছেন; আমার পক্ষে ভালই হলো, আমায় এর পরে বিট্রেয়ার ব’লে গাল দিতে পারবেন না।—আচ্ছা, যা’ বলছিলুম,—চার—‘হ্যাঁ সুচারুবাবু! উনি কি কক্‌খনোই বিয়ে করবেন না ? আচ্ছা, উনি কি মনে করেন বিয়ে করলে দেশের কাজ করা যায় না ? যদি এমন হয়,—ধরুন, যদি কোন মেয়ে ওঁরই মতন দেশকে ভালবাসে, সে যদি ওঁকে বিয়ে ক’রে ওঁর সঙ্গে ওঁর সহকর্ম্মীভাবে দেশসেবা করে তা’তে ওঁর কাজেরও তো সুবিধা হবে।—তেমন মেয়ে কি আর দেশে নেই ?’ এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে বল্লেম, ‘তথাস্তু দেবি! তেমন মেয়ে দেশে আছেন বৈ কি, এই আপনিই তো আছেন,’—তবে প্রকাশ্যে কথাটা বলতে—”

সুরুচি ক্রমশই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবর্জ্জিত, সুচারু এখনই কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে তাই ভাবিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল, সংশয় সত্য হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আরক্ত মুখে উৎক্ষিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিল,—“সুচারু বাবু!—”

“ওঃ, হ্যাঃ,—স্বগতোক্তিটা এমনভাবে শোনানো সঙ্গত হয় নি, না ? আচ্ছা, তা’ যখন হয়েই গেছে তখন কি আর কর্‌ছি বলো ?

বলো ত দাঁতে কুটো ক'রে ক্ষমা চাই? না বল যদি, তবুও না হয়, এমনই চাইচি।—আর তুমি অনিমেষ! তুমিও যেন আমার সেই কথাটা শুনতে পাওনি, জানলে? কোন্ কথাটা বুঝতে পেরেছ ত? ঐ যে হঠাৎ শ্রীমতী দেবীর কথার ব্যাখ্যা করতে করতে বেফাঁস ভাবে নিজের একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে যেটা বলে ফেলেছিলুম। এতেও যদি তোমার মনে না পড়ে স্পষ্ট ক'রেই ব'লে দেওয়া ভাল। না হ'লে কি না কি আবার উল্টো ভেবে বসবে।—তোমার বিয়ের সম্বন্ধে দেবী যে অত্যন্ত চিন্তিতা হয়ে সাগ্রহ মন্তব্যটি প্রকাশ করেন, তাঁর সেই ব্যাকুল প্রশ্নটির উত্তরে আমার মনে যে সরল উত্তরটি উদিত হয়েছিল সেইটির কথা আর কি।—নাঃ! সুরুচি দেবী বেশী রকম রাগ করছেন, ওঁর চোখে জল এসে পড়েছে, কাজেই ইতি—আহা যাবেন না, যাবেন না, শুনুন দেবি!"

সুরুচি সত্য সত্যই চলিয়া গেল। অনিমেষ তার চলন্ত মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত কহিল, "কি যে বাজে ইয়াকি দিস্!—কেন মিথ্যে ওঁকে লজ্জা দিলি?"

সুরুচির এমন ভাবে চলিয়া যাওয়াতে সুচারু কিছু অপ্রতিভ নিশ্চয়ই হইয়াছিল কিন্তু মুখে সে তাহা স্বীকার করিল না, হাসিয়া বলিল, "বেশ লাগে।—বড্ড নরম মনটি না? একটু বাতাসের ঘায়ে যেন নুয়ে পড়ে! এই যে রেগে গেছে এখনই একটা কাজ পড়ুক দেখি, দিব্যি সহজ হাসিমুখে এসে কথা কইবে,—তা না হ'লে কি আমি ভরসা ক'রে ওকে যখন তখন চটাতে পারি।"

অনিমেষ কথা কহিল না, তার একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, ওঁর দিদি লোকটিও কি অমনই সহজ? কিন্তু না, যে তার প্রতি তীব্র ঘৃণার ছায়া মাড়াইল না, দাক্ষিণাত্যের পারিয়ার মত তাকে দূরে পরিহার

করিল, সে তার সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে পারে না। মতদ্বৈধ বড় জিনিষ নয়। এ সব পথে যিনি আসিয়াছেন, বহু মতের খণ্ডন চেষ্টা ও স্বীয়-মতস্থাপনের জন্য তাঁকে যুঝিতেই হয়। ছোট বড় সকলকেই মতবিরোধের জন্য সে বিভিন্ন মতবাদীকে হেয় ভাবে নাই।—জগতে প্রত্যেকেরই ভিন্ন মত এবং বিভিন্ন পথ আছে ও থাকিবে, যে কোন বিষয়ে মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা যে কেহ করিবে তার কাজই পরমত খণ্ডন এবং স্বীয় মত স্থাপন করা। তার জন্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ মত দূর করিতে হয় করিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু কেহ কাহার পথের পথিক নহে বলিয়া তাহাকে নিজ পক্ষ সমর্থন পর্য্যন্ত করিতে না দিয়া যদি আলোচনারই অযোগ্য ধরিয়া লওয়া হয়, যত বড় ত্যাগীই হোক আত্মাভিমানে আঘাত তার লাগিবেই। অনিমেষও তাই বন্ধুর বাগ্‌দত্তা সম্বন্ধে সহজভাব মনে রাখিতে সমর্থ হইতেছিল না।

বিদায়কালে সুচারু প্রস্তাব করিল, "তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

জুতা জামা বদলাইয়া এসেন্স-সুবাসিত চাদর পরিয়া সে তাহাকে ডাকিয়া লইল, ইতিপূর্ব্বেই মাসীমার কাছে অনিমেষ বিদায় লইয়াছিল, আগামী রবিবারে আসিতে পারিবে না বলায় মাসীমা বলিয়াছিলেন, যখনই এ দিকে আসবে বাবা! মনে ক'রে দেখা দিয়ে যেও। তোমার মত ত্যাগী ছেলে—তা' সে নিজের পেটের ছেলে হলেও চোখে দেখলে পুণ্যি হয়।"

সলজ্জ মিনতিতে অনিমেষ তাঁর দেবীপ্রতিমার মত সুগঠিত চরণ দু'টির ধূলা লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ও কথা বলবেন না মাসীমা! মাকে কত দিন দেখিনি আপনার স্নেহে সে অভাব ভুলে গেছি!"

"হ্যাঁ বাবা! তোমার মা আছেন?"—মাসীমা প্রশ্ন করিলেন।

"আছেন, মাসীমা !"

"বাবা ? বাবাও আছেন ত ?"

অনিমেষ মাথা নাড়িয়া জানাইল, নাই ।

তখন মাসীমা তিরস্কারের সঙ্গে অনুযোগ করিলেন, "মা রয়েছেন, তবু তুমি এই দস্যিপানা ক'রে বেড়াচ্ছো বাবা ! আহা, না জানি দিদির আমার মনটির ভিতর কি রকমই হচ্ছে । মা বর্ত্তমানে তোমার এ পথে আসা কি ঠিক হয়েছে অনিমেষ ?"

অনিমেষ সবিনয়ে উত্তর করিল, "মা যে আমার ঘরে ঘরেই অধিষ্ঠিতা রয়েছেন, মাসীমা ! তাঁদের সন্তানদের জন্যে যে খাটবার বড্ড দরকার। একটি মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকার যে দিন নেই, মা !"

মাসীমা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁর কথা বলার শক্তি থাকিল না ।

পথে চলিতে গিয়া সুচারু দেখিল সে অনিমেষের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারে না। অনিমেষ আস্তে চলিয়াও ক্রমাগত আগাইয়া পড়ে, আবার সে দ্রুত চলিয়া তার নাগাল ধরে। হার মানিয়া হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছা ছিল দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথা কইবো, কিন্তু যা তোমার ঐ লম্বা দুটো ঠ্যাং, ওর কাছে আমায় হার মানতে হলো।"

অনিমেষ আরও একটু গতি-মন্থর করিয়া তার পাশে পাশে চলিতে চলিতে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "সুখের কথা বল, দুঃখের কথা তোমার কি আছে যে সেকথা কইতে যাবে? সে কইবে—তোমার যদি শত্রু থাকে সে।"

সুচারু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "তা' হলে সেটা আপাততঃ তোমাকেই কইতে হয়।—আপাততঃ তুমি ভিন্ন আর কোন শত্রুর খবর আমার জানা নেই।"

কথাটাকে নির্দ্দোষ রসিকতা বোধে অনিমেষও হাসিতে লাগিল।

সুচারু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাসি নয়, হাসি নয়, অনিমেষ! সত্যি সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে রীতিমত শত্রুতা করেছ। কি ক'রে? তোমার এই জন-মঙ্গল সমিতি ক'রে। আশ্চর্য্য হচ্চো? কিন্তু সত্যিই তাই। তুমি কি সত্যিই বিয়ে করবে না?"

অনিমেষ সহসা জিজ্ঞাসিত এ প্রশ্নের অর্থ বোধ করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে উত্তর করিল, "না"—তারপর হাসিয়া বলিল, "করলেই বা আমায় মেয়ে দিচ্চে কে?" সুচারু যেন লাফাইয়া উঠিল, কহিল,—"যদি দেয়?" অনিমেষ হাসিল, "তবুও কর্ব্বো না"। সুচারু সকোপে

কহিয়া উঠিল, "তুমি একটি আস্ত গাধা,—ইংরাজীতে যাকে বলে এ্যান অ্যাস।" অনিমেষ প্রতিবাদ করিল না শুধু একটু হাসিল। পরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "এখন দু'টো সুখের কথা কও।" সুচারু সহসা পরিবর্ত্তিত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "না, আজ তোমায় আমার দুঃখের কাহিনীটাই শোনাতে ইচ্ছে করছে,—সেই কথাটাই বরং বলি, তুমি ত জান,—আমি মা-বাপের এক ছেলে, ভাইবোন আমার জন্মায়ই নি। এটা হয়ত জানো না বাবার অবস্থা আগে বিশেষ ভাল ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন উদ্ধবপুরের জমিদার-গোষ্ঠীরই একজন। তাঁর এক্ জ্ঞাতি-ভাই তখন উদ্ধবপুরের ষোল আনার মালিক। খেতাব ছিল তাঁর কুমার বাহাদুর।—তাঁর বাপ ছিলেন রাজা দীপ্তেন্দ্রনারায়ণ। তুমি এ সব কথা আমার কাছে আগে শুনেছ কি না জানি নে, হয়ত কিছু কিছু শুনেও থাকবে। তারপর—জগতে কতই না আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, সেই কথাই বলছি। হঠাৎ এক রাত্রে এসিয়াটিক কলেরা হয়ে কুমার বাহাদুর ক'ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। বেশ মনে আছে, সে কি তুমুল কাণ্ড!—নিদ্রিত সহর যেন কামান-গর্জ্জনে জেগে উঠল। ঘরে ঘরে হাহাকার প'ড়ে গেল। কুমার সুধীন্দ্রনারায়ণ লোক বড্ড ভাল ছিলেন, দয়া-ধর্ম্মে প্রজাপালনে খুবই সুনাম ছিল তাঁর।"

অনিমেষ তাদের পাঠ্যাবস্থায় এত সব খবর জানিত বলিয়া মনে পড়িল না। সে জানিত সুচারুর বাবা বেশ বড় জমিদার। জমিদারের ছেলে হইয়াও সুচারু যখন বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতে লাগিল, আর তার সঙ্গে কবিতা লেখা,—তখন তার খ্যাতির সীমা রহিল না। সে শুধু জানিত উত্তরাধিকার সূত্রে সুচারুরা কোন এক জ্ঞাতি ভাইয়ের জমিদারী পাইয়াছে। সে একটু কিছু বলিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর বুঝি ছেলে ছিল না?"

সুচারু কহিল, "ছিল বৈ কি!—তা' নইলে আর বলছি কি?—ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল, স্ত্রীও ছিলেন।—ছেলেটি তখন অন্ততঃ বছর দশেকের। একদিন বৈকালে এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে হয় ত কিছু বিষাক্ত জিনিষ খেয়েই এলো না কি, কি যে হলো, ফিরে এসেই পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে ক'ঘণ্টার মধ্যেই সেও মারা পড়লো। আমার চাইতে বছর পাঁচেকের ছোট ছিল সে। সুবিমলকে এখনও যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্চি।—অনেক বয়সে জ্যেঠাইমার ঐ ছেলে জন্মায়, তার আগে তিনি মাতৃহারা আমাকেই ছেলের মত পালন করতেন, লোকে যেমন হয়ে থাকে, আন্দাজ করতো পোষ্যপুত্র নেবেন।"

সুচারু যেন একটু বিমনা হইয়া গেল। ক্ষণপরে কহিল, "আমার এখন মধ্যে মধ্যে মনে হয় অনিমেষ! সে যদি বেঁচে থাকতো, আমরা যেমন ছিলুম তাই যদি থাকতুম, সে খুবই ভাল হতো।—আমার ভাগ্যই যেন তাঁদের দু'জনকে অমন ক'রে অকস্মাৎ টেনে নিলে। বাবা ওঁদের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, আমিও না হয় তাই থাকতুম,—না হয় অন্য কিছুই করতুম,—হয় ত এই তুমি যা করছো এ দিকে মন চ'লে আসাও কিছু বিচিত্র ছিল না।—টাকায় মানুষের কতটুকু দরকার যে, একটা পরিবারের সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়ে অন্যের তা' পাওয়ার আবশ্যক করে?"

সুচারু একটা সুদীর্ঘশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে মোচন করিল।

অনিমেষের মনটা সুচারুর মনের এই ভাব দেখিয়া এবং তার খেদপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া মুহূর্ত্তে স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। এ কয় দিনের দেখা সাক্ষাতে এই সুচারুরই আলস্য-বিলসিত জীবনযাত্রা ও চপলতা তার আদৌ ভাল লাগে নাই। মিথ্যা মিথ্যা এরই সঙ্গে পড়িয়া দু-দু'টো দিনকে সে যে নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া বিশেষভাবেই অনুতপ্ত হইয়াছিল। এই মুহূর্ত্তে সে-কথা ভুলিয়া সে সমবেদনার সহিত

কহিল,—"সে জন্যে ত তুমি দায়ী নও চারু! ওর জন্যে তোমার মন খারাপ করবার কারণ নেই।—ভাগ্য যদি অঘটন ঘটিয়ে তোমায় জোর ক'রে দিয়ে দেয়। তুমি তার কি করতে পারো?"

সুচারু বিমনা হইয়াছিল, সে কথা কহিল না। তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে অনিমেষ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা—তুমি যে বলছিলে তাঁর মেয়ে ছিল, স্ত্রী ছিল, তাঁরা আছেন ত?"

সুচারুর মুখ এই প্রশ্নে যেন কি এক রকম হইয়া গেল, ক্ষণকাল সে কোন কথা বলিল না, তার পর কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বিষাদপূর্ণ ধীরস্বরে বলিতে লাগিল,—"কখন কারুকে বলি নি, তাই ভাবছিলুম বলবো কি না। তবে তোমার কাছে বলায় দোষ নেই, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ তুমি 'ফ্যামিলি স্ক্যাণ্ডাল্'—কারুর কাছে নিশ্চয়ই জানাতে যাবে না।—না ভাই, তারাও নেই। আর তারই জন্যে আমার মনে সব চাইতে বড় আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণা জেগে আছে।—সে মেয়েটি ঐ দুটো ঘটনার পরেই হঠাৎ হারিয়ে যায়। এ পর্য্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।—অবশ্য খোঁজও যে খুবই ভাল করে করা হয়েছিল, তাও মনে হয় না, আমিও তো তখন যথেষ্ট ছোট, আর সব কথা ভাল করে বুঝিও নি।"

অনিমেষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "হারিয়ে গেল। হারালো কি করে? কোন ঝি-টি—"

সুচারু গম্ভীর ম্লান মুখে মাথা নাড়িয়া জবাব দিল,—"না, সে রকম কিছু নয়। আর এইখানেই এর সব চাইতে বড় ট্র্যাজিডি।—সে ঠিক হারায় নি,—তার মা—আমার জ্যেঠাইমা একদিন রাত্তিরবেলা তাকে নিয়ে বাড়ীর বার হয়ে গেছেন।—সেই পর্য্যন্ত তাঁরা আমাদের কাছে মৃত।—সব্বাই হয় ত তাঁদের ভুলেছে, আমি কিন্তু পারিনি।—ঐ

জ্যেঠাইমাই ছিলেন আমার মায়ের বাড়া। মাকে মনে পড়ে না, মা বলতে মনে পড়ে আজও তাঁর সেই অপূর্ব্ব সুন্দর স্নেহভরা মুখ।"

সুচারুর দুই চোখ সলিলার্দ্র হইয়া আসিয়াছিল,, সে রুমাল বাহির করিয়া চশমা খুলিয়া চোখ মুছিল তার পর আবার দু'জনে চলিতে লাগিল।

অনিমেষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "কিন্তু এমন ঘটনা ত শোনা যায় না যে, মেয়ে নিয়ে কেউ কুলত্যাগ করেছে। এটা কি একটু অস্বাভাবিক নয়?"

সুচারু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "অস্বাভাবিক ত বটেই! তা' ছাড়া যার সঙ্গে তাঁর কুলত্যাগের কথা বলা হয়, সে অত্যন্ত বাজে লোক। চরিত্রে ইতর, চেহারায় অত্যন্ত কদাকার। আর আমার জ্যেঠা ছিলেন কন্দর্পের মতন রূপবান,—তেমনই অনুরক্ত ছিলেন ঐ স্ত্রীর, এও নিজের চোখে দেখেছি।—কিন্তু প্রমাণ যা' পাওয়া গেছে তা'তে ওর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নাকি কিছুমাত্র সংশয় কর্ব্বার উপায় থাকে না। যাক্, বাবা যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে তবে নিরস্ত হ'ন। এ সব কথা ব'লে আর তোমার সময় নষ্ট করবো না।—কি বলছিলুম?—ভুলে গেছি, একেবারেই ভুলে গেছি,—যা বলতে গিয়ে এ সব কথা বেরিয়ে পড়লো, সে যেন এর চাপে কোথায় তলিয়ে গেছে। সত্যি বলছি অনিমেষ! এত যে আমি হাসিখুসী নিয়ে থাকি, কিন্তু যখনই এঁদের এই বিয়োগান্ত নাটকখানার উপর চোখ প'ড়ে, মন আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, প্রাণ আমার যেন কি একটা আতঙ্কে শিউরে ওঠে,—আমার হাসির উৎস শুকিয়ে আসে। তাই নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে নানা উপায় উদ্ভাবন করে ফিরি। কি ভয়ানক কাণ্ড ভেবে দেখ দেখি, অনিমেষ! আর তারই সঙ্গে নিরপরাধে অপরাধী আমি রইলুম জড়িয়ে।"

অনিমেষ অন্তমনস্কভাবে শ্রুত কাহিনীর কথাই ভাবিতেছিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সত্যি কষ্টকর!"

কিছুক্ষণ দু'জনেই কথা কহিতে পারিল না। কথিত ও শ্রুত কাহিনীর হৃদয়বিদারণকারী অশ্রুপ্লুত সকরুণতায় যেন এই দুইটি তরুণেরই চিত্ত আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। এর পরে আর অন্ত কথা কওয়া চলে না, কহিতে গেলে নিতান্ত লঘু হইয়া যাইতে হয়। তাই দুজ'নেই সে চেষ্টা পরিহার করিয়া নিঃশব্দে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তখন তারা গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া প্রথম আশ্বিনের শ্যামলিমামণ্ডিত ধান্তক্ষেত্রের আঁকা-বাঁকা আলের পথ বাহিয়া চলিতেছিল। ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বিকালবেলার মন্দ বাতাস অতি-মৃদু কাঁপন আনিতেছিল। এপাশে ও পাশে আলুর ক্ষেত, ভূঁই-শসা, আর কুমড়ো-লতার চাকা চাকা হলুদে ফুলে বেশ একটি বাহার খুলিয়াছে। গরু বাছুর গলার ঘণ্টা বাজাইয়া ঘরের পানে ফিরিয়া চলিয়াছে। পাঁচনবাড়ি হাতে সাদা কালো লালের পাঁচমিশালী এক দল গরু চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে একটি রাখাল-ছেলে গলা ছাড়িয়া মেঠো সুরে গান হাঁকিয়া দিয়াছে।—জন-কোলাহলহীন, শান্ত প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে রবিকরবিহীন সুস্নিগ্ধ অপরাহ্নের প্রশান্ততায় দুই বন্ধুর কানেই সেই তাল লয় হীন গ্রাম্য সঙ্গীতের রেশটুকু যেন একটু বিশেষ-ভাবেই প্রবিষ্ট হইল। আর কোথাও হইলে হয় ত এ গান তারা কানেও তুলিত না। রাখাল-ছেলেটি একান্ত করুণ সুরে ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতেছিল—

"তোর তরে মোর মন কাঁদে রে,—রামশশি!—
কোথায় রইলি বনের মাঝে হয়ে উদাসী-রে-এ-এ—"

সুচারুর বক্ষ মথিত করিয়া তার অজ্ঞাতসারেই একটা গোপন দীর্ঘ-

প্রস্তাব যেন অনিমেষের কর্ম্মোদ্দীপনায় ভরা চিত্তপটে জমাট বাঁধিয়াছিল।—অনিমেষ বিস্মিত হইল। বাস্তবিক তার পক্ষে এটা নিতান্ত বিস্ময়ই বটে!—এ কাজে—এই দেশের এবং দশের কাজে, জন সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা—এ তো তার দু'দিনের খেয়ালের ব্যাপার নয়। এম. এ. পাশ করার প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই সে একদিন সি. আর. দাশের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিল।—তার পর নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া শেষে আজ বৎসর দুই হইতে তাঁহারই স্কীম অনুসারে এই জনমঙ্গল সমিতি সে অক্লান্ত চেষ্টা যত্নে এবং অসীম কর্ম্মোদ্দীপনায় গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার পরিত্যক্ত অথবা অনাদৃত পল্লীগুলির পুনঃসংস্কার এবং সেইগুলিকে আদর্শভাবে গঠন করা ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল যে সম্ভব নয়, এ কথা সে তার গুরুর সহিত আলোচনা করিয়াই বুঝিয়াছিল এবং যে দিন ইহা বুঝিয়াছিল সেই দিন হইতেই অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিজের মন প্রাণ ধন সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া এই কর্ম্মযোগেরই সাধনায় অনন্যচিত্ত হইয়াছে। এর জন্য কত ধনীর গৃহদ্বারে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কত জনের নিকট হইতে তীব্র বিদ্রূপের কষা জর্জ্জরিত হইয়াছে, আত্মীয়-স্বজনের,—বন্ধু-বান্ধবের কঠোর তিরস্কার এবং তদপেক্ষাও সুকঠিন উপহাসের ও উপেক্ষার মর্ম্মভেদী শেলাঘাত তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণেই সহ্য করিতে হইয়াছে।—আরও কত কি!—কিন্তু কোন কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্প-বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তার উৎসাহের জোয়ারে কোন দিনই ভাঁটার টান ধরে নাই। বরঞ্চ যতই বাধা পাইয়াছে, প্রাণের টান যেন শতগুণে বাড়িয়াই গিয়াছে। আজ তাই নিজ চিত্তের এই বিষণ্ণতায় নিজেই সে বিস্ময়ানুভব করিল। মনের যে তার হঠাৎ এমন দুর্গতি কেন ঘটিল, সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তার

পর হঠাৎ মনে পড়িল—সুচারুর নিকট হইতে শ্রুত সেই কাহিনীটা! অতিশয় করুণ, অত্যন্তই হৃদয়বিদারক,—যেন বর্ষাজলে ভেজা স্খলিতপত্র একটি বাসী ফুলের গুচ্ছের মতই সকরুণ। মনটা সহানুভূতিতে আর্দ্র এবং ব্যথায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল।—উঃ, মানুষ কি! যে নারী প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মীর রূপ ধরিয়া তাহাকে শোভায় সম্পদে বিভূষিত করিয়া তোলেন, বস্তুতঃ দেখিতে গেলে প্রত্যেক সংসারের এবং সমষ্টিভাবে সমাজেরও যিনি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রী-শক্তি, সেই সতী-গৃহিণী এবং স্নেহময়ী জননী জগতের সর্ব্বাপেক্ষা এই দুইটি মহাশক্তির যিনি আধার-স্বরূপা, সেই তিনি—উঃ, সেই তিনি তাঁর অতবড় মহৎ পদমর্য্যাদাকে ধূলিলাঞ্ছিত করিয়া কি না, —না, না, এও কি সম্ভব? বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষের উচ্চসমাজের হিন্দুনারীর পক্ষে? পতি-পুত্র-হীনা শোকাকুলা অভাগিনী বরং হিতাহিতজ্ঞান ও ধৈর্য্য হারাইয়া অবৈধ উপায়ে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারেন; কিন্তু কথনই তিনি অবৈধ-প্রেমের উন্মাদনায় অকাল অপস্মৃত পতিপুত্রের স্মৃতিকে মসীলিপ্ত করিয়া—কুলত্যাগিনী হইতে পারেন না। না, নিশ্চয়ই না,—কথনই না!—এ যদি সত্য হয়, তবে হিন্দুসমাজের অবস্থা বাস্তবিকই আধুনিক কোন কোন বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক-বর্ণিত ভাবে অধঃপতনের অভিমুখে অতি তীব্র বেগেই ছুটিতেছে এ কথা অনস্বীকার্য্য। সত্যদ্রষ্টাঋষি লেখকেরা তবে সত্যই কি দেখিতে পাইতেছেন, যে ভাবে ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বর্ত্তমানেও কি তারই সূচনা দেখা দিয়াছে?—একনিষ্ঠ সতীপ্রেম ও সুপবিত্র মাতৃস্নেহই কি তবে যথার্থ নারীধর্ম্ম নহে? নারীধর্ম্ম বলিতে দৈহিক ভোগস্পৃহাকেই বুঝায়? প্রবল দেহ-বিলাসই কি মানব-জীবনের সর্ব্বস্ব?—ফ্রয়েডের অতি ঘৃণ্য সিদ্ধান্তই কি তবে সত্য?

অনিমেষের সমস্ত শরীর-মন যেন ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় গুটাইয়া এতটুকু

হইয়া গেল। সর্ব্বশরীরে যেন কি একটা অভাবিত আতঙ্কে কাঁটা দিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ সে চিন্তা-বিমুখ অবসন্নবৎ থাকিয়া তার পর সহসা সদ্যোজাগ্রতের মত দুই হাতে 'চোখ রগড়াইয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। দুই হাত যুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া ভয় পাওয়া বালকের মতই একান্ত আর্ত্তস্বরে সবেগে বলিয়া উঠিল,—"না না, এ যেন হয় না, হে ভগবান্! নিজে হাতে সৃষ্টি করা এমন জিনিষকে এমন ক'রে ধ্বংস হ'তে দিও না। বড়কে বড় থাকতে দাও, ছোটকে বড় কর,—ক্রূরকর্ম্মা অসংযমীদের এই প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া-প্রসূত সমাজ-সংস্কারচ্ছলে আত্মকর্ম্ম-সমর্থনের গূঢ় উদ্দেশ্য যেন সফল হয়ে না ওঠে।—হিন্দুর সনাতন আদর্শ রক্ষা পাক্। সারা পৃথিবী এর অনুসরণ করুক, সমস্ত সভ্যজগতে সতীধর্ম্মের জয় জয়কার হোক্! উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমারাই যেন সভ্যানারীর আদর্শ হয় না।—পশুধর্ম্মে ও মানব ধর্ম্মে প্রভেদ থাকতে দিও।"

কতক্ষণ যে এমনই ভাবের উত্তেজনায় কাটিয়া গিয়াছে তার হিসাব নাই! যখন সেই গভীর উন্মাদনা হইতে জাগিয়া উঠিল, সবিস্ময়ে দেখিল, বিলীয়মান প্রায় দিবালোকের শেষ রেখাটুকু নিঃশেষে মিলাইয়া গিয়াছে এবং তার পরিবর্ত্তে মসীলিপ্ত আকাশের সারা অঙ্গে নক্ষত্রের ফুলকারী খচিত হইয়া উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার একটুখানি শীর্ণ রেখা নক্ষত্রলোক হইতে মর্ত্তে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই অর্দ্ধস্ফুটভাবে শ্যাম-শস্যে ভরা ফসলক্ষেত্রের আঁকাবাঁকা পথখানি স্বল্প পরিদৃষ্ট হইতেছিল মাত্র।

অনিমেষ একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চালের বোঝাটাকে ঘাড়ের উপর তুলিয়া লইয়া মোটা লাঠিটাকে সহায় করিয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মনটা তার তখন অনেকখানি শান্ত

হইয়াছে। মানুষ যখন মানুষের কাছ হইতে তার সব চেয়ে বড় বিশ্বাসের স্থানে প্রচণ্ড আঘাত খায়, তখন সে সেই আহত চিত্তকে নিজের হাতে ব্যর্থ প্রতীকার চেষ্টা না রাখিয়া যদি জগদ্দতীতের পায়ের তলায় পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিতে পারে, তবেই জীবনে শান্তিলাভ ঘটে। অনিমেষ তাই শান্ত হইতে পারিয়াছিল।

তিলপুর গ্রামখানি আকারেও ছোট প্রকারেও তাই। গ্রামবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ দুটি ঘর, কায়স্থ এবং বৈদ্য কয়েক ঘর মাত্র—এর বাহিরে জনকয়েক মাত্র কলু, তেলী, মালী এবং অধিকাংশ বাগ্দী, মুচি, বাউরী, কেওরা, ডোম। বলিতে গেলে এরাই এর প্রধানতম অধিবাসী। এ ছাড়া পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান এবং কিছু নমঃশূদ্রেরও বাস আছে। যে দু'টি ঘর ব্রাহ্মণ তার মধ্যে এক ঘরের লোকেদের সঙ্গে আর এক ঘরের লোকেদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এত বেশী ছিল যে তেমন বড় একটা দেখা যায় না। এখন বছর খানেক হইতে এখানের আরও অনেক কিছুর মতই এঁদের ভিতরেও গভীরভাবে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে।—কেন এমনটা ঘটিল সেই কথাটাই বলিব।—এঁদের মধ্যে এক ঘর চক্রবর্ত্তী এবং আর এক বাড়ীর কর্ত্তার উপাধি ঘোষাল। চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণটি এ গাঁয়ের পূর্ব্বাপর বাসিন্দা, যে ঘর কয়েক তেলী, তাম্‌লী, গয়লা এবং কলুর বাস আছে, ঐ ওদেরই পৌরোহিত্য উপলক্ষ্যে এখানে এঁদের আগমন কোন্ অতীতকালে ঘটিয়াছিল জানা না গেলেও এবং সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার যোগ্য বোধ না করিলেও ঘর-বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যেটুকু আন্দাজ করা যায়, মনে করা অসঙ্গত নয়, কালটা প্রায় শতাব্দীর উপর দিকেই চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর ইট যে সময়কার তখন বারো ইঞ্চি ইটের গাঁথনির রেওয়াজ হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী কর্ত্তার নাম ঘনশ্যাম। নামটি তাঁর রূপের সহিত মিলাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই সন্দেহ হয়। তবে শ্যামের বর্ণনায় কোথাও

নাকি সামনের দাঁতগুলির কি মাপ ছিল তার বর্ণনা নাই, তাঁর চিত্র-কররাও সে বিষয়ে আত্মবিস্মৃত ঘনশ্যাম চক্রোবর্ত্তীর পুরুষের পক্ষে সুলক্ষণ বলিয়া কথিত এই একটি মাত্র বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দন্তবক্র নহেন আর পৌরাণিক নবঘনশ্যামের মত তাঁর উরু বাঁকা বা ভুরু বাঁকাও নয়। এযাবৎকাল এঁরা যজন এবং যাজন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছেন, তবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ পাইতেও চাহে নাই। অশুদ্ধ উচ্চারণেও যখন দশকর্ম্মটা চালাইয়া দেওয়া চলে, তখন শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য মাথা ঘামাইয়া লাভ কি!

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারটির প্রাচীনত্বের দাবী নাই। একদিন হঠাৎকারেই এঁদের এ গ্রামে আগমন এবং সেই হইতে খানকয়েক গোলপাতায় ছাওয়া অথচ পরিপাটী গোছান ঘরকন্না পাতিয়া এঁরা পতি পত্নীতে এখানে রহিয়া গিয়াছেন। এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম স্বরূপপ্রকাশ। একহারা লম্বা গড়নের ছিপছিপে লোক, মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল প্রসন্নতাময়, লোকটি স্বল্পভাষী এবং সদালাপী। স্ত্রী আসমানতারার চেহারা নামের যোগ্য না হইলেও পরিপুষ্ট গঠনে ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহে বেশ একটি কমনীয়তা ছিল। মুখখানিতে হাসি মাখান চোখ দু'টি ঢলঢলে, সাংসারিক কাজকর্ম্ম নিজের হাতেই করেন, তারও পর যথেষ্ট অবসর থাকে,—সন্তানাদি জন্মে নাই।

আসমানতারা চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে বয়সের হিসাবেও বটে, গৌরবের পদ বলিয়াও হয়ত প্রথমাবধি দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু ডাকই নয়, ছোট বোনের মতই সে বহু পরিবার-প্রযুক্ত কষ্টভার নিপীড়িতা এ গৃহের গৃহিণীকে যথেষ্টরূপেই সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। নিজের ঘরের বাসিপাট তার ভোরে সারা হয়, ঘরকন্না গোছগাছ করিয়া

সে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী চলিয়া যায়। ছেলেগুলিকে না ধরিলে বউরা কাজে হাত দিতে পারে না। আসমানতারা গোটাকতককে সঙ্গে লইয়া দু' একটাকে কোলে কাঁখে পুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। পিতলের ঘড়ায় মুড়ি ভাজা থাকে, ছোট ছোট ধামী বাঁজগ্রামের রথের বাজারে কিনিয়া আনিয়াছিল তারই এক একটি করিয়া তাদের হাতে পড়ে। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় তারা মহানন্দে খাইয়া ও খেলিয়া বেড়াইতে থাকে, আসমানতারা ঘড়া-কাঁখে জল আনিতে যায়। রান্না-বান্না সারিয়া যখন সে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী বেড়াইতে যাইবে, তখনও হয়ত সে-বাড়ীতে রান্নাও শেষ হয় নাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা রান্নাচালার দরজায় হিঁহিঁ করিয়া কান্না লাগাইয়াছে, তাদের ঠাকুমা পিসীমা তারস্বরে তাদের প্রতি গালিবর্ষণ করিতেছেন। আসমানতারা সব্বের ছোট্টটাকে কোলে তুলিয়া নেয়, বয়স কম হইলে কি হয়, মায়ের দুধ তার আসন্ন-ভাই-বোনের জন্য বন্ধ, এদিকে পেট ভরা পিলে লিভার, ভাত দু'টি দিতেই হয়। মেয়েটি আসমানীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নালিশ জানায়,—"ভা' দিত্তে না, ভা'—কাবো।"

আসমানতারা তার চোখ গাল নাক মুছাইয়া রোগশীর্ণা মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দেয়,—"ভাত খাবি দিদি! খাবি বৈ কি! এসো দেখি দিকি, কে তোকে ভাত দিচ্চে না।" রান্নাঘরে উঁকি মারিলে, কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া যে দৃশ্যটা দেখা দেয় তাতে ভাতের হাঁড়ি চোখে পড়ে না। "ওমা তাই তো, ভাত দিচ্চে নাই তো বটে! হ্যাঁগা, বড় বৌমা! কি মেয়ে তুমি বাছা? এত বেলা হলো, এখনও ভাত চড়াও নি! দোব এবার তোমার মায়ের বঁটি দিয়ে নাকটা কেটে সূর্পণখা ক'রে।"

বড় বৌমা কাঁচা কাঠের ধোঁয়ার জ্বালায় নাকের জলে চোখের

জলে হইতেছিলেন, তদবস্থাতেই ঝাঁকিয়া উত্তর করিলেন, "তা' দেবেন বৈ কি! আমার মায়ের নাক না কেটে নাক ছেড়ে কান শুদ্ধ কাটুন গিয়ে ঐ আপনার ছেলেদের,—যারা শস্তা হবে ব'লে রাজ্যির কাঁচা কাঠ কিনে এনেচে—সকাল থেকে নাকানি-চোথানি খেয়ে মরে যাচ্ছি।"

"আহা সত্যিই তো, পোয়াতি মানুষ। ঠিক বলেছ, মা! ঐ ওদেরই শ্বশুর ব্যাটাদের নাকগুলো না কাটলেই নয়! তা' বউ-মা! এক কাজ করবি মা! কাউকে পাঠিয়ে আমার ওখান থেকে খানকতক শুকনো কাঠ আনিয়ে নিবি? তোদের জন 'মিন্‌ষেদের' একটাকে ডেকে আনতো ক্ষেন্তি!"

বড় বউ-মা ভিতর হইতেই কৃতজ্ঞ স্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বাবাঃ!—ভাগ্যে আমরা এমন কাকীমাটি পেয়েছিলুম।"

"নৈলে এত দিনে পৃথিবীতে রসাতল এসে যেত না? কি যে তোমরা বল, মা! কি-ই বা আমি তোমাদের করতে পারি, যোগ্যতা কতটুকুই বা আছে আমার।"

চক্রবর্ত্তীর বিধবা কন্যা গিরিজা পুকুর ঘাট হইতে ধুচুনীতে চাল ধুইয়া আনিতেছিল, কথাগুলা কানে গেল, চালের ধুচুনী দোরগোড়ায় নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "করছো নাই বা কি, কাকীমা! সামর্থ্য ভগবান্ তোমায় কমই বা কি দিয়েছেন? পয়সায় গতরে যে দিকে জল পড়চে সেই দিকেই তো ছাতা ধরচো!"

আত্ম-প্রশংসায় সলজ্জ হইয়া উঠিয়া আসমানতারা কথা উল্‌টিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কোলের মেয়েটা এমন সময় তাহাকে একটা পথ দেখাইয়া দিল, বলিল, "ভা' নাই। তোমা বাই ভা' কাবো।"

"আহা তাই তো রে! ঠিক বলেছিস। পোড়া মনেও পড়ে নি।

চল চল তাই চল, আমার ভাত তো হয়ে গ্যাছে, তাই দু'টি দু'টি মুখে দিয়ে আনি গে,—আয় মা আয়!—ওলো পুঁটি! নেত্য শালাটা গেল কোথায়? খুকি তুই আয়,—সাতুটাও চলুক, দু'জনকার ভাতই তো হাঁড়িতে মজুদ আছে, কুলিয়ে যাবে ওদের।"

আসমানতারা দলবল লইয়া গৃহাভিমুখী হইল।

গিরিজা মাঝখানে বাধা দিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকীমা! আমার কাকার ভাতগুলো শুদ্ধ এদের গিলিয়ে দেবে, তিনি এসে কি খাবেন গা? তোমার না হয় যা হয় হলো, আর আমাদের—এঁদের কৃপায় ত অৰ্দ্ধেক দিন তোমার জোটেই না, খেতে বসলেই ভাগ নিতে ছোটে।"

আসমান ঈষৎ বিব্রত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ মা হ্যাঁ! ওরাই আমার সৰ্ব্বস্ব খেলে! দেখছিস্ না, না খেয়ে খেয়েই তোদের কাকীমার কত বড় গতর, খেলে না জানি কি হ'তো। তা' মা! তোর কাকাবাবুকে দু'টো সেদ্ধ করেই দোব'খন। তাঁকে কিছু আর উপোস করিয়ে রাখবো না। হয় নয় গিয়ে একবার দেখেই আসিস্ না, পরের মেয়ে কাকীর উপর যদি পেত্যয়ই না থাকে।"

দুই পক্ষেরই হাসির মধ্য দিয়া আসমানতারা তার শিশুবাহিনী-পরিবৃতা হইয়া চলিয়া গেল। পিছনে বড় বউ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও বলিতে হয় হিসাবেই বলিতে লাগিল,—"মা গো মা! ছেলেমেয়েগুলো কাকীমাকে যেন কি পেয়ে বসেছে! সকাল থেকে উঠেই কখন ও-বাড়ী যাবে ঐ ওদের চিন্তে। আর ছেলেমেয়েগুলি এক একটি যেন ক্ষুদ্দুর রাক্ষস! ক্ষিধেও যেন ওদের পেটে লেগেই আছে। যেমন হাঁসের পাল, তেমনি হাঁসের মতই—"

আসমানতারা পিছন ফিরিয়া রূঢ়কণ্ঠে বকিয়া উঠিল, "বড় বৌমা! কি যে তুমি বল বাছা! ও-সব কি বলতে আছে মা! মা ষষ্ঠী কথন

স্থানে থেকে কানে শোনেন, ক্ষণে অক্ষেপের কথা, মায়ের দান মাথায় তুলে নিতে হয় মা! একটা ছেলেমেয়ের জন্তে যে লোকে মাথা খুঁড়ে মরচে—পাচ্চে কি?”—উহারা চলিয়া গেলেন।

মেজ বউ দুধ জ্বাল দিতে দিতে বড়-জাকে বলিল, “সত্যি ভাই! কাকীমার মতন মানুষ কখনও দেখি নি, পরের ছেলের উপর এত দরদ,—নিজেরই লোকে পারে না।”

বড় বউ উত্তর করিল, “এ যে দিল্লীর লাড্ডু রে! ঐ যে ব’লে গেলেন,—‘একটা ছেলেমেয়ের জন্তে লোকে মাথা খুঁড়ে মরচে—পাচ্চে কি?’ শুনলি নে’?”

“হুঁ”—বলিয়া মেজ বৌ নিজ কার্য্যে নিরত রহিল। আসমানতারা বন্ধ্যা বলিয়াই ত পরপুত্রের উপর তার এতটা দরদ। হ্যাঁ, এ কথাটা সমীচীন বটে! নতুবা এতখানি পরার্থপরতা—এ যেন দেখিলেও বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করিলেও হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। এত বেশী দান যে দেয় সে হয় ত বাসিমুখেই দেয়, নে’ওয়ার পক্ষে ও সুখ-সুবিধা অপর্য্যাপ্ত বটে, তথাপি একটা কুণ্ঠা যেন মন হইতে যায় না।

তা’ সত্বেও এই নেওয়া-দেওয়া খেলা চলিতেই লাগিল। ঘন বর্ষার পর মেঘ কাটিয়াছে, কড়া রৌদ্রে ভিজা মাটি খটখটে হইয়া উঠিয়াছে, আর্দ্রতার সোঁদা গন্ধটুকু বিলুপ্ত হইয়া গিয়া পায়ে তাত ঠেকিতেছে, আহার সারিয়া পান দোক্তা মুখে পূরিয়া একখানা আধতৈরি কাঁথায় পদ্ম, শালুক, বক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাতী, পাখা মায় ঘোড়ায় চড়া সিপাই পর্য্যন্ত নানা রংয়ের সূতা দিয়া সেলাই করিতে করিতে আসমানতারা চক্রবর্ত্তী-বাড়ী যেমন পা দিয়াছে, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন, “এসেছিস্! আহা, বাঁচলুম!—এদের তো সাত করতেই দিন যায়। দু’টো রেঁধে-বেড়ে পেটে দেওয়াতেই দিন রাত্তির কাবার। ঘর-সংসারের কোন কিচ্ছুটি যে করবেন,

সে তো কারুর যো নেই! আমার এই বুড়ো গতরে আর কত হয় বল? তা' বোন! তোর যদি কাজ না থাকে, ওই গোবরগুলো আর চারটি মাটি দিয়ে দু'টো গুল পাকিয়ে দিবি? দেখ্না কেমন রোদটা হয়েছে, মনটা যেন আনচান করতে লেগেছে, তা পোড়া হেঁটোর বাতের জ্বালায় চার দণ্ড পা মুড়ে ব'সে যে ওসব করবো তার তো আর উপায় রাখেন নি ভগবান্।"

আসমানতারার তখন আর নোংরা কাজে হাত দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দিদির আদেশ—তৎক্ষণাৎ সে সেলাইপত্র ফেলিয়া তথা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘণ্টা দুই পরে কর্ম্ম সমাপনান্তে হাত পা ধুইয়া ফিরিয়া আসিলে দিদি-স্থানীয়া রোদে পা মেলিয়া পায়ে মালিশ লাগাইতে লাগাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আহা বোন! তোর গতর সুখে থাক, মনের সুখে থেকো, একশ বচ্ছর পেরমাই হোক, পাকা মাথায় সিঁদূর পরো।"

এইটুকুই পরম পারিতোষিক! ইহার পর আর স্থির থাকা যায় কি? আসমানতারা সকৃতজ্ঞ চোখে চাহিয়া দিদির সেই তৈলসিক্ত ব্যথা-ধরা পায়ের ধূলা মাথায় লইল এবং শুধু তাই নয়, "আপনি নিজে কেন মালিশ করচেন, আসুন, আমি ক'রে দিই।"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদিকার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আরও একচোট আশীর্ব্বাদ কাড়িয়া লইল।

বড়-বউমার আঁতুড় আসিতেছে, বউটি ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া উস্খুস্ করিতেছে, ভাব বুঝিয়া আসমান নিজেই তাকে পথ করিয়া দিল, সস্নেহে বলিল, "কি গো, বড় মানুষের বেটীর সব গোছ-গাছ হয়ে গ্যাছে তো? বেটা বেটী যে দিন আসবে ধাই আসতে তো তর সইবে না।"

বউ বলিল, "না কাকীমা! কোন কিছুই ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি, ন্যাকড়া কানি কিছুই ঘরে নেই। ভরা বর্ষায় হবে, না আছে গায়ের কিছু, না আছে পাতবার কম্বল। ঠাকুরুণ বলেচেন, একটা ছেঁড়া চ্যাটাই দেবেন। বলেচেন, নিত্যি নিত্যি অত তোমায় জোগায় কে।—"

আসমানতারা কথা শেষ করিতে দিল না, তাড়া দিয়া উঠিল, "শুনিস্ কেন মা! দিদির কথা। ও মাগীর ভীমরতি ধরেচে, ওর কথা যেতে দে'। পুরনো কাঁথা একখানা দিয়ে যাবো, গায়ের চাদরও দোব'খন।—এখন কোন কথায় কাজ নেই, সেই তখন তখন এনে দোব। নৈলে যদি দিদি মানা ক'রে বসেন, মুস্কিল হবে।"

বড় বধূ জানিত বলিয়াই ইহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেল। এম্‌নি করিয়াই এই পল্লীবাসিনী মেয়েটি পরকে এতই আপন করিয়া তুলিয়াছিল যে যথার্থ আপনের চেয়েও লোকে তাকে বেশী আপনার বলিয়াই জানিয়াছে। আত্মার সম্পর্কেই যদি আত্মীয় হয়, তবে এ তাদের পর কিসে? আত্মজন হইতেও আত্মীয়তরতায় তাদের সকল সুখে দুঃখেই সে যে তাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।

ছেলেদের আলুই তৈরি, আঁতুড়ের ঝাল কোটা, আচার-কাসুন্দীর আম ছাড়ানো, অন্নপ্রাশনের, সরস্বতী পূজার 'শ্রী'গড়া, বরণডালা সাজানো, পিঁড়ি আলপনা, নৈবেদ্য করা, বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের উদ্যোগ হইতে রান্নাঘরের তোলো হাঁড়ি নামানো,—পরিবেষণ করা একে একে সবই আসিয়া পড়ে বাড়ীর এই পাতানো কাকীমারই উপরে। এ ডাকিতেছে "কামীমা কই?" সে হাঁকিতেছে "কাকীমা কোথায়?" এমন কি বাড়ীর কর্ত্তাও কোন সময় বাড়ীর গিন্নীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো শুনছো? তোমার ভগ্নীকে ব'লে দাও চারটি আতপ দিয়ে একটি ভুজ্জি তৈরি ক'রে দিয়ে যান।"—যেন ঐ একটি মানুষ ছাড়া দেব-দেবীর পূজা-

অর্চ্চনার যত কিছু খুঁটি-নাটি কাণ্ড সে আর কাহারও দ্বারায়ই সম্ভব-পর নয়। আবার এরই ভিতর সাতবার কাপড় ছাড়িতে হয়, হঠাৎ হয়ত আঁকাচা কাপড়জামা শুদ্ধ একটা ছেলে কি মেয়ে পিছন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দু'হাতে গলাটা জড়াইয়া ধরিল, সে হয়ত বা তখন নৈবেদ্যের সাজ করিতে আখ কাটিতেছে, আচম্‌কা বঁটিতে হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া গলা কাটিয়া মরিতেও পারিত! তা মরিল না বটে, তবে ঐ হাতের আকগাছা লুকাইয়া ওদেরই দিয়া আবার হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিতে হইল। অন্যের চোখে পড়িয়া গেলে এ সব অপরাধ সহজে ক্ষমাই হয় না, কিন্তু আসমানতারাকে যদি তারা দিনে সাত বারও কাপড় ছাড়ায়, তবু সে তাদের উপর রাগ করিতে পারে না। লোকে অবাক্ হইয়া ভাবে হায় রে, পোড়া বিধাতা এমন মানুষকেও ছেলে দেয় না! কেহ বলে, "আর জন্মের পাপ,—নইলে ঐ হলো আসল মা,—আর ওরই কি না কোল খালি।"

মীমাংসা কিছুই হয় না, দিন কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কাটিয়া যায়। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বছর-বিউনী বউরা হয় ত বা মনে মনে ভাবে বিধাতার বুদ্ধি আছে। ভাগ্যিস্ কাকীমা বাঁজা হয়েছিলেন, তাই না আমরা বেঁচে গেছি।

দিন ভালই কাটিতেছিল, চিরদিন এমনি ভালই কাটিতে পারিত, চাই কি, আরও ভাল কিছু ঘটিতেও যে না পারিত তা'ও না,—অর্থাৎ এ বাড়ীতে চুপি চুপি একটা যে কানাকানি চলিতে ছিল, বড় বউএর মেজোছেলে পুঁটেকে হয়ত আসমানতারা শেষ পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র লইবে,—দেখা গিয়াছে সকলকেই অপক্ষপাতে আদর-যত্ন করিলেও ঐ বিশেষ ছেলেটির উপরেই যেন তাদের পতি-পত্নী দু'জনকারই বিশেষ একটু প্রাণের টান আছে। অন্য ছেলেদের জন্মতিথি-পূজায় মিলের ধুতি দেয়, একে তাঁতের পোষাকী ধুতির সঙ্গে একটি ভাল ছিটের সার্ট। দুপুরবেলা সব ক'টাকেই ঘোষাল মশাই পড়িতে বসান, সবার ছুটী মিলিলেও পুঁটে ওরফে পূর্ণচন্দ্রের ছুটী সহজে মিলে না। এ সব কিসের লক্ষণ ?

বাড়ীর লোকেরা মনে মনে খুসীই হইয়াছিল, বাড়ী ওরা বড় করিয়া করে নাই বটে ; তবে আসমানতারার কাছে খবর পাইয়াছে পাকা বাড়ী তাদের তারকেশ্বর লাইনের হরিপালের কাছে কোন একটি গ্রামে আছে। মস্ত বড় তাদের সে বাড়ী, চকমেলানো বাড়ী, তিন তিনটা উঠান, বাগান-বাগিচা যথেষ্ট।—সেখানে ওর ছোট দেওর জা সবাই আছে, তারা এদের বৈমাত্র। সৎমার মুখের ধার বড় বেশী, তাই স্বরূপ সেখানে থাকিতে চায় না। আসমানতারা অবশ্য বাড়ীতে থাকারই পক্ষপাতী ; কিন্তু শ্বশুর মরার পর বিষয়-ভাগ লইয়া সৎমা এমন সব কড়া কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন যে তার পর স্বামীকে সেখানে থাকিতে সে কিছুতেই সম্মত করিতে পারে নাই।

ব্যাপার কতকটা এইরূপই বটে !—যে কথাগুলা আসমানতারা

বলে ,নাই, তা' এই ;—স্বরূপ খুব বেশী রকম রাগ করিয়া বলে,—"তুমি স্ত্রী' হ'লে গুরুজনের সেবা কর, আমি এমন দেশে গিয়ে থাকবো—যেখানে এদের নামও কখন শুনতে হবে না।" আসমানতারা শেষটা কাঁদিয়া কাটিয়া সঙ্গ লয়। টাকাকড়ির ভাগ বাপই করিয়া গিয়াছিলেন, আর সবই পিছনে পড়িয়া রহিল। ভাইকে বলিয়া আসিল, দান-বিক্রীর অধিকার রইল না, তবে ভোগ করার অধিকার তোমার ষোল আনাই রইলো। ভাই পায়ের ধূলা লইল, মার চেয়ে সে মানুষ ভাল। সৎমা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গাল দিয়া বলিলেন, "যেমন দ্যামাক দেখিয়ে যাচ্ছেন, এই যাওয়াতেই যেন শেষ যাওয়া হয়।" আসমানতারা তার পরও সৎ-শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইতে দ্বিধা করে নাই। ছোট জা তাকে বড় ভালবাসিত, আসমানের বুকে মুখ গুঁজিয়া সে চোখের জল বিস্তর খরচ করিয়াছিল, আসমান তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে মাথা নাড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিয়া উঠে, "যাচ্চো যাও, আমার মরবার খবর পেলেও কি ফিরে না এসে থাকতে পারবে?" আসমান চম্‌কাইয়া উঠিল, মাথার উপর তার গভীর স্নেহে হাত রাখিয়া ত্রস্ত হইয়া বলিল—"বালাই ষাট্! ও-সব কি কথা ছোট বউ? ছি ছি বলতে আছে।"

ছোটবউএর রোগামুখে একফোঁটা ক্লিষ্ট হাসি বৃষ্টির ভিতর রৌদ্রের মতই ফুটিয়া উঠিল, কান্নাভরা করুণ কণ্ঠে কহিল, "না দিদি! বলতে নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু হ'তে ত বাধে না? এই যে বছর-বিউনি মানুষ আমি, তুমি না থাকলে আমার যত্ন হবে? সেবা হবে? আঁতুড়ে ত প্রত্যেকবারই মরতে মরতে বেঁচে উঠি, সে কা'র জন্যে? এবার আমায় কে' দেখবে বল ত? মরতে হবে না ভেবেচ?—দেখো।"

আর পারিল না, কাঁদিয়া আসিয়া সৎশাশুড়ীকে বলিল, "মা! আপনার ছেলেকে একবারটি বলুন যে, এই ক'টা মাস থেকে যাক্,

ছোটবউএর আঁতুড়টা তুলে দিয়েই আমি চ'লে যাব। একলা আপনি কি সব দিক্ সামলাতে পারবেন ?”

সংশাশুড়ীর ত আসমানতারাকে বিদায় দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, এই রকম দশ কথা শুনিবে, বিষয়-সম্পত্তির খবরেই থাকিবে না, বাড়ীতে থাকিয়াই এদের ষোল আনা কল্পনা করিবে এই তো ছিল তাঁর ইচ্ছা। স্বরূপ বিষয়ভাগের কথা তোলাতেই না এত কাণ্ড ঘটিল। আঁটকুড়ো লোকের আবার বিষয়ভাগ কেন ? ভাইপোরাই ত পরে পাইবে ভাগ করিলেই কোন দিক্ দিয়া খরচ হইয়া যাইবে বৈ ত নয়।—অন্ধকার মুখে জবাব দিলেন ;—

“আমি কি তোমাদের যেতে বলেচি যে, থাকতে বলবো ? তোমাদেরই বাড়ী, তোমাদেরই ঘর, থাকবে সে আর বেশী কথা কি।”

বলিতে পারিলেন না,—‘প্রেষ্টিজে’ বাধিল। অবশেষে ছোটবউ নিজেই আড়ালে দাঁড়াইয়া পাঁচ বছরের বড় মেয়ে মেনিকে দিয়া ভাসুরের কাছে আর্জি পেশ করিল। ছোট্ট মেয়েটা চোখ পিট্ পিট্ করিতে করিতে ঢোঁক গিলিয়া অর্দ্ধেক কথা ভুলিয়া গিয়া কোনমতে বলিল,—“জ্যেঠাবাবু! মা বলচে”, তার পরের বক্তব্যটা তার মনে পড়িল না। —“কি বল্‌ছেন রে, মা ?” বলিয়া স্বরূপ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, এ-বাড়ীতে তাদের মতনই ঐ আর একটা অভাগা জীব আছে বটে,—যার কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয়ত তার যথার্থ আত্মীয়দের চাইতেও তাদেরই বেশী।

“কি বলবো মা ?” বলিয়া মেয়ে দ্বারের কাছে ঘেঁসিয়া গেল। মা একটু বিপন্ন বোধ করিতেছিল। এখনই শাশুড়ী বা স্বামী যদি এ দৃশ্য দেখিয়া ফেলেন, রক্ষা থাকিবে না। বৌ-মানুষ—তা'তে ভাদ্দর-বউ, এমনভাবে পুরুষ মানুষ—তা'তে ভাসুর, তার কাছাকাছি আসিয়া

একটা ছোট মেয়ের দৌত্যে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে, এর মত নির্লজ্জতা নিশ্চয়ই মাপ করিবার মত তুচ্ছ নয়! সে তখন মরিয়া হইয়া বেশ একটু স্পষ্ট স্বরেই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "বল্ না মেনি, দিদি এখন চ'লে গেলে এবার আমারও শেষ হবে, এটা জেনেই ওঁরা যেন যান। আমি মরলে আমার ছেলেমেয়েদের ভার কিন্তু আপনাদেরই ত নিতে হবে, তা' ছাড়া আর কে' নেবে ?"

স্বরূপের সকল তেজ ফুরাইয়া গেল। বিপন্নভাবে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা এখন থেকেই গেলুম মা! তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"—বলিতে বলিতে একরকম পলাইয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিল,—"নাঃ, এ ক'টা মাস থেকেই যাও। নেহাৎ ছোটবউমাটাকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া সঙ্গত হবে না।" স্বরূপ এর পরের দিনই হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা, ভবিষ্যতের বাসস্থান নির্ব্বাচন করা। আসমানতারা খুসী হইয়াই যথাপূর্ব্ব সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল।

দিল্লী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও স্বরূপপ্রকাশ তার ভবিষ্যতের বাসযোগ্য স্থান খুঁজিয়া পাইল না। বড় বড় ইমারত, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্ন ও অভগ্ন অসংখ্য চিহ্নরাজী, আবার নব্যসভ্যতার অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রায় দীক্ষিত সৌখীন নরনারীপূর্ণ-সমাজ তার মনকে যেন বর্ত্তমান সভ্য জগতের উপর বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিল। অতুল ঐশ্বর্য্যমহিমায় মণ্ডিত অতীতের বিধ্বস্ত রূপকেও সে সহ্য করিতে পারিল না। মনে মনে বলিল, "থাক্, ওরা আমার কল্পনার মধ্যেই থেকে যাক্। শেরশা, আকবর, সাজাহান, রূপসী নূরজাহান, মমতাজ, এ সবের স্মৃতিই ভাল, সেই সব স্মৃতির ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদর্শন নিয়ে কাল কাটানো সে শ্মশান-সিদ্ধিরই সামিল। আমি শব-সাধনার সাধক নই, ক্ষুদ্র প্রাণী।"

অবশেষে তিলপুরা ঐ যে ছোট্ট গ্রামখানি, না আছে যা'তে দু'চার

ঘর উচ্চশ্রেণীর লোক, ধোবা, নাপিত, কলু, তেলী, মালী আর অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর জল-অনাচরণীয় অতি দরিদ্র অধিবাসী,—খানকয়েক চালা-ঘর তুলিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া সে স্ত্রীকে সেখানে লইয়া আসিল। ছোট বউয়ের কোলের ছেলের তখন অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে।

আসমানতারার ইচ্ছা ছিল, বড় মেয়ে মেনি আর মেজ ছেলে দুলেকে সে সঙ্গে আনে। কিন্তু স্বরূপ সম্মত হইল না। তাদের কাঁচা বাড়ী, দেশে একটা ডাক্তার নাই, পরের ছেলে, তার পর হয়ত সৎমারও মত হইবে না, কাজ কি এ সব ঝামেলায়? কথা রহিল, মেনির বিবাহের সময় জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠাইমা বর দেখিতে আসিবেন।

সমস্ত বিয়োগব্যথার মতই প্রথমে অতি তীব্র থাকিয়া ক্রমে কালের প্রলেপে সে ব্যথাও জুড়াইয়া আসিল। এখন আবার ঐ চক্রবর্ত্তী পরিবারের ছেলেমেয়েগুলাকে লইয়াই তাহারা আপন ঘরের ছেলেমেয়েদের অভাব মিটাইয়া আনিয়াছে। স্বরূপের কি হইত বলা যায় না, তার মনের কোন কথাই বাহিরে প্রকাশ পায় না। আসমানতারা যে ভিতরে ভিতরে এখনও তাদের কথা ভুলিতে পারে নাই, তা সময়ে অসময়ে তার চোখ ছলছল করা, একলা ঘরে বিমনা হইয়া যাওয়া, ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলা—এই সব হইতেই টের পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ছোটবউএর চিঠি আসে। সাতবার করিয়া সেখানি পড়িয়া পরিপাটী করিয়া সাজান হাতবাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, আবার কোন দিন অবসর থাকিলে সবগুলি বাহির করিয়া পড়ে। অথচ লেখিকার যেমন হস্তাক্ষর, তেম্‌নি বর্ণাশুদ্ধি, বলিতে গেলে চিঠিগুলি অপাঠ্য।

এমন সময় এক দিন হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় আসিয়া পড়িয়া সমস্তটা আর এক রকম হইয়া দাঁড়াইল।—এদের জীবনটাই বুঝি এই রকম! জীবনাকাশে হঠাৎকারেই যেন শনি রাহু কেতু কোন্ একটা বা

একাধিক মহাগ্রহ পুঞ্জ একত্রিত হইয়া দেখা দেন। জীবনযাত্রার প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।—এবারও ঠিক তাই হইল। সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

সে দিনের দুপুরটা মেঘ-রৌদ্রে মিলিয়া বেশ একটু ছায়ার মধ্যে মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। শীত-শেষের ঠাণ্ডা বাতাস অল্প অল্প শিহরণ আনিতেছে, স্বরূপ পাতলা র‍্যাপারে গা ঢাকিয়া বিছানায় পড়িয়া বিদেশী কাব্যপুস্তক কি এই রকমই কিছু বই পড়িতেছিল, খোলা দরজার কাছে আসমানতারা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া ছাড়াইতেছিল একগাদা কড়াইসুঁটি। সন্ধ্যা নাগাদ মেঘটা আর একটু ঘনাইয়া আসিবে, হয়ত এক পশলা বৃষ্টিও নামিতে পারে, বাতাস ঠাণ্ডা ত বহিবেই, গরম গরম কড়াইসুঁটির কচুরি ঠিক এম্‌নি দিনেরই উপযুক্ত। বিশেষ ও বাড়ীর বৌমায়েরা আসমানতারার হাতের কচুরি খাইতে কি ভালই যে বাসে।

বাহিরের দিক্ হইতে কে একজন হাঁক পাড়িল,—"বাড়ীতে কেউ আছেন?" স্বরটা যেন পরিচিত।

আসমানতারা সেই দিকে কান পাতিয়া স্বামীকে বলিল, "ওগো, শুনছ, কে' ডাকছে, দেখে এসো না।"

স্বরূপের বিছানা এবং পুস্তক দু'টির একটিকেও ত্যাগ করার ইচ্ছা ছিল না, সে পুস্তকের খোলা পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আলস্য-শিথিল কণ্ঠে জবাব দিল, "কে' আবার ডাকবে, ঐ ওঁদের বাড়ীর কেউ হবেন হয়ত। যাও না, তুমিই দেখে এসো না।"

আসমানতারা উঠিল না, সংশয়জড়িত কণ্ঠে কহিল, "না গো না, ও বাড়ীর কেউ নয় তা হ'লে ও কথা বলবে কেন? বাড়ীতে যে আমরা আছি সে ত তারা ভালই জানে।"

"ওরা ছাড়া আর কেই' বা এ বাড়ীর অস্তিত্ব জানে? তবে হ্যাঁ, হ'তে পারে কোন রুগী হয়ত ওষুধ নিতে এসেচে।"

স্বরূপপ্রকাশের একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স এবং একটি বই ছিল এবং গাঁয়ে সংবাদটা চাপা ছিল না।

"দেখেই এসো না বাপু।"

"নাঃ,—না উঠিয়ে ছাড়লে না! যদি চক্রবর্ত্তী বাড়ীর লোক হয় তা হ'লে কিন্তু ফিরে এসে তোমার দু'টি গালে চারটি চড়।"

"বেশ রাজী,—যদি না হয় তা' হ'লে?"

"দু'খানা কচুরী বেশী খাওয়া,—আবার কি?"

আসমানতারা রাগিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, "তাই বটে! একেবারে কাজীর বিচার।—'মাকড় মেলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয়!' —তা' পুরুষেরা চিরদিন নিজের কোলেই ঝোল টেনে এসেছে কিনা?"

স্বরূপ গায়ে র‍্যাপার জড়াইতে জড়াইতে চটি জুতায় পা গলাইয়া প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিল, "মা ভৈঃ! যদি হারি, দু'খানা কচুরি বেশী খাবো না, নিজের থেকে তিনখানা তোমায় খাওয়াবো"—

হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল, আসমানতারা তার উদ্দেশ্যে ঝঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "ও মা! আমি কোথায় যাবো।—কথার ছিরি দেখ? ওঁর ভাগের কচুরি কেড়ে খাবার জন্যেই যেন আমি এত ক'রে কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে মরছি, কি ঘেন্না, মা!"

এমন সময় তার কানে ঢুকিল, স্বরূপ কাহাকে বলিতেছে—"তুমি কোত্থেকে?"

অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া সে দোরের দিকে ছুটিল।

নিশ্চয়ই তবে অন্য কোনখানের লোক! নিশ্চয়ই তাদের পরিচিত।

সেই জন্যই গলার স্বরটা চেনা ঠেকিয়াছিল! ঠাকুরপো? হয়ত সেই—কিন্তু সে যে বড় আসিল? সবাই ভাল ত?

সংশয়ে এবং আনন্দে পরিপ্লুত চিত্ত লইয়া যার সম্মুখীন হইল, তাহাকে দেখিয়া মুখের শঙ্কিত ভাব এক নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়মিশ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"অনু না?—তুই কোথা থেকে এলিরে?"

অনিমেষ কৈফিয়ৎ দাখিল না করিয়া হাসিয়া প্রতি-প্রশ্ন করিল, "আমি ত ভবঘুরে, কিন্তু তুমি ছোট পিসি! তুমি এই জঙ্গলে ব'সে কি করছো? তোমাদের যে একটা মস্ত বড় বাড়ী, মোটা মোটা থামওলা ঠাকুরদালান দেখেছিলুম, সে সব কোথায় গেল?"

অনিমেষ সকৌতুকে ও সবিস্ময়ে আশেপাশে দৃষ্টি বুলাইল।

আসমান কৌতুকস্মিত প্রসন্ন হাসি হাসিয়া জবাব দিল, "সে সব ঠিক আছে রে, বাবা! কিচ্ছুটি হারায় নি—নে,' ভেতরে উঠে আয়।"

অনিমেষ বলিল, "যাচ্চি, কিন্তু আগে বল, সে সব আছে তো' এখানে তোমরা করছো কি? এই অজ পাড়াগাঁয়?"

আসমানতারা বলিল, "সে আমাদের পোষাকী বাড়ী, এইটে আটপৌরে, এইখানেই আমরা এখন থাকি।"

অনিমেষ অবাক্ হইয়া গেল—এই তিলপুরে? "এখানে ত থাকবার মতন কোন আকর্ষণই টের পেলুম না—তবে হ্যাঁ,—যদি কাজ করতে চাও তা হ'লে অবশ্য এই রকম যায়গাতেই করতে হয়! পিসেমশাই! আপনি এখানে করেন কি?—অর্থাৎ দিন কাটান কি ক'রে?"

স্বরূপ এই প্রশ্নের জবাবে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "কৈ আর তেমন কিছু করি! শুয়ে বসেই কাটে, তবে রোগী পেলে একটু ওষুধ-

বিষুধ দিই, আর এঁর ক'টি পোষ্য আছে, তা'দেরও বাগে পেলে এক আধ দিন পড়াতেও চেষ্টা করি,—এই আর কি !"

কথা কহিতে কহিতে তিন জনেই ছোট উঠানটুকু পার হইয়া তিনটা ধাপ উঠিয়া পরিষ্কারভাবে নিকানো রোয়াকটিতে উঠিয়া আসিল। অনিমেষের পা দু'টির ধুলার ছাপ সেই মসৃণ মাটিতে অঙ্কিত হইয়াছিল। আসমানতারা সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "হ্যা রে, অনু! তোর বুঝি দু'পাটি জুতোও জোটেনি? মা গো! পা দু'খানা একেবারে ধুলো কাদায় ভ'রে গ্যাছে! ছি ছি ছি, —আয়, আগে পা ধুবি আয়।"

অনিমেষ ঈষৎ চিন্তাকুল হইল, কিন্তু তখনই তখনই কথা তুলিল না। পিসিমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া পা ত ধুইলই, হাত মুখ ধোয়াও বাকি রাখিল না এবং তার পরের ব্যাপারটাও বেশ সযত্নে এবং সাগ্রহে সম্পাদিত হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে আসমানতারা তাকে যখন আহ্বান করিল, অনিমেষ একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দু' একবার মৃদু আপত্তি করিয়া যখন দেখিল তার ছোট পিসিমাটি জিদের বিষয়ে তার পিতৃষসৃ-পদের নেহাৎ অযোগ্যা ন'ন, তখন অগত্যাই সত্য কথাটা স্বীকার করিতে হইল। সসঙ্কোচে জানাইল তার চালের থলিতে যে অল্পপরিমাণ চাল সংগ্রহ হইয়াছে, তার মধ্যে কলু, তাঁতি, মালীর বাড়ীরই শুধু নয়, হাড়ি ডোম এবং মুর্দ্দাফরাসের বাড়ীর চালও সে সসম্মানে স্থান দিয়াছে। এর জন্যে যদি পিসিমার আপত্তির কারণ না থাকে খুসী মনেই ঘরে ঢুকিবে।

শুনিয়া জবাব দিবে কি, আসমানতারার চক্ষুতারা স্থির হইয়া গেল। অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"এ আবার কি কাণ্ড রে, অনি! দাদা যা' রেখে গেছলেন, তার ওপর চারটে চারটে

পাশ করেছিস, কি করলি বাবা সে সব? ভিক্ষে,—তা'ও আবার ডোম্‌-ডোক্‌লার বাড়ী,—তুই কি আমাকে রাগাবি বলে ঠাট্টা করছিস্‌?"

অনিমেষ হাসিতে লাগিল, বলিল,—"ঠাট্টা করবো কেন, সত্যিই বলছি, ওরা বড় গরীব কি না, তাই ওদের কাছে মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে এলুম, হপ্তায় একমুঠো ক'রে চাল ওরা দেবে, আর তার বদলে,—ভাল কথা ছোট পিসেমশাই! আপনি যে অমন নির্লিপ্তের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন, আপনার যেন কারু জন্যে কিচ্ছুই করবার নেই? আমার মাথায় বেশ একটা প্ল্যান এসেছে,—আপনাকে আমি কিন্তু খাটাবো।"

স্বরূপ অনিমেষের মুষ্টি-ভিক্ষার ব্যাপারটা কতক বুঝিয়াছিল,—তাই সে আসমানতারার উদ্বেগ দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, স্মিতমুখে উত্তর করিল,—"তোমার ঐ ভিক্ষের ঝুলিটি আমারও কাঁধে ঝোলাবে? তা' হ'লে তোমার পিসি-ঠাকৃরুণ কিন্তু আমার চুলের টিকি ধ'রে বাড়ীর বার ক'রেই দেবেন। উনি দান করেন,—পরিগ্রহ করেন না।"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "আপনিও তাই কর্‌বেন। দানই কর্‌বেন।—চলুন না আমার প্ল্যানটা নিয়ে একটু 'ডিস্‌কাস্‌' করা যাক। কিন্তু ঘরের মধ্যে যাব কি না, তা' ত কৈ ছোট পিসি কিছু বল্লে না?"

আসমানতারাও মনে মনে বুঝিতেছিল যে, তার সম্মানিত পিতৃবংশের ছেলে সুশিক্ষিত অনিমেষের এই ভিক্ষাবৃত্তির ভিতরকার কথাটি নেহাৎই ক্ষুন্নিবৃত্তি-মূলক নয়, কিছু একটা মহৎ, কোন একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য এর ভিতরে নিহিত আছে।—কহিল,—"বা' রে ছেলে! ঘরে যাবি না ত কি দুলে বাড়ীর চাল নিয়েছিস ব'লে দুলে-পাড়াতেই বাস করবি?—ঝোলাটা এই রকের একধারে রেখে হাতটা ধুয়ে ফেলে ভেতরে আয়। এই নে,' জল ঢেলে দিই,—নারায়ণ! নারায়ণ!"

অনিমেষ উপদেশমত কাজ সারিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে হাসিয়া বলিল, "যাক্! ছোটপিসি নারায়ণকে ডেকে ভাইপোকে শুদ্ধি ক'রে নিলে।"

আসমানতারা তাড়াতাড়ি একটা পাটি পাড়িয়া দিয়া তার বিছানা-পত্রকে অছুৎ রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে উত্তর করিল, "ওদের হাত গা ঘরকন্না নোংরা কি না বাবা!—শুদ্ধাচার ত ওরা জানে না, সেই জন্যেই আমাদের ভয় করে, যে সব রোগের বিষ ওদের মধ্যে আছে ওরা তা' হজম করছে, তোমরা পারবে কি তার ধাক্কা সইতে?"

অনিমেষ পিসে পিসি দু'জনকার দিকেই এক একবার চাহিয়া লইয়া জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল; বলিল, "সেই কথাটাই ত পিসেমশাইকে বলতে চাইচি। আপনার ত সময়ের অভাব নেই, আপনি ওদের একটু মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলুন না। শুদ্ধাচার শেখান, নীতিজ্ঞান শেখান, কাণ্ডজ্ঞান শেখান, যদি সম্ভব হয়, একটু একটু লেখাপড়াও শিখিয়ে দেবেন,—আর—"

আসমানতারা দালানে বঁটি পাতিয়া বাড়ীর পেঁপে, কলা, বাতাবি নেবু কাটিয়া কুটিয়া থালায় সাজাইতেছিল, ঘরে করা ক্ষীর ও নারকেল-ছাপা আছে, বাহির করিয়া আনিয়া এক পাশে দিতে দিতে বলিল,—"বলিস কি রে, অনি! ওদের নীতিশিক্ষা, বিদ্যে শিক্ষা দেবেন ইনি? এঁর গুরুঠাকুর এলেও পারবেন না,—ওরা কি না সেই পাত্তর।"

অনিমেষ বলিল, "কঠিন বৈ কি, তবে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, ছোটপিসি! যেবারে রাঁচি যাওয়া হয়, সেখানে কত খৃষ্টান, কোল আর সাঁওতাল দেখেছিলে বল ত? তাদের মিশনারীরা কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলেছে? অবশ্য ওদের নিয়ে রীতিমত খাটতে হবে, দু'বেলা যেতে হবে, নিজের হাতে ওদের বস্তির ময়লা সাফ করতে হবে, ওদের ময়লা

কাপড় ক্ষারে কেচে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তাড়ি-খেনো না খেয়ে তারই একটা পয়সা খরচ করলে হপ্তায় একদিন তাদের কাপড় ক'খানা ক্ষারে ফুটিয়ে কাচা হয়ে যেতে পারে।—প্রত্যহ গোবরমাটি দিয়ে ঘর নিকোতে খুব বেশী গতর লাগে না, আবর্জ্জনা ছড়িয়ে না রেখে একটু দূরে একটা গাড়া ক'রে সেখানে ফেলতে শেখানো, কুঁড়ের সামনে দুটো গাঁদাগাছ, আশে-পাশে লাউ সীম কুমড়ো গাছ দিয়ে চালে তুলে দেওয়া খুব বেশী শক্ত নয়। তার পর ধর, ঘা-পাঁচড়া ওদের খুব বেশী হয়। নিম-পাতার জল সিদ্ধ ক'রে ঘা ধোয়া, নিম-তেল লাগানো, কেটে গেলে গাঁদাপাতার প্রলেপ দেওয়া, আঁতুড়-ঘরের একটু পরিচ্ছন্নতা, রোজ একবার ক'রে হরি, দুর্গা, কালী, শিব যে নাম যার মনে লাগে সেই নামের দশবার ক'রে জপ করা, কারু আগ্রহ দেখলে সেই মূর্ত্তির একটি ছবি এনে দেওয়া, আর মদ না খাওয়া, মরা পশুর মাংস না খাওয়া, ময়লা কাজ ক'রে হাত-পা না ধুয়ে ঘরে না ঢোকা, প্রত্যহ স্নান করা—এই প্রাথমিক শিক্ষাগুলি দিতেই হবে। ওদের অবশ্য এতগুলি শেখানো এম্‌নি একটি কথায় এক দিনেই হয়ে যাবে না, কিন্তু ওদের সঙ্গে কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে লেগে থেকে তোমরা দু'জনে মিলে যদি কর, হয় না ?"

আসমানতারা চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, স্বরূপ আস্তে আস্তে কহিল, "হয় না হয় অন্ততঃ চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। তোমার প্ল্যানটা মন্দ লাগছিল না।"

অনিমেষ প্রোৎসাহিত হইল, তার চোখ-মুখ জল জল করিয়া উঠিল, সোজা হইয়া বসিয়া উৎসাহ স্মিত-মুখে বলিতে লাগিল, "তাই দেখুন, পিসেমশাই! তাই আপনি করুন। আপনাদের ভগবান্ যখন এদের মধ্যেই বিশেষ ক'রে টেনে এনেছেন, তখন তাঁর এ ইঙ্গিতকে

আপনারা ব্যর্থ হ'তে দেবেন না। কাজ আরম্ভ করুন। দিন এসেছে এদের মানুষ হ'বার, মানুষ কর্‌বার ভার এবার হিন্দুর উপরেই এসে বর্ত্তেছে! মুসলমান, খৃষ্টান, এদের জন্যে যেটুকু করেছে, হিন্দু তা' করেনি। দরকারও মনে করেনি। তাই ওরা দলে দলে হিন্দুধর্ম্মের বাইরে চ'লে গিয়ে দিন দিন হিন্দুকে দুর্ব্বল ক'রে দিচ্ছে। হিন্দু ওদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত, তাই ওরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেও সেই নির্লিপ্ততার শোধ তুলছে। যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, হিন্দুই মার খায় বেশী। তার কারণ, তার গুণ্ডা-ক্লাশের লোকেদের মধ্যে কতক হয়েছে মুসলমান, কতক আছে নির্লিপ্ত। আজ আর আমাদের নির্লিপ্ত থাকার দিন নেই, ওদেরও থাকতে দিলে চলবে না, ওদের পাশে গিয়ে যত্ন করে চেষ্টা করে কাছে টেনে নিতেই হবে।"

আসমানতারার ফল ছাড়ানো শেষ হইয়াছিল, থালাটা ও একগ্লাস খাবার জল ভাইপোর সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া বলিল, "নে', মুখে আগে একটু জল তো দে', তার পর খাবারটা ক'রে ফেলি, খেয়ে,—না, আজ তা' বলে যেতে দিচ্ছিনে', সারা দিন রাত ব'সে ব'সে তখন পিসেকে ভাল করে ভজাস্।"

সকলেই হাসিল। অনিমেষ ফলের থালাটা টানিয়া লইয়া শুভকার্য্যারম্ভ করিয়াই কহিল, "শুধু বুঝি পিসেকে? পিসিও কি বাদ পড়বেন না কি? তোমায় ওদের মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে না? তুমি ছোটদের পড়াবে, মেয়েদের জপ করতে শেখাবে, চরকা কাটতে শেখাবে, সূতো কাটতে শেখাবে, সেলাই করতে শেখাবে,—"

আসমানতারা ঘৃণায় শিহরিয়া বাধা দিল, "মা গো! আমি বাপু ওদের ঐ সব নোংরা অনাচারের মধ্যে যেতে পার্‌বো না, আমার গা বমি বমি করবে। তোরা কি জাত-জন্ম কারু রাখবি নে'? সেই যে

শুনেছিলুম,—'কলি শেষে একবর্ণ হইবে যবন', তা এই বুঝি সেই সময় এসেছে?"

অনিমেষ পিসিমার বিরাগে ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিল, আজই ভিক্ষাব্যপদেশে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিয়া শেষে এক প্রান্তের এই অতি দরিদ্র বস্তিগুলি তার নজরে পড়ে। অনেকখানি মাঠ ভাঙিয়া একটা আধ-মজা খাড়ির ধারে এই তিলপুরে আসিয়া পৌছিয়া এখানের অনাচরণীয়দের অবস্থা যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাতে প্রাণ তার তাদের জন্য সহানুভূতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হয়, আর সব কাজ ছাড়িয়া সে যদি এই একখানি গ্রামেরও অন্ততঃ এতগুলি ঘর অমানুষকে মনুষ্যত্বদানে জন্ম সার্থক করিতে পারিত!—কিন্তু কেমন করিয়া তা হয়? সর্ব্বদা এদের কাছে না আসিলে, কেবল একটি দিন ঘটা করিয়া শুচিবাস পরাইয়া এদের দ্বারা পরিবেষিত পায়সান্ন ভোজন করিলেই তো এদের উদ্ধারসাধন করা সম্ভব হইবে না।—অথবা মেথরের একটি সুন্দরী কন্যাকে কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি নিকা বা সাদি করেন, তাতেও মেথরকুল দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা মুক্ত হইতে পারিবে না। ব্যষ্টি ধরিয়া সংস্কার করা নিরর্থক, সংস্কার করিতে হইলে সমষ্টিগত ভাবেই তা' করিতে হইবে। তাদের মধ্যে তাদেরই একজন হইয়া খাটিতে হইবে, গৃহ-সংস্কার, দেহ-সংস্কার, তার পর চিত্ত সংস্কার করাইয়া তাদের উচ্চাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা দান করিতে হইবে। তবেই না নিজেদের নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার দ্বারা অনায়াসেই তারা সকল মানুষের মাঝখানের আসন দাবী করার অধিকার পাইবে। আশ্চর্য্যভাবে এই অপুত্রক অবস্থাপন্ন এবং ভোগসুখে বীতরাগ আত্মীয় দম্পতির দর্শন পাইয়া এই নূতন প্ল্যানটা তার মনকে দৃঢ়-ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে, তাকে আশা দিতেছে, যে তার সদিচ্ছা হয়ত বা বিধাতা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছু নহেন। কিন্তু পিসি যদি বাধা দেয়?—

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"না ছোট পিসি! জাত-জন্মে আমরা ত কারু হাত দেব না। সে যার যা' আছে—ঠিকই থাকবে। এই ধর, তোমরা ময়না পাখী পুষলে কি তাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখ না? হরেকৃষ্ণ বলতে শেখাও না? এদেরও তাই করবে। তাতে তোমাদের জাত যাবে কেন বল ত? গরু, ঘোড়া, ছাগলের সেবা করলে জাত যায় না, আর অভাবগ্রস্ত মানুষের সেবা করলেই জাত যায়?"

"তবে যে কেউ কেউ বলে, জাত বিচার ছেড়ে দিয়ে সব এক হয়ে যেতে হবে।"

"বলে অনেকে অনেক কিছু সে ত আর সবটাই হয় না, কখনও হবেও না। যতটুকু হয়,—নিশ্চিতরূপেই হয়, ততটুকুই আগে হোক।—কোটী কোটী অস্পৃশ্যকে আগে স্পৃশ্য হ'বার যোগ্যতা দান করো, মানুষ ব'লে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখাও, তার পর জাতিভেদ ওঠা না ওঠার কথা ভাবা যাবে। আমাদের হয়েছে সবই স্বপ্ন-বিলাস! কাজ যখন কম হয়, কথা তখন বেশী চলে। মনে জানি অনেক কিছু করবার দিন এসেছে, তাই অনেক কিছুই বড় কথা ব'লে ফেলছি, কিন্তু কথায় বলে, 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না।' যাক্, ও সব বড় বড় কথায় আমাদের কাজ নেই, আমরা ছোট মানুষ ছোট খাট কাজ যতটুকু করতে পারি করেই যাই। আপনি কি বলেন পিসেমশাই?"

স্বরূপ অনিমেষের সব কথাই কান পাতিয়া সাগ্রহে শুনিতেছিল, সংক্ষেপে অথচ আন্তরিকতার সহিত উত্তরে বলিল, "আমার ত তোমার মতটি সমীচীন বলেই মনে হচ্ছে অনিমেষ!"

সে রাত্রে আসমানতারা তার হঠাৎ-পাওয়া ভাইপোকে কিছুতেই ছাড়িল না। কাজের ক্ষতির কথা বলিতেই সে বলিয়া বসিল, "যা' তবে, যা' তুই তোর কাজ কর গে' যা'। এখানের কাজ তোর কে' করে দেখে নিচ্চি! বেটা বড় চালাক, পিসি পিসেকে ড্রেন সাফ করতে লাগিয়ে দিয়ে উনি চল্লেন টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজারী করতে। সেটি হচ্চে না জনি! নিজে থেকে দু'দিন কাজকর্ম্ম দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে যাও ত ও কচুপোড়ার কাজ করবো, নৈলে আমাদের ও ভূতের বেগার করতে যেতে ভারি বয়েই গেছে।"

অনিমেষ তার প্রায় সমবয়সী দু'চার বছরের মাত্র বড় এই পিসিটিকে ভালভাবেই চিনিত। যেম্‌নি সে ভাল, তেম্‌নি জিদী,—তা'ছাড়া এক্ষেত্রে তার থাকার প্রয়োজনীয়তাটা সেও বুঝিতে পারিল। এত বড় একটা জটিল অভূতপূর্ব্ব নূতন কাজ, কর বলা যত সোজা, কাজে করা ত'ত সহজ নয়। এ সব কাজে লীডারের চাইতে কর্ম্মীর অভাব ঢের বেশী এবং যথার্থ কৃতিত্ব তাদেরই। বিশেষতঃ বাহিরের লোক আসিয়া যতটুকু কাজ করিতে পারে, গাঁয়ের মধ্যে বসিয়া এ সব কাজ করিতে গেলে বিপদে পড়িতে হয় তার চাইতে অনেক বেশী। হয়ত যে করিতে যাইবে তার ধোবা-নাপিতই বন্ধ হইবে। আরও অনেক কিছু ঘটাও অসম্ভব নয়। অনিমেষ রহিল। বৈকালে গরম কচুরি, রাত্রে ভুনি-খিচুড়ি বেশ পরিপাটিরূপে রাঁধিয়া বাড়িয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া আসমানতারার মনটা যেন গভীর সুখে ভরিয়া উঠিল। অনিমেষ তার পিসের সঙ্গে এত বড় একটা কাজের কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ

আলোচনার মধ্যেও তার পিসিমাতার রান্নার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে যে ভুল করে নাই, সেইটুকুই আসমানতারাকে অপরিমিত রূপে প্রীত করিয়া তুলিয়া ছিল। আজ এত দিন পরে তার মনে হইল, এই জন্যেই "আপনার লোক" বলে! কৈ, এমন ক'রে কি কেউ কোন দিন খেয়ে খুসী হয়েছে? খাইয়েছি ত অনেককেই। বহুদিনের অ-দেখা একমাত্র ভাইপো নিতান্তই যে আপনার জন, তাকে এমন অতর্কিত অপ্রত্যাশিত ভাবে কাছে পাওয়ার আনন্দে আসমানতারা আজ তার সর্ব্বস্ব দানও করিতে পারে। ভাইপোর প্রবল ইচ্ছার আকর্ষণকে নিজের উপর হইতে পরিহার করিবে সে কেমন করিয়া? তার মনে হইল, আমরা যদি ওর কাজ নিই, সেই উপলক্ষ্যে ওকে ত আমাদের কাছে কাছে সদাসর্ব্বদা আসতে হবে, আমার পক্ষে এও কি কম লাভ? ওর মুখখানি ত তবু মাঝে মাঝে দেখতে পাব। সাতজন্মে কখনও ত বাপের বাড়ী যাওয়াই ঘটে না, বিশেষ এ গাঁয়ে এসে পর্য্যন্ত ত একলা রেখে যাবার উপায় নেই ব'লে একটি দিনের তরেও কোথাও যাইনি। অনিমেষকে সে তাদের পাশের ঘরে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া রাত্রে পিপাসা পাইলে পান করিবার জন্য জল, মোমবাতি, দেশলাই, গায়ের গরম কাপড় সব কিছু জোগাইয়া দিয়া শুইতে বলিয়া নিজে তার বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে, এমনই সুর করিয়া বলিল,—"ভাল কথা, আমাদের যে ওই বিতি-কিচ্ছিরি চাকরীতে ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছ, তা' নিজে তুমি দিনকতক থেকে এর সব বিলি ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে গেলে আমরা কি ও-সব করতে পারবো? তোমার এখন ভিক্ষের ঝুলিটি তা হ'লে ছাড়তে হবে।"

অনিমেষ সুখস্পর্শ শয্যায় আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু

সুখ সে ঠিক অনুভব করিতে পারিতেছিল না। ভাল খাওয়া ও ভাল শোওয়া তার নিয়ম নয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মধ্যে মধ্যে তার তা' গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কতকটা নিরুপায়েই এসব গ্রহণ করিতেও হয়। পিসিমাকে সে বলিয়াছিল যে, তার জন্য বিছানার প্রয়োজন নাই,' দু'খানা কম্বল বা একখানা মাদুর এবং একখানা কম্বল হইলেই যথেষ্ট হইবে। শুনিয়া পিসিমা যে রকম মুখ করিলেন তার পর আর বেশী কিছু আব্দার করিতে ভরসা হইল না। পিসিমাদের কাছে তা'কে যথেষ্ট কাজ আদায় করিতে হইবে, যার কাছে প্রচুরতর রূপে পাইতে চাই তাকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দিতেও ত হয়। গোড়ার দিক্ হইতেই মতের সংঘর্ষ হইলে কাজ পাওয়া হয়ত বা কঠিনতরই হইয়া পড়িতে পারে।

অনিমেষ কহিল, "ভিক্ষের ঝুলি ছাড়লে কখনও চলে পিসিমা! বরং ঝুলির সংখ্যা আরও গোটা কতক বাড়াতে পারলেই ভাল হতো। ঝুলি ছাড়লে কাজ হবে কি দিয়ে?"

"ঐ এক আধ মুটো চাল দিয়েই তোমার সব হবে? কে' কত চাল দেবে শুনি?"

"যে যতই দিক? তবু দেবে ত কিছু টাকা পয়সা যে আরও দেবে না। এটা তবু যে যেমন অবস্থার লোক হোক সাতমুঠো থেকে এক মুঠো পর্য্যন্ত দিতে পারবে, আর ওই তিল কুড়িয়ে তাল ক'রে যতটুকু সম্ভব কাজ করবো। তার পর যদি একটু কিছুও দাঁড় করাতে পারি— তখন ভগবানের দয়া হবে, দাতার দেখা পেয়েই যাবো।"

আসমানতারা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিল, তার মনে পড়িল, তার এই ভাইপোটি আশৈশব হইতেই আশাবাদী। এককালে তাদের অবস্থা খুব ভালই ছিল, প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ী—ইদানীং

সংস্কার অভাবে নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে, কেহ তা' লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে শিশু অনিমেষ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "দাঁড়াও না, আমি আগে বড় হই, চাকরী করি, আবার সমস্ত বাড়ী মেরামত করবো, ঠাকুর-দালানে ঠাকুরপূজো হবে, কত লোক খাবে, ভোঁপো ভোঁপো ক'রে বাজনা বাজবে।" এখন তার দুর্গাপূজার রীতি বোধকরি এই রকমেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!—নিজের উপর আর সে পূজার বাজনা বাজাইবার ভরসা রাখে নাই, এখনও কিন্তু আশা আছে, দাতার দেখা পাওয়ার।

ভাবিতে গিয়া তার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রদীপের আলো আসিয়া মুখে পড়িয়াছিল, অনিমেষের চোখ সেই হাসির উপর পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া ঈষদুত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল,—"হেসো না, পিসিমা!—তুমি হেসো না! তোমার কি বিশ্বাস, ভিক্ষার ধনে কোন কাজ হয় না? হয় বৈ কি, নিজে না খেয়ে ফেল্লেই হয়। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ভাল কাজ হয়েছে, সবই ত ভিক্ষার ধনে, অবশ্য কোথাও মুষ্টিভিক্ষা, কোথাও পোর্টফলিও-ভরা ব্যাঙ্ক নোট, দামের তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু ধন সে ভিক্ষারই। এই যে পল্লীসংস্কার আর অস্পৃশ্য হয়ে যারা ঠেলা রয়েছে, তাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলে তাদের মানুষের অধিকার দান করা, এর জন্যে সহর থেকে টাকা কুড়িয়ে এনে কাজ করতে গেলে কোন দিনই কাজ হবে না, এর কাজ ত বড় সোজা নয়, সামান্যও নয়, ব্যাপকভাবে এর কাজ দীর্ঘকাল ধরে চালাতে হবে, এমন কি আবহমান কাল ধরেও বলা যায়।—এই সব পল্লীগ্রামে বসেই এবং এদেরই মধ্যে থেকে সামান্য কিছু ক'রে উঠিয়ে। টাকার চাইতে এ সব কাজে প্রাণের আবেগের প্রয়োজন বেশী। যারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ ক'রে দিতে পারবে, একেবারে ওদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে মিশে যাবে, তারাই করবে শুধু এ কাজ—"

সভয়ে আসমানতারা বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কি রে! আমাদের কি ওদের হাতে খেতে হবে না কি? না বাপু, তা' কিন্তু পেরে উঠবো না। ব্রাহ্মণে কায়স্থ-বৈদ্যের হাতেই ভাত খায় না, তাঁরা ত ব্রাহ্মণের মতই উঁচু জাত আর ওদের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান নেই, ওদের হাতেই বা খেতে গেলুম কেন? তোদের কি সকলই বাড়াবাড়ি! হয় ওদের ছোঁব না, না হয় ত রাঁধিয়ে খাবো।"

অনিমেষ হাসিল, কহিল, "না পিসিমা! আমি কারু মতের বিরুদ্ধে হাতে খাওয়ার পক্ষপাতী নই। আর তোমরা ওদের হাতে খেলেই ত ওরা উদ্ধার হয়ে যাবে না। সে রকম রাঁধিয়ে শুচিবস্ত্র পরিয়ে হাতে খাওয়া ত আধুনিক অনেক নব্যতান্ত্রিক বাড়ীতে বা হোটেলে করেই থাকে, তার জন্যে আর ওদের কোটি কোটির কি উন্নতিটা এপর্য্যন্ত হলো? জাতিভেদ তুলে দেওয়ার সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূর করার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের ক'রে তুলতে হবে ওদের পঞ্চম থেকে চতুর্থ। আগে আচার-ব্যবহার শুদ্ধি শিক্ষা করুক, সৎশূদ্র হয়ে দাঁড়াক, তার পর তো জল খাওয়া চলবে আর ভাত খাবার কথায় কাজই বা কি! সেটা আগে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেই চলুক না, তাই যে এখনও ভাল করে চলে নি। কথায় বলে না, 'বার রাজপুতের তেরো হাঁড়ি।'—সেও যে ওঠে নি, আজও।"

"ওরে আমার গোপাল রে!—বেঁচে থাক বাবা!—দীর্ঘজীবী হ'। আমার ত' ভয় ধ'রে গেছলো,—কি জানি বল! আমাদের দেশের সংস্কারগুলি এই রকমই অদ্ভুত কি না,—'হেলে' ধরে না' এরা একেবারেই 'কেউটে' ধরতে যায়!' সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই হাতের ভাত চলে না, মেথরের হাতে ভাতের ব্যবস্থা হলো! সকল ব্রাহ্মণে বিয়ে অচল, অসবর্ণ বিয়ে—হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে চালাবার জন্যে প্রস্তাব ওঠে, হাতও

ওঠে, কাউন্সিলে সমর্থনও পায়। যারা কর্ম্মের স্খলনে পতিত হয়ে আছে, তাদের সেই কর্ম্ম-সংস্কার ,করে মুক্ত করতে হবে, উঁচু করতে হবে, তার পর প্রাকৃতিক নিয়মে তারা বড় হলেই উঁচু যায়গা পাবে এ ত সঙ্গত কথাই! তবে উঠে দাঁড়াবার জন্যে তাদের কাছে গিয়ে হাত ধ'রে তোলা আর পথ বাৎলে দেওয়া—এগুলি প্রাণের সঙ্গে করা চাই বৈ কি। চৈতন্যদেবও ত আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণভেদ তুলে দেন্ নি ত!"

অনিমেষ পিসির কথায় তার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া পরমোৎসাহে কহিল, "জাতিভেদ তোলা কি পিসিমা চারটিখানি কথা? তাছাড়া কথা হচ্চে কি, সংস্কার করা দরকার নীচুকে উঁচু করবার জন্যেই, উঁচুরা এখনও যতটুকু উঁচু আছে, তাদের তারও থেকে আরও নীচু করার এই যে প্রাণপণ চেষ্টা চলছে, এটা নিছক অপদার্থতার—চিন্তাহীনতার লক্ষণ দূরদৃষ্টির অভাব। বরঞ্চ উঁচুদের উঁচুতে রাখবার জন্যই চেষ্টা করার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল, অথচ সমাজ যখন সেই চেষ্টা করছিল, অবশ্য তার মধ্যে গলদ কিছু কম জমেছিল তা বলতে পার্ব্বো না। তখন সমাজকে 'ওরে দুষ্ট দেশাচার' ব'লে যথেষ্ট গালিগালাজ আমরাই করেছি। যাক্, তোমার সে ভয় নেই, আমি সে কালা-পাহাড়ী দলের নই। আমি চাই, ওই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অর্দ্ধ-পশু কোটি কোটি লোক পরিচ্ছন্নতা, নীতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষা পেয়ে, মানুষের মত বাঁচতে পারে। মানুষের অধিকার দাবী করবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে নিতে সমর্থ হয়। ওদের জন্য খাটলুম না, কিছুই না, সস্তায় একদিন ঘটা ক'রে নাম কিনে নিয়ে তর্ক ক'রে বেড়ালুম যে, সমাজে সকলকার সমান অধিকার থাকা উচিত।—তার পর আমি চড়ে বেড়ালুম মোটরকার; আর সে পিষে মরলো—তার চাকার তলায়। আমি খেলুম চপ কাটলেট, সে ক্ষু

জ্বালায় আত্মহত্যা করলে। এমন সাম্যবাদ আমার মত সামান্যদের জন্যে নয়।"

আসমানতারা কহিল, "তা হ'লে আমি তোর দিকে, আমায় দিয়ে যা' করাবি, করতে রাজি আছি। নিজের দেশের লোকের উন্নতি হয়—সেটা কে'না চায়? তবে অদ্ভুত রকম ব্যবস্থা শুনলে আর এগুতে হাত-পা আসে না, মনে হয় ও আকাশকুসুমেরই সামিল, আকাশেই তোলা থাক।"

তাহাই হইল। অনিমেষের কল্পনা এত দিন যাদের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল এই যেন সেই তার কল্পনায় গড়া আদর্শ দম্পতি।—অথচ এরা তারই একান্ত নিকটতম আত্মীয়। একেই বলে কানে কলম গুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া মরা! এইরূপে স্বরূপপ্রকাশ আর আসমানতারা অনিমেষের মন্ত্রে নিজেদের দীক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হইল। কথা রহিল অনিমেষ মাসখানেক তাদের কাছেই থাকিবে, কেবল সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সে অন্য গ্রামের কাজে বাহিরে যাইবে মাত্র, তারপর কার্য্যের গতি বুঝিয়া যথাযথ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

বাহির হইতে মনে হয় এ এমন কি বড় কথা, এ কাজ ত অতি সহজেই সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আসিয়া ঘোষাল-দম্পতি দেখিল যে যেটাকে তারা তাদের পক্ষে অতি সহজ বোধ করিয়াছিল, সে জিনিষটা সহজ ত নয়ই; অপরন্তু যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধ্য এক কঠিন ব্যাপার! তাদের প্রাথমিক কার্য্য হইল, এই গ্রামের সমুদয় অস্পৃশ্যের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া, তাদের বুঝাইয়া দেওয়া যে তোমাদের জন্য আমরা এই কাজগুলি করিতে চাই। কি উদ্দেশ্যে এ সব করিতে চাওয়া হইতেছে অর্থাৎ ভদ্রলোকদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যাহাতে তাহারা ভদ্রয়ানা

শিখিয়া ভদ্রলোক হইতে পারে, তারই জন্য যে এই প্রচেষ্টা হইতেছে অপর কোনই উদ্দেশ্য নাই এইটুকু বুঝানর জন্যই প্রথম দু' চারদিন বিশেষভাবে যত্ন লইতে হইল। তার পর তাদের অত্যন্ত ময়লা দুর্গন্ধ কাপড়-চোপড়গুলি ক্ষার দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাচিতে শেখানো, প্রতি হপ্তায় একবার করিয়া কাচান, প্রত্যহ স্নান করা, ছেলেদের কাটা, পোড়া, ছড়া এবং নানাবিধ সাধ্য অসাধ্য ক্ষত প্রভৃতি নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ধুইতে শেখান, গোবর মাটি দিয়া ঘর লেপা, আর হরিনাম, দুর্গানাম, রামনাম জপ করিতে শেখা এ তবু চলে, তাড়ি মদ খাওয়া, পচা মাংস খাওয়া, সর্ব্বদা কুৎসিত গালিবর্ষণ না করা—এইগুলি শিক্ষা দিতে গিয়াই ইহারা তিন জনে দেখিল, এ কাজগুলি খুব বেশী কঠিন।—এমন কি প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যায়। ঘর বলিতে মনে হয় যেন এক একটি পশুর খোঁয়াড়, নিত্যকার ময়লা আবর্জ্জনা ঘরের সামনেই স্তূপাকার করা, নোংরা জল পড়িয়া পাঁক হইয়া আছে, সে সব বরং ধীরে ধীরে শোধরানো যায়, নিজের হাতে কোদাল দিয়া মাটি কোপাইয়া সমস্ত সাফ করিয়া অনিমেষ তাদের দেখাইয়া দিল যে, বাড়ীর অদূরে একটা গর্ত্ত কাটিয়া যদি তারা তা'তেই আবর্জ্জনা ফেলে ঐ জলা সেঁতা জমিগুলার উপর কিছুদিন উনানের ছাই ঢালিয়া যায়গাটাকে একটু উঁচু করিয়া নেয়, অনেক সুবিধা হয়। তারাও সেটা সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু গোল বাধে স্নান করিয়া কাপড় বদলানো আর কাপড় অঙ্গে রাখা লইয়া। এই সব শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্তই গরীব, একখানার বেশী দু'খানা কাপড় এদের থাকে না, প্রত্যহ কাপড় কাচিতে গেলে অন্ততঃ দু'খানা কাপড়ের প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েগুলা যত দিন পারে উলঙ্গ অবস্থাতেই থাকে। নেহাৎ যখন না হইলে নয়, তখন মা-বাপদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া ট্যানা পরে। এই টুকরা কাপড়কে ব

ফ্যাড্‌লানি (ফাড়া কাপড় হইতেই বোধ করি এই নামকরণ হইয়াছে!) সেগুলি আবার আরও নোংরা, আরও অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু এর উপায় কি? অনেকের আর্থিক অবস্থা এতই মন্দ যে, মানুষের মত থাকার তাহা সম্পূর্ণরূপেই পরিপন্থী। তার উপর নেশা করারও বিলক্ষণ অভ্যাস। যা'ও বা দু'চার পয়সা হাতে পড়িল, এক ভাঁড় ধেনো মদ বা তাড়ি খাইয়া খুব হল্লা করিয়া স্ফূর্ত্তি জমাইল। ফলে হয়ত পরিবারবর্গের সঙ্গে বিষম কলহ, উভয় পক্ষ হইতে কুৎসিত গালির স্রোত বহিয়া গেল, সময় সময় দৈহিক বলেরও পরীক্ষা হইতে বাধিল না। অবশ্য এ বীর্য্য-পরীক্ষায় সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষপাতিত্বে বলাধিক পক্ষ অপরাধীরই বিজয় হওয়া অনিবার্য্য। তখন আবার আর এক চোট গালি-সংযুক্ত ক্রন্দনের তীব্র ভাষায় সারা বস্তি মুখরিত হইয়া উঠে এবং শ্রোতৃবর্গকে পরম সন্তোষ এবং উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে।

এ দেশের বাগ্দীদের অবস্থা এ রকম নয়। তারা যথেষ্ট উন্নত। আচার-ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণেই এদের মার্জ্জিত। অনিমেষ ও স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল এই দুলে-কাওরাদের সঙ্গে এ দেশের বাগ্দী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি কেন এক শ্রেণীভুক্ত হয়? আচার-ব্যবহার শুদ্ধ যাহাদের তাহারা কেন জলচল না হইয়া অনাচারীদের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত (সিডিউল কাষ্ট) থাকিয়া যায়? এদের কাছে পুরুষদের কাজ তেমন বেশী নয়। আসমানতারা এদের মেয়েদের অবসরকালে সূতাকাটা, কাঁথা সেলাই, একটু একটু লেখাপড়া শেখানো এবং যথাজ্ঞান নীতিধর্ম্মের উপদেশ দেশের অবস্থার কথা ভূগোল ইতিহাসের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গল্প করিয়া করিয়া শেখানো আরম্ভ করিল। সব চেয়ে বেশী করিয়াই শিখাইতে লাগিল মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের ও ছেলেদের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সে পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া

তাদের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় গল্প করিত। 'সদালাপ' হইতে অজস্র বড় বড় উদাহরণ জোগাড় করিয়া সকল দেশের ভাল লোকেদের কথা তাদের জানাইত। দেখিত এ সব কথা শোনার আগ্রহ তাদের কোন ভদ্রসন্তানদের চাইতে একটুও কম নয়।

দুলে, ক্যাওড়া, হাড়ি ও মেথরদের মধ্যে মেথররাই সমধিক সভ্য এবং তাদের অবস্থাও কতকটা ভাল। তারা কাপড়চোপড় মন্দ পরে না, ফরসা কাপড়ও পরে, কিন্তু এ গাঁয়ে মেথর বিশেষ নাই। এক ঘর মাত্র আছে। সে তার নূতন পাঠশালায় তাদের ভর্ত্তি করিয়া লইতে গিয়া দেখিল যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যে রাজনৈতিক নেতাদের প্ল্যানানুসারে শুধু ব্রাহ্মণদের অ-ব্রাহ্মণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেই দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে তা' মোটেই নয়। এই অস্পৃশ্যতা অতি নিম্নস্তরেও অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। মেথরের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাগ্দীদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বসিয়া পড়িতে চায় না। আবার মুচীদের ছোঁয়া জল মেথরে খায় না। বলে, "আমি মেথর আছি, মেথরই আছি। মুচি ত নই। ওরা মরা জন্তুর চামড়া নিয়ে কাজ করে, আমরা যা করি, সে তো সকল জাতের মায়েও ক'রে থাকে। ওদের সঙ্গে আমরা সমান কিসে ?"

অনিমেষকে আসমানতারা বুঝাইল, অস্পৃশ্যতা দূর করা পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যের সীমানা থাক, জল-চল করার কাজ থাক ভবিষ্যতের হাতে।

শনৈঃ পন্থা ভাবিয়া অনিমেষও ইহাতে আপত্তি করিল না। তারা দু'জনে পরমোৎসাহে বস্তির নোংরা এবং নোংরামী সংস্কারেই নিযুক্ত রহিল। অনিমেষ মধ্যে মধ্যে চলিয়া যায়, ক্রমশঃ তার যাওয়া বেশী এবং আসা ও থাকা কম পড়িতে লাগিল। স্বরূপ এখন একাই অনেকটা

কাজ চালাইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক বই ও বাক্স আর তার সঙ্গে কিছু টিঞ্চার, তুলো এবং কুইনিন আনাইয়া সে শরৎ হেমন্তের ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে তার অনুসঙ্গী ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিকে মহোৎসাহে ঠেকাইবার কার্য্যে সমধিক মনোযোগী হইয়াছে।

গোল বাধিল—চক্রবর্ত্তী-পরিবারে। আসমানতারা যখন লজ্জা-সরমের এবং ঘৃণা-পিত্তের মাথা খাইয়া ভবঘুরে ভাইপোর পাল্লায় পড়িয়া ছোট লোকের দল লইয়া মাথামাখি আরম্ভ করিল, এ বাড়ীতে তখন হইতে নিষ্ফল আক্রোশের অগ্নিশিখা ধূমায়িত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে ভাল কথায় তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা নেহাৎ কম করা হয় নাই। তার পর যথোচিত ভয় দেখানও চলিয়াছিল। তাহাতেও যখন দৃঢ়সঙ্কল্প দম্পতির মতিচ্ছন্নতা দূর হইল না, তখন রুদ্ধ রোষে চক্রবর্ত্তী-পরিবার ওবাড়ীর সঙ্গে বয়কটের প্রাচীর তুলিয়া দিল। আসমানতারা চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। তারা ত অস্পৃশ্যদের হাতে খায় না, তবে মানুষকে মানুষ করার চেষ্টায় জাতিঃপাতের কি আছে? মুসলমান ও ইংরাজকে ছুঁইলে পড়াইলে, কথা বলিলে, যদি না জাত যায় ত এদের জন্য কাজ করিলে জাত যাইবে কেন? এরা অপরিচ্ছন্ন সেই জন্য না হয় এদের ছোঁয়াছুঁয়ির পর কাপড় ছাড়িয়া ফেলিয়া শুচি হইলেই তো হইল। যেমন সংক্রামক রোগী ছুঁইলেও করিতে হয়।—জাত কেন যাইবে? মেয়েও দিতেছি না, ভাতও খাইতেছি না। কিন্তু এ আবেদনে যুক্তি যতখানিই থাক, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর মন উহাতে হয়ত নরম হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তার তা হইল না।—কঠিন কণ্ঠে তিনি কহিয়া দিলেন, "কথার ফাঁদে ভোলাতে এ শর্ম্মাকে কেউ পারবে না। আমার বাড়ীতে ওদের প্রবেশ নিষেধ। ভাল ক'রে সেটা জানিয়ে দিও।"

আসল কথা, যে আশায় এ-বাড়ীরা ও-বাড়ীর গুণের বালাই লইয়া

মরিতে প্রস্তুত ছিল, এই ঘটনায় সেই আশালতার মূলেই কুঠারাঘাত হইয়াছে। স্বরূপপ্রকাশ ঐ দুলে-মালাদের উপর যে খরচপত্র আরম্ভ করিয়াছে, অবৈতনিক পাঠশালা, দাতব্য ঔষধালয় ইত্যাদি সে না কি এ গাঁয়ে বরাবরের জন্যই ট্রষ্ট করিয়া দিবে শুনা যাইতেছে, এ অবস্থায় অনর্থক ওদের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া লাভ কতটুকু? অনর্থক এই অনাচারীদের স্পর্শ ঘটিতে দেওয়া বা কেন? চক্রবর্ত্তীর যুক্তিটা অনেকটাই ঐ ধরণের। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কোন দিনই পতিতকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিবার যুক্তি দেখান নাই। হিন্দুর দেবতার নাম পতিতপাবন। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা এক বস্তু নয়। মাত্রা জ্ঞান ঠিক রাখিয়া অস্পৃশ্যতা দূর করা অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের স্পর্শযোগ্যতা দান করার কাল— মহাকালের নিকট হইতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছিয়াছে। তার জন্য প্রত্যেককে প্রাণপণে খাটিতে হইবে। সময় শক্তি এবং অর্থব্যয় যথোচিতভাবেই করিতে হইবে, কেবল একদিন ঘটা করিয়া হাতে খাইয়া অথবা দেবমন্দিরে জবরদস্তিতে তাদের ঢুকাইয়া দিয়াই তাদের প্রতি প্রত্যেকের কঠিন কর্ত্তব্যপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ কখনই সম্ভব হইবে না। অনিমেষের সঙ্গে তাদের এই কথাই হইতেছিল। স্বরূপ বলিল, "অনেক কথা আমি জানিনে, তবে আমার কাজ আমি নিশ্চয়ই ক'রে যাবো।"

কর্ম্মের প্রেরণায় দিন হুহু করিয়াই কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আসমানতারার মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্রও রহিল না। সে করে সবই, কিন্তু কিছুতেই যেন আর স্বস্তি পায় না! সে যে তার দেওর-ঝিদের ছাড়িয়া আসিয়া সেই উদ্যত স্নেহ দিয়া এদের বুকে টানিয়া লইয়াছিল। এদের অভাব সে যে এত কাজের মধ্যেও ভুলিতে পারে না, গোপনে কাঁদিয়া মরে।

১৪

পর পর তিনটি রবিবার আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া গেল, অনিমেষ আসিল না। মুষ্টি-ভিক্ষার চাল লইতে আসিল অনিমেষের চাইতে বছর ছয় সাতেকের ছোট, ক্ষীণদেহ, খর্ব্বাকৃতি, সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়ার আনুষঙ্গিক প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধিতে নিস্তেজ শরীর মন একটি গ্রাম্য তরুণ। নাম তার কেহই জিজ্ঞাসা করিল না, অভ্যর্থনা লাভও সে কাহারও নিকট হইতে কিছু মাত্র পাইল না। সুচারুদের বাড়ীতে আসিলে বড় ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া কেহ একজন তাহাকে উঁকি দিয়া দেখিল এবং তার পর চটি পায়ের মৃদু শব্দের সহিত ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়া খুবই সম্ভব সেই ব্যক্তিই চাকরের হাতে চালের হাঁড়ি পাঠাইয়া দিল। চাকরটি হাঁড়ি লইয়া বোধ করি আত্মগতই কহিয়া উঠিল, "এই দ্যাও! এ'নারে আবার কবেথে বাহাল করা হলো!" বলিয়া তার প্রসারিত চটের থলিতে হড় হড় করিয়া চালগুলা ঢালিয়া দিয়া খালি হাঁড়ি হাতে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বোধ করি বা আত্মগতই বলিতে বলিতে গেল :—

"ছুঁচার গোলাম চামচিকা তার মায়ন চৌদ্দসিক্কা।"

এ সেই প্রথমবারের কথা, তার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফায় "মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়ে যান" বলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে হাঁক দিলে, পর্দ্দা প্রতিবারেই নড়ে পায়ের শব্দও পাওয়া যায়, কিন্তু চাল দিতে আসিয়া চাকরকে আর কোন আত্মগত-মন্তব্য প্রকাশ, অন্ততঃ সুস্পষ্ট স্বগতোক্তিতে করিতে শোনা যায় না। সেটা স-রবে না হইলেও নীরবে কি হয় না হয় বলা দুষ্কর।

শেষের হপ্তায় ছেলেটি চাল দেওয়া হইয়া গেলে যেন একটু ভয়ে ভয়ে বোধ করি সে সেই প্রথম দিনের 'ছুঁচোর গোলামের' রূপক মন্তব্যটির অর্থ বোধ করিতে পারিয়াছিল এবং সেই মন্তব্যকারীর প্রতি মনে মনে কিছু বিরক্তি,—প্রকাশ্যে কতকটা সঙ্কোচ অনুভবও করিয়া থাকিবে,—প্রশ্ন করিল, "সুচারুবাবু কি এখানেই আছেন ?"

"উহুঃ ! তিনি তো হেথাকে নাই।"—বলিয়া উত্তরদাতা প্রস্থানের উপক্রম করিলে কিছু সৎসাহস সঞ্চয় করিয়া ছেলেটি ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, "অনিমেষদা' জিজ্ঞেসা করতে ব'লে দিয়েছেন, তিনি এখানে না থাকেন যদি ত' কবে তক' ফিরে আসবেন ?"

তখন একটুখানি ভদ্রভাবেই উত্তর দেওয়া হইল, "তিনি ত অনেক দিনই ত্যাশকে গিয়েচে। কাল পরশু তক্ আসবে পত্তর এয়েচে শুনেচি।" আচ্ছা টুক্‌চে দাঁড়াও না দিদিমণিরে শুদিয়ে আসি।"

ছেলেটি বলিল, "না, তাঁদের কিছু বলতে হবে না। অনিমেষদা' তোমাকেই জিজ্ঞেসা করতে ব'লে দিয়েছিলেন।"

"তা' তিনি যে আজ কাল এসেন না বড় ?" নিমাইয়ের মনটা বুঝি একটু আত্মসম্ভ্রম বোধে উদার হইয়া উঠিয়াছিল ? অনিমেষের যা' হোক ভদ্রতাবোধটা আছে, নহিলে দিদিমণিদের বাদ দিয়া নিমাইকেই বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বলে কেন ? নোকটা ভাল।

ছেলেটি হেঁট হইয়া ভারী চালের বস্তা তুলিবার জন্য বেশ একটুখানি গায়ের জোর দিতে দিতে উত্তর করিল, "তিনি ত কোথাও বরাবরের জন্যে যান না, নতুন নতুন কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন ভিন্ গাঁয়ের বস্তি-সংস্কারের কাজে জোড়া আছেন। তবে শীগ্‌গিরই এ গাঁয়ের পুকুর কাটার জন্যে আস্‌তে হবে।"—এই বলিয়া সে চাল লইয়া চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ তার যাওয়ার পথের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া

নিমাই মনে মনে কি ভাবিল, তার পর যেন কতকটা বিস্মিতের মতনই স্বগতোক্তিটা আজ অন্য ছাঁদের ভাষা লইয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—"কি রকম ধারার নোক এয়ারা বুঝতে পারা যায় না!"—তার পর নিজে নিজেই মীমাংসা করিয়া লইল,—"হয় স্থাব্‌তা, নয় তো পিচেশ।"

পদ্মমালাদের বাড়ীতে এই ছেলেটিকে প্রথম দিনেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল অনিমেষ কেন আসে নাই? উত্তর পাইয়াছিল, অনিমেষ অন্য দরকারী কাজে ব্যস্ত তার এখন মাসখানেক আসার সুবিধা হইবে না। তার পর আজ যে দু'দিন চাল লইতে আসিয়াছে, ডাক দিবামাত্র চাল পদ্মমালার নিকট হইতে পাইতে দেরি হয় নাই; কিন্তু চাল ঢালিয়া দিয়া দাত্রীর প্রস্থানও ঘটিয়াছে তেমনই অবিলম্বে। মুখখানি তার যেন কি এক রকম আশাহত বেদনায় বিষণ্ণ, চোখ দু'টি ঈষৎ ছলছলে, এ ছেলেটি বেশ স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল যে, এর আসা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না।

আর সব বাড়ীতে আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনেরও পাঠ ছিল না। দু'এক ঘরে সে দিন চাল বাড়ন্ত ছিল, কোথাও কোন দয়াময়ী-গৃহিণী ভিক্ষামুষ্টি দিতে আসিয়া শরীরের দিকে চাহিয়া "আহারে, এমন রোগা ছেলেটাকে এমন কাজে দেওয়া কেন বাপু!" বলিয়া মমতা প্রকাশ করিয়াও ছিলেন।

ঠিক এক মাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে দিন একবারে এক দল খোন্তা-কোদাল ঘাড়ে করা মজুর সঙ্গে অনিমেষের শুভাগমন ঘটিল। পদ্ম তখন পুকুরঘাটের রানায় বসিয়া এক কাঁড়ি বাসন মাজিতেছিল। লোহার পোড়া কড়াখানা ঝামা দিয়া ঘষিতে ঘষিতে তার হাতের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, রক্তপাতও হইতেছিল, রক্ত ধুইবার জন্য যেমন জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়াছে অমনি কানে আসিল—"পদ্মমালা! কৈ আমার দিদিমণি কই গো?"

সচকিতে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, আঘাতের ব্যথা—মৃদু রক্তপাতের উপদ্রব তার মনেই রহিল না, সেইখানে বাসন ফেলিয়া সহাস্য স্মিতমুখে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া আসিল।

"এদ্দিন পরে বোন্‌কে বুঝি মনে প'ড়ে গেল ?"

"না ত,—মনে রোজ রোজই পড়তো, আসতে পারতুম না কাজের জন্যে।—এই দেখ, কা'দের সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

"পুকুর কাটবে বুঝি ? ক'দ্দিন লাগবে, দাদা ? জলের জন্যে খুব অসুবিধে হবে কি না, তাই জিজ্ঞেস করচি।"

"যত শীঘ্র হয় শেষ করবো। এই দেখ না, আজকেই ত কাজ সুরু হলো। আচ্ছা, এ'কদিন একটা লোক ঠিক ক'রে জল যদি আমি আনিয়ে দিই ক' কলসী হ'লে হবে বল ত ?"

পদ্ম খুব চিন্তিতভাবে হিসাব-পত্র খতাইয়া বলিল, "দু'বেলায় খুব কম হলেও আট ঘড়ার কমে চলতেই পারে না।—চান না হয় আমি বোসেদের পুকুরে সেরে আসবো, কিন্তু দাদামশাই ত যেতে পারবে না, আর মাও যাবে না।—কিন্তু অত জল আনাবার পয়সা কোথা থেকে দেব ? এ বাড়ীর কর্ত্তার কি মত হবে ? তার চেয়ে খাবার জলটা আনিয়ে নিয়ে বাকী সব আমিই ছোট ঘড়া ক'রে বোস-পুকুর থেকেই বরং—"

অনিমেষ মৃদু দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আমি থাকতে ? —তুমি কখন অত জল তুলতে পার ? আমি সে ব্যবস্থা ক'রে নে'ব।"

পদ্ম পুনশ্চ কুণ্ঠিত-মুখে আরম্ভ করিল, "কিন্তু জল তোলা মজুরকে ত' তার মজুরী দিতে হবে, আপনি সে কি থেকে দেবেন ? আপনার নিজের ত আর—"

"কিচ্ছু নেই ?—নাই থাকলো ? গায়ে জোর ত আর তা' বলে কারুর চাইতে কম নেই !"

পদ্ম এবার হাসিয়া ফেলিল, "বা রে ! আমার জল তোলবার জন্যে আপনি বুঝি রোজ দু'বেলা এখানে আসবেন ?"

"বলা যায় না কিছুই,—কিন্তু এখনই সে ভাবনা কেন ? যখন তার সময় আসবে তখন সে দেখা যাবে, এখন প্রথমকার কাজটুকুই ত হয়ে উঠুক।"

"তা সত্যি !" বলিয়া পদ্ম আবার উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "আর ক'টা পুকুর এ গাঁয়ে কাটাবেন ?"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "তা' ত ভাই, এখন বলতে পারি নে।—আগে এই একটাই ত করি, দেখি কি রকম কি হয়, তার পর আর ক'টা হবে সে কথা ভাবা যাবে কি বল ? বিশেষ এ সময় ত পুকুর ঝালাবার সময়ও নয় ; নেহাৎ তোমাদের ডোবাটার অবস্থাটা অত্যন্তই শোচনীয়, তাই শীতের আরম্ভেই এটাতে হাত দিচ্চি, না হ'লে বসন্তর শেষই এ কাজের ঠিক সময়।"

পদ্ম একটুখানি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তা হ'লে এ ক'মাস এটা থাক না দাদা ! কাজ ত আমার এক রকম চলেই যাচ্চে, খাবার জলটা বোস-পুকুর থেকে ত আনতেই হয়, গরমের সময় এটাও হবে'খন।"

অনিমেষ কহিল, "না ভাই, দিদি ! এ কাজটা আমার হয়েই যাক্। এই লোকগুলি বেকার ব'সে আছে, এদের চাল দিয়ে কাজ করার কথা হয়ে গেছে, চাল আমার কিছু জমেওছে, কাজেই শুভস্য শীঘ্রম্ নীতিতে আমি আর কালহরণ করতে পারবো না,—অতএব—" এই বলিয়া নিজে একখানা কোদাল ঘাড়ে তুলিয়া ডোবার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে পিছন ফিরিয়া অদূরবর্ত্তী অপেক্ষাকারীদিগকে অনুবর্ত্তী হইতে ইসারা করিল।

পদ্ম তার বাসনপত্র আনিবার জন্য তাদের সঙ্গ লইয়া চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মুষ্টিভিক্ষার চাল ?"

"সে সেই রমণী এসেই নিয়ে যাবে।"

"ওঃ, সেই ছেলেটি বুঝি ? আচ্ছা—" বলিয়া পদ্মমালা তীরে নামিয়া মাজা বাসন জলে ধুইয়া গোছাইয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল, কর্ম্মীর দল তাদের কার্য্যারম্ভ করিল।

এ সময়টা ঠিক পুকুর কাটার সময় নয়। ছোট্ট ডোবা বাসনমাজা ভস্মপঙ্কে এবং কচুরীপানায় ভরিয়া উঠিলেও বর্ষাশেষে জল তাহাতে কতকটা জমিয়াছে। সেই জল সেঁচিয়া ফেলিয়া ডোবাটিকে একটু ভদ্র-ভাবে ঝালাইয়া লইতে অনিমেষের অক্লান্ত চেষ্টা সত্বেও তিন হপ্তার কম সময় লাগিল না। সে সন্ধ্যা-পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়া সকালবেলাতেই ফের আসিয়া নিজের দলবল লইয়া কোদাল ধরিত। কাজেও তার ক্লান্তি ছিল না, তার সাথীরা যখন গাছের ছায়ায় বসিয়া তাম্রকূট সেবন দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিত, তখনও সে নিবিষ্ট চিত্তে কোদাল চালাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও যত শীঘ্র শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল তাহা পারিয়া উঠিল না। তার কারণ বর্ষাশেষের ম্যালেরিয়া-জ্বর তখন গ্রামের মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।—অনিমেষের গ্রাম্য কর্ম্মকারকগণের অনেকেই জ্বরে পড়িয়া বিছানা লইয়াছে। নিতান্ত পেটের দায়ে যারাও বা কাজে আসে, জ্বর আসার সময় আসিলে তার কাছে পেটের জ্বালাও পরাস্ত হয়। কাপড় মুড়ি দিয়া রৌদ্রে আসিয়া বসে, কম্পের প্রকোপ বাড়িলে সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া পড়ে, তখন অনিমেষকেই বরং উল্টাইয়া সেবা-যত্ন, ঔষুধপত্রের ভাবনা চিন্তা ও বিলি ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতে হয়।

ঘরে ঘরে অবালবৃদ্ধ জ্বরের ধমকে লেপ, কাঁথা, কম্বল মুড়ি দিয়

কাঁপিতেছে, যন্ত্রণার কাতরোক্তি প্রায় প্রত্যেক বাড়ী হইতেই অল্পবিস্তর ধ্বনিত হইতেছে, অনিমেষের কাজের হিসাব নাই। এ অবস্থা ত আর শুধু এই গ্রামেরই নয়। যে ক'খানা গ্রাম লইয়া তারা কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়াছে সর্ব্বত্রেরই এই অবস্থা। তবে তিলপুরের দরিদ্র-পল্লীতে এবার অন্যান্য বারের মত তত বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় নাই, এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় বটে। এত দিন যে স্থান নরক-নিবাসের মত পূতি-গন্ধময় ও অপরিচ্ছন্ন ছিল, অনিমেষ ও স্বরূপপ্রকাশের চেষ্টায় বিশেষতঃ স্বরূপপ্রকাশের অত্যন্ত সুনিপুণ সুব্যবস্থার গুণে সেখানটিকে বেশ একটি পরিচ্ছন্নতা প্রদান করিয়াছে। এ'দের জলকষ্ট বড় বেশী। ভদ্রলোক এ গ্রামে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নাই বলিলেই হয়,—একটিমাত্র ছোট পুষ্করিণী সকল গ্রামবাসীরই অবলম্বন, এরা সেখানে জল লইতে গেলে স্পষ্ট আপত্তি অবশ্য হইত না তবে ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে এদের তটস্থ থাকিতে হইত। অনিমেষ তাদের পরামর্শ দিয়া তাদের পাড়াতেই একটি ছোটগোছের পুকুর খোঁড়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইল স্বরূপপ্রকাশ।

এদিকে স্বরূপের এবং আসমানতারার এ গাঁয়ে ধোপা-নাপিত বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটিলেও গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় এবং স্বরূপের সঙ্গে কুইনিন পিল, পুরিয়া থাকায় এবং অবস্থাভেদে মিক্সচারের ও বিনা পয়সায় দাতব্য করার ব্যবস্থা হওয়ায় সেটা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। চক্রবর্ত্তী-পরিবারের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্ক বাহিরে অবশ্য সেইরূপই আছে অর্থাৎ চক্রবর্ত্তীরা এ বাড়ীকে বয়কট করিয়াই রাখিয়াছে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাড়ীর ছোটগুলি যে ঠিক সে ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছিল, তা' বলিতে পারা যায় না। আসমানতারা এখনও তাদের জন্য এটি সেটি রাঁধিয়া রাখে, তবে এখন নিজে সেগুলি

ওবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয় না, ভোক্তারাই এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছায়।

স্বরূপ রোগীদের ওষুধ দেয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, আর তেলী মালী ধোপাদের ছেলে লইয়া পাঠশালা খুলিয়া পড়াইতে বসে। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্য হইতে তিনটি ছেলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এ কাজটি সহজে হয় নাই। অনেক বাক্‌বিতণ্ডা তর্কবিতর্কের শেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, হিন্দুর পক্ষে অনাচরণীয় অনেক কিছু করিয়াও মুসলমানের ছেলেরা এক সঙ্গে পড়িতে পায়, তখন এরাও যদি পরিচ্ছন্ন হইয়া পাঠশালায় আসে, এদেরও সে অধিকার পাওয়া সঙ্গত। এ যুক্তি অনেকেই মানিল, অনেকেই মানিল না, রাগ করিয়া ছেলে ছাড়াইয়া লইল। অথচ সেই ছেলেরা এদের সঙ্গে পথের ধারে মার্ব্বেল এবং ডাংগুলি খেলিয়া বেড়াইতে থাকিল, তাহা বন্ধ করিবার সুব্যবস্থা করা হইল না এবং আগেও সে ব্যবস্থা ছিল না।

যুক্তিহীন বিচার এবং বিচারহীন যুক্তি এই দুইটি জিনিষই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে। এই দোষ দু'টি দলেই সংক্রামিত হইয়া ভাল কাজ মন্দ চোখে দেখে এবং ভাল করিতে গিয়াও মন্দ করিয়া ফেলা হয়।

কিছু দিন অনিমেষ এই সব নূতন নূতন কাজের চাপে অবসর করিতে পারে নাই, মাসখানেক পরে একদিন সেই ছেলেটির কাছে খবর লইয়া জানিল, দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িতে দেখিয়া সুচারুরা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তবে বেশী দিনের জন্ত নয়; ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব থামিলে শীতের শেষে ফিরিয়া আসিবে। নিমাই বলিয়াছে,—দিদিমণিদের বাবা মারা যাবার সময় তাঁদের দেশে থাকতেই ব'লে গেছেন কিনা,—তিনি নিজে অবশ্য চির দিন খোট্টার দেশেই চাকরী

করে কাটিয়েছেন, কিন্তু বাড়ীঘর সেখানে করেননি।—অনিমেষ নিশ্চিন্ত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সেখানকার পরে' ছুটি দিনেই যে একটু টান ধরিয়াছিল, নিজের কাছে আঁখি ঠারিয়া সে যতই তা' অস্বীকার করুক মন পুরাপুরি সেটা মানিয়া লয় নাই।

অনেক দিন অনিমেষ এদিকে আসে নাই। তিন চারখানা গাঁয়ের কাজ তারা হাতে লইয়াছিল, সেগুলি এমন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নহে, দীনদুঃখীর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকার খোঁয়াড়। অনিমেষ বুঝিয়াছিল কাজ যদি করিতে হয় তবে এই সকল স্থানেই। তিলপুরের কাজের ভার আসমানতারারা স্বামি-স্ত্রীতে গ্রহণ করায় সেখানের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। ঐ দু'টি অনলস কর্ম্মোৎসাহী নরনারীর হাতে কাজটি এমন সুশৃঙ্খলায় গড়িয়া উঠিতেছিল—যদিও অতি ধীরে সেই গঠন ক্রিয়া চলিতেছিল, তথাপি তাহার বনিয়াদ যে পাকা হইতেছে সে বিষয়ে অনিমেষের চিত্তে সংশয় ছিল না। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ নর বিশেষতঃ নারী এ দেশের অপত্যহীনা বিধবা পতিত্যক্তারা পুনর্ব্বিবাহে দরিদ্র ভারতের দারিদ্র্য-বৃদ্ধিকর জনসংখ্যা বর্দ্ধনের দুর্ভাবনা সংস্কারক-সঙ্ঘের মাথায় ও লেখনী মুখে ছাড়িয়া দিয়া গর্ভ-যন্ত্রণা না সহিয়াও শত শত কাঙ্গাল সন্তানের মনুষ্যত্ব সাধনে জন্ম সফল করিতে পারেন। অনিমেষ আসমানতারাকে পাইলে এম্‌নি একটি মহিলা-সঙ্ঘ গড়িতে পারে। কিন্তু আসমানতারাকে এখন তিলপুরের বাহিরে লইয়া গেলে তিলপুরের বস্তি-সংস্কার প্রথম দিকেই ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ কাজ যিনিই—কাগজে-কলমে নয় হাতে-কলমে এতটুকু করিতে গিয়াছেন, তিনিই জানেন এটি সহরের জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার মত সহজসাধ্য নহে, ঘরে বসিয়া প্রবন্ধ লেখার মত ত নয়ই। অনাদিকালের বংশপরম্পরায় যে চিত্ত মলিনতার আধার হইয়া আছে, তাহা মার্জ্জিত করিতে দীর্ঘকাল এবং অটুট ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রথমতঃ উহাদের মনকে সন্দেহবিমুক্ত করিতেই ত কত

দিন কাটিয়া যায়। হঠাৎ কেন যে তাদের চির-অভ্যস্ত পথ হইতে ভদ্রলোকেরা তাদের পথান্তরে লইয়া যাইতে আসিল, এই জিনিষটাকে তারা ধারণা করিতেই পারে না এবং চাহে না। তার পর মন গঠন করিতে কিছু দীর্ঘকাল এবং মত গঠন করিতে সুদীর্ঘকাল অপব্যয় করিয়া তার পর এমন আলস্য-বিজড়িত ঔদাস্যের সহিত কার্য্যারম্ভ করিবে যে, কর্ম্মকারকের মনে সফলতার আশামাত্র যেন অবশিষ্ট থাকিতে দেয় না। সেই পলাতক মনকে শুনাইয়া শুনাইয়া সর্ব্বদা বলিতে পারা চাই,—"মা ফলেষু কদাচন—মা ফলেষু কদাচন।"—কর্ম্মাধিকারের স্বীকারোক্তিও বারে বারে ঝালাইয়া লইতে হইবে। তাই আসমানতারাকে এই দুরূহ কর্ম্মভার হইতে সরাইয়া লওয়া বোকামী। এ কর্ম্মের কর্ম্মী যিনি, তাঁর এ জন্মে আর অন্য কর্ম্মের অধিকার নাই, ইহা যাচাই করা সত্যতত্ত্ব। একটু করিয়া চাখিয়া বেড়াইলে কোন তপস্যাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তর্কের মুখের অবনতদের উন্নতি-বিধান আর সত্যকারের উক্ত কার্য্যের প্রভেদ একজন উচ্চশিক্ষিতের সঙ্গে একজন অশিক্ষিত অন্ত্যজের যতখানি প্রায় ততটাই।—নিজের তপস্যা ব্যতীত কেহ কাহাকেও উন্নতি দিতে পারে না।

অনিমেষের মনে চকিতের মত কি এক দুরাশা স্বপ্ন দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। এ অঞ্চলে সে অনেক গ্রামেই ঘুরিয়াছে কয়েকটিমাত্র কম-বয়সের ছেলে তার দলে যোগও দিয়াছে কাজের বহর ও হায়রানি দেখিয়া দু'চারজন 'ছেড়ে দে'মা'—বলিয়া প্রস্থানও করিয়াছে, নূতন দু'জন এবং পুরাতন একজন ফের ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু মেয়ে এক জনকেও সে পায় নাই। কাহাকেও ভরসা করিয়া বলিতেও পারে নাই। বলিলে না জানি তাহাকে ইহারা কোন্ নিগূঢ় সন্দেহের দৃষ্টিতেই বা দেখিয়া বসিবে এ আশঙ্কাও তার কম ছিল না।

আজ তার মনে হইল, যদি মাসীমা,—সুচারুর ভবিষ্যৎ মাসশাশুড়ী এবং সুরুচি দেবীর নিজের মাসীমা,—বুদ্ধিমতী এবং হৃদয়বতী মহীয়সী মহিলা যে তিনি তা' সেই অল্প পরিচয়েই জানা গিয়াছে, তিনি যদি,—হায় রে! এ যে বামনের চাঁদ ধরার সাধ। অনিমেষ ত বেহায়াও কম নয়! তার সেই অতর্কিতে হাতে পাওয়া খাতার পাতায় লেখা অসমাপ্ত কবিতাটা মনে পড়িয়া গেল।

বীরধর্ম্মে মনুষ্যত্বে দিয়ে জলাঞ্জলি ফির দ্বারে দ্বারে,
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে বহি ; ধিক্! জননীরে পূজা করিবারে?
মা তুলে লবেন পূজা? এত ক্ষুদ্র এত তুচ্ছ এত দীনতার ;—
এই ভিক্ষান্নের থালি,—কোন্ ভরসায় হাতে দিবে মা'র?

দেশ যদি চির অমানিশায় ঢাকিয়াই থাকে, অনিমেষের দ্বারা যদি কিছুমাত্র প্রতীকার প্রচেষ্টা না-ই হইয়া উঠে, নাই হোক, সেই বাড়ীর লোকেদের,—বিশেষতঃ মেয়েদের কাছে সে চাহিতে যাইবে দেশের কাজের জন্য সহায়তা? তার আগে কেহ যেন তাহাকে রাঁচি পাঠাইয়া দিয়া এ দুর্ব্বহ অপমান হইতে রক্ষা করে।

মনের স্বপ্ন তার মনেই মিলাইয়া গেল। সুরুচি বা সুরুচির মাসীমার যতটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে তাঁদের মধ্যে তার কার্য্যে সহানুভূতির উচ্চ সুর বাঁধা না থাকিলেও অসহানুভূতির বিরাগও কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। সুরুচি তার কাজকে অন্ততঃ হেয় ভাবে না এটুকু সে বুঝিয়াছে। ছেলেমানুষ তো হয়ত সাফল্যের বিষয়েই সংশয় আছে, সে কি অনিমেষেরই নাই? সে যা করে, কর্ত্তব্য হিসাবে ব্রত ভাবিয়া করে,—সুরুচি তেমন করিবে কি করিয়া? কিন্তু সুরুচি তাকে ঘৃণা করে না, তার পথকে তুচ্ছ বোধ করে না বরং তার দ্বারা যা' হইতে পারে ততটুকু সহানুভূতি সে দেখায়।

অনিমেষ একটা পরিতৃপ্তির শ্বাস মোচন করিল।—বড় ভাল ঐ সুরুচি মেয়েটি! যেমন সরল তার মুখ, তেমনই করুণা-সুশীতল হৃদয়। ভগবান্ তার মঙ্গল করুন, তাকে যদি সে তার কাজের মধ্যে পাইত।—ঐ প্রকৃতির মেয়েরাই ত অন্য মেয়েদের আকর্ষণ করিতে পারে। বিশেষতঃ ধনী ঘরের সুন্দরী এবং শিক্ষিতা মেয়ে নেতৃত্বশক্তি ভগবান্ বিশেষ করিয়াই এদের দেন। এরা হয়ত সব সময় সেটা জানিতেও পারে না।

আচ্ছা, সুরুচিকে কি তার মনের কথা জানানো যায় না? জানাইলে দোষ কি? তাকে ত সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে বলিবে না, জনকতক মেয়ে যোগাড় করিয়া যদি সে তাদের দিয়া সূতা কাটার, তাঁত বোনার ক্লাস খোলে, গরীবের মেয়েদের ত সময়ের অভাব নাই, তাদের সূতা ও তাঁতের কাজ শিখাইলে নিজের কাপড় তারা নিজে তৈরি করিতে তো পারে। তা'তে তাদের অভাবও ঘোচে পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধিও হয়। এতে ত 'ভিক্ষান্নের থালা' ধরিতে হইবে না বরং দাতা হইয়া দান করিতে হইবে এ কাজ কি সুরুচির করা চলে না?

অনিমেষ স্থির করিল, সে একবার বলিয়াই দেখিবে,—যদিও সেই অন্তরালবাসিনী তার না দেখা প্রতিদ্বন্দ্বীর সেই বিষাক্ত শব্দভেদী শর-সন্ধান যাহা সে এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তার সঙ্কল্পে বাধা দিতে লাগিল। চিত্ত সংশয়াচ্ছন্ন থাকিলেও জোর করিয়া সেই অবহেলিত উপহাসের মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ হইতে নিজ মনকে নিরুদ্ধ রাখিবে স্থির করিল। কত লোকে ত কতই না বলিল, কোথায় কোন বন্ধুর ভাবী-পত্নী, কোন বিশাল রঙ্ মহলের রাঙ্গা-পরী তাঁর স্প্রীংয়ের গদীপাতা বিছানায় শুইয়া মরক্কো-বাঁধা খাতার পাতায় সখের কবিতায় ইঙ্গিতে কি কলমের এতটুকু খোঁচা মারিলেন,—কি তাহাতে আসিয়া গেল?

এ সব মেয়েরা এর বেশী কি-ই বা করিতে পারে? সংসার-কুসুমোদ্যানে তারা আসিয়াছে রঙ্গীন প্রজাপতির মত। ভাল ভাল ফুলের কাছে পুষ্পরেণু মাখা সোহাগ কাড়াইয়া বেড়ানো তার পরেই এক দিন ঝরাপাতার মত,—ঐ প্রজাপতিরই মত নিঃশব্দে শেষ হইয়া যাওয়া,—এ ভিন্ন তাদের জীবনের আর কোন্ উদ্দেশ্য, কোন্ দায়িত্ব, কোন্ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়? তাদের জগতে আগমন অন্যের দৃষ্টিকে আনন্দ দিতে, নিজের চিত্তকে আনন্দিত করিতে,—সংসারের অভাব-অভিযোগের মধ্যে তাদের স্থান নাই। তারা দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ মর্ত্ত্যলোকে আলতোভাবে খসিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেও আলগোছেই থাকিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তাদের জোড়া লাগে নাই।

অনিমেষের ঠোঁটের পাশে একটি ফোঁটা কৃপার হাসি ফুটিয়া উঠিল।—ঠিক্ যেন মৃণালের নালে মৃণালিনীর মত! তেমনই ঢলঢল আনন্দের স্মিত বিকাশ।—কোথায় অভাগা পঙ্ক, আর কোথায়ই বা সেই পঙ্কজিনী! দয়া করিয়া সে যে ঐ পঙ্কিল সরসীবক্ষে জন্ম লইয়াছে সেই তো তার জন্মভূমির বহু জন্মের তপস্যার ফল।

অনিমেষ বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যাদের কথা ভাবিবে না স্থির করিয়াছে বারে বারে তাদেরই একজনের অপ্রিয় প্রসঙ্গ হইতে চিত্ত তার নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। এ আবার কি বিপদ? তাই কি পুরাণে বলে, ভগবানের আশ্রিত হওয়ার চেয়ে শত্রু হওয়া ভাল? সর্ব্বদা স্মরণে থাকিয়া তাহাতে নাকি মোক্ষলাভও দ্রুততর হয়। অনিমেষ মনে মনে বলিল, "নাঃ, ছিঃ,—এখনও মন তার কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই। তাহাকে হইতে হইবে, "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী"—হইতে হইবে, "সন্তুষ্টং যেন কেনচিৎ"—কিন্তু এখনও এক অদেখা মেয়ের

কথার খোঁচায় মন তাতিয়া থাকে।—মনে ক্ষুব্ধ অভিমানও জাগে।—না: এ পাপকে বিদায় দিতে হইবে। এ যে অনাসৃষ্টি!

বিরক্ত চিত্তে অনিমেষ স্থির করিল, যুক্তি দিয়া চুক্তি করা নয়, চিত্তকে অক্ষত রাখিতে হইলে যেখান হইতে আঘাত আসিয়াছে সেইখানে গিয়া পুনরাঘাতের জন্য বুক পাতিয়া দিতে হইবে, সে না সত্যাগ্রহী!

দিনটা অনুজ্জ্বল, মেঘচ্ছায়াময়,—পাখীগুলা বিমর্ষ, কুলগাছের ডালগুলা শীতের হাওয়ায় দুলিতেছে, আর পাকা ফলে তলা বিছাইয়া যাইতেছে, কুড়াইবার লোক নাই। পাঁচিলের ও-পারে গ্রামের পথ দেখা যাইতেছে,—হাটবারে অনেকেই হাট সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ব্যাপারীদের আনাগোনাও বন্ধ নাই। এক একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে প্রচুর ধূলি উড়াইয়া চলিতেছিল, কোন খানায় খড়ের বোঝা, কোনটায় বাঁশ, কোন একটায় রাশিকৃত কাঁচা-পাকা কলা। সুরুচি অন্যমনে এদিক্ ওদিক্ দেখিল, কিছুতেই যেন মন বসিতেছিল না। উন্মনা হইয়া কান পাতিতেছিল,—হয়ত কাহারও প্রতীক্ষায়। কে' না দরজা খুলিল! কথার গুঞ্জন ধ্বনি ঐ ভাসিয়া আসিতেছে না? সুরুচির বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

কথা বলার শব্দ ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল, স্বর এবং ভাষা দুই-ই চিনিতে পারা গেল। আধখোলা দরজাটা সজোরে খুলিয়া সুচারু বিস্ময়ের ভাণে চেঁচাইয়া উঠিল :—

"সুপ্রভাত! সুরুচি দেবি! সাড়ে তিন মাস পরে বাড়ী ঢুকে সর্ব্বপ্রথম আমার এই মহা-মহিম-বন্ধু-প্রবর এবং অধম ব্যক্তি এই আমি, আপনার শুভদর্শন লাভে ধন্য হলেম। এক্ষণে, 'আয়াহি বরদে দেবি'!—ত্র্যক্ষরেও বটেন,—অতএব ব্রহ্মবাদিনী।—অধম পথশ্রান্তকে একটি

পেয়ালা গরম চা আর এই শ্রান্তিহীন কর্ম্মবীরকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত দানের ব্যবস্থায় বন্ধু দু'টিকে কৃতার্থ করুন।"

অনিমেষ ঈষৎ অগ্রসর হইয়া সুরুচিকে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইল, সুচারুর কথার ঢংয়ে মৃদু হাসিয়া বিনম্র-কণ্ঠে সুরুচিকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন ত?"

সুরুচি ততক্ষণে দু'জনকে,—বিশেষ করিয়া অনিমেষকে সশ্রদ্ধভাবে নমস্কার করিয়া ঢুকিয়াছে এবং তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অনুযোগ করিয়া কহিতেছে,—"আপনি ত আমাদের ভুলেই গেছেন।" বলিয়া সে উত্তর শোনার জন্য দাঁড়াইল না, সুচারুর আবেদন লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। এই সুযোগটুকু না পাইলে হয়ত কিছু বিপন্ন হইত।

সুচারু প্রস্থানপর তাহাকে শুনাইয়া অনিমেষকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"শুন্‌লে ত?—শ্রীমতী রাধিকা বিপ্রলব্ধা হয়েছিলেন।"

অনিমেষ চাপা তিরস্কারে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উঠিল, "কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই কি নেই তোমার? ছিঃ!"

সুচারু কি জবাব দিল, সুরুচি শুনিতে পাইল না, কিন্তু অনিমেষ পাইল, সে বলিল,—এখনও একটু আছে, কিন্তু কত দিন থাকবে ঠিক বলতে পারিনে'।—যেহেতু শ্রীমতী-দেবীর মনোভাবটি সুস্পষ্ট।"

অনিমেষ আবারও ধমক দিয়া কহিল,—"ছিঃ সুচারু!"

এবার সুরুচির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনিমেষ উপলব্ধি করিল, এর সঙ্গে সে সুমধুর হৃদ্যতার সম্পর্কে বেশ একটু জড়াইয়া পড়িয়াছে। সুরুচির কচিভাবের মুখখানি, তার সযত্ন ব্যবহার কত মিষ্টি, এর আগে এমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারে নাই। প্রথম পরিচয়েই এই হৃদয়বতী মেয়েটিকে সে মহত্ত্বের মর্য্যাদায় মণ্ডিত দেখিয়াছিল; তার যাচিত এবং অযাচিত সাহায্যদানের কথা সে ভুলে নাই।—কিন্তু সুরুচির সৌজন্যের কথা মনে করিলেই সুরুচির দিদির ঔদ্ধত্যও মনে পড়িয়া যায়! যতই মনে না করিতে ইচ্ছা করুক, একটা ধাক্কা মনে লাগেই। কেন এমন হয়?—হয়ত মানুষের চিরন্তন দুর্ব্বলতার সূত্র ধরিয়া বহুলায়াসে রুদ্ধ অনাদৃত যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার যেখান হইতে বীরত্বের জয়মাল্য নিজের অজ্ঞাতেও প্রত্যাশা করে, সেখান হইতে অতর্কিত আক্রমণকে সে দুঃসহ বোধ করিতে থাকে। মানুষ ততক্ষণই নিঃস্বার্থে নিজেকে নিঃস্বত্ব করিতে পারে, যতক্ষণ তার অবদান উপযুক্তের কাছে পূজা প্রাপ্ত হয়। অযোগ্যের অত্যাচারকে সে অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করিয়া যাইতে পারে যদি না শ্রদ্ধেয়ের নিকট অশ্রদ্ধা লাভ করিতে হয়। সুচারুর মত বন্ধুর ভাবী স্ত্রী, সুরুচির মত স্নেহপাত্রীর সহোদরা, মাসীমার মত মহীয়সীর ভগ্নী-পুত্রী, সে তাকে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিলই না; উপরন্তু এই জ্বালাময় তপ্ত কথার আঘাত অলক্ষ্য হইতে ছুড়িয়া মারিল!—নেহাৎ সুরুচির জন্যই অনিমেষ এ বাড়ীতে আবার পা দিয়াছে। কিন্তু এটা তার পক্ষে উচিত হইল কি?

মাসীমা এবার আসেন নাই। শ্বশুরবাড়ীর কোন মেয়ের বিয়েতে

তাঁকে যাইতে হইয়াছে, সুরুচিদের এক পিস্‌তুতো বড় বোন—তাদের মাসীমার অনুপস্থিতি-কালের জন্ম সঙ্গী হইয়াছেন, অনিমেষকে তিনিও কাছে বসিয়া খাওয়াইলেন, কিন্তু অনিমেষের বারেবারেই মাসীমার অন্নপূর্ণামূর্ত্তিখানি মনে পড়িতে লাগিল।

আহারের পর বিশ্রামাবসরে দুই বন্ধুতে যখন বড় ঘরটাতে আসিয়া বসিল, অনিমেষের চোখ পড়িল সেই তেলে-আঁকা ছবিখানার উপর। দিনের আলোয় সেটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল,—যুদ্ধক্ষেত্রের কল্পিত ছবি। নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিল, তার নাসারন্ধ্রপথে ধীরে ধীরে একটা সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস প্রবাহিত হইয়া গেল। যখন সেই ভিড়ে ভরা যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যপট হইতে চোখ ফিরাইল, তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ এবং কঠিন। মন বর্ত্তমানকে পরিহার করিয়া সুদূর-প্রসারী হইয়া কোন্ গহন অতীতের অন্ধকার-ঘন ঝঞ্ঝাবায়ুর মধ্যে, মনুষ্যকৃত তাণ্ডবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অতীত,—অতীত, নির্ম্মম অতীত, নিষ্ঠুর অতীত,—কি ভীষণ সেই অভিশপ্ত অতীত! অনিমেষ ছবিখানার দিকে আর চাহিতে পারিল না।

সুচারু তার ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করে নাই; করিলেও হয়ত তার মনের ভাব সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত না, সে একখানা কৌচের উপর হাত-পা এলাইয়া বসিয়া পড়িয়া অনিমেষকে আর একখানার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল, বলিল, "ব'সে পড়ো, না হয় শুয়ে পড়ো। বেজায় খাওয়া হয়ে গেছে।"

অনিমেষ নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিল।

"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, সেই সে দিন যে কথাটা বলতে গিয়ে বলা হয়ে ওঠেনি, সেই কথাটা ভাবছি আজ বলেই ফেলবো, শুনে হয়ত তুমি চ'টেও যেতে পার, কিন্তু না বলার চেয়ে বলাই ভাল।"

অনিমেষ গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিল, "এর পর বলবার কিছু বাকি রৈলো না।"

"প্রথমতঃ একটি প্রশ্ন; সুরুচিকে তোমার কি রকম লাগচে? সম্পূর্ণ মনের কথা বলো কিন্তু।"

অনিমেষের বিমনাভাব সুচারুর প্রশ্নাঘাতে অন্তর্হিত হইয়া জাগিয়া উঠিল একটা আবেগ, সে স্মিত-প্রফুল্ল-মুখে মুক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "অমন মেয়ে দেখা যায় না।"

সুচারু বুঝিতে পারিল ইহা তাহার অন্তরেরই অভিব্যক্তি—সে একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া ত্বরিত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"ওকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে?"

অনিমেষ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, আশ্চর্য্যে উল্টিয়া প্রশ্ন করিল, "ওকে কে' বিয়ে করবে?—আমি?"

সুচারু কহিল, "তুমি না ত আবার কে?"

অনিমেষ কহিল, "অর্থাৎ এমন যোগ্যপাত্র আর নেই?"

সুচারু এ কথায় কান দিল না,—প্রশ্ন করিল, "রুচিকে তুমি পছন্দ কর, সেকথা স্বীকার করেচ?"

অনিমেষ কহিল, একশোবার! তিনি যে পারিপার্শ্বিকতায় জন্মেছেন সে হিসাবে তাঁর মত মেয়ে কম।"

সুচারু কথাটাকে একটু বাঁকাইয়া ধরিল, বলিল, "তা' না হ'লে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে তুমি দেখেছ?"

অনিমেষ এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "ওঁর চেয়ে ভাল কি না জানিনে, ওই রকমই আর একটি হয়ত দেখেছি।"

সুচারুর ওষ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, "সুরুচি দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নামটি শুনতে পাই?"

অনিমেষের কান লাল হইয়া উঠিল, কপালে ঈষৎ ভ্রূকুটির রেখা দেখা দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর ঠিক রাখিয়া জবাব দিল, "এই খানেরই।—নাম তোমরা জান কি না জানি নে,'—জগবন্ধু গড়গড়ির নাত্‌নী পদ্মমালা।"

"জগবন্ধু গড়গড়ি? কে' বল ত? জগবন্ধু গড়গড়ির এমন অপূর্ব্ব নাত্‌নী আছে এই দেশেই, অথচ আমরা নামও শুনিনি—"

এমন সময় হাসিমুখে প্রবেশ করিল, সুরুচি, সে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, "এ কি, আপনাদের যে তর্ক হচ্ছে না? চুপটি ক'রে ব'সে কি ভাবচেন?"

অনিমেষ চলতি আলোচনাটা চাপা দিয়া বলিল, "ভাবনার কি কূল-কিনারা আছে, সুরুচি দেবি! দেশের অবস্থার ত কিছু কিছু খবর পাচ্চেন, নিশ্চিন্ত হ'বার উপায় আছে?"

সুরুচি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিল, "খবরের কাগজ পড়লে মন এত খারাপ হয়ে যায়! এ দিকে রাজনীতি, ওদিকে দৈন্য, রোগ, অত্যাচার, অবজ্ঞা, কি দুর্দ্দশা! কি হবে বলুন না? কখ্‌খনো কি এর থেকে এ দেশের লোকেরা মুক্তি পাবে না?"

অনিমেষ সুরুচির সহৃদয়তাপূর্ণ আক্ষেপোক্তিতে গলিয়া পড়িল, প্রগাঢ় স্বরে বলিল, "ভালবাসুন, প্রাণ ঢেলে দেশকে সব্বাই মিলে ভালবাসুন, তবে না দেশের বিধাতা সদয় হবেন।"

সুচারু নীরবে শুনিতেছিল, সব্যঙ্গ হাস্যে বলিয়া উঠিল, "ও' ত গেল ভাবের অভিব্যক্তি! শ্রীমতী দেবী এ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হ'তে পারেন; কিন্তু দেশের বিধাতা কি এখনও কৈশোরোত্তীর্ণ হ'ননি? শিশু বা বড় জোর বালক, যে, এটুকুতেই ভুলবেন? আমার কিন্তু এতে সন্দেহ আছে।"

"কি? দেশের অবস্থা কোন দিনই উন্নত হবে না? এ বিশ্বাস তোমার মনকে খুব শান্তি দেয়?"

"না দিক, তবু যা' প্র্যাকটিক্যাল, তা' জেনে যে অশান্তি পাই সেও ভাল, মিথ্যার পিছনে হয়রান হয়ে ফিরে কোন লাভ আছে? না সেটা Reasonable?"

"কিন্তু মিথ্যাই বা মনে করছো কেন? বটগাছকেও এক দিন বীজ থেকে জন্ম নিতে হয়েছিল, আজ তার শাখা প্রশাখা দু'শো গজ দূরেও পথিককে ছায়া দিচ্ছে। ছোট থেকেই বড় হয়। জগতের পূর্ব্বাপর একই নীতি।—সংশয় কর্‌বার কি আছে এর ভিতর?"

সুচারু এ যুক্তিতে টলিল না, মুখ টিপিয়া হাসিল, স-বিদ্রূপে কহিল, "কাঠবিড়ালেও না কি একদিন সাগর বেঁধেছিল।—বেশ ভাই বেশ! 'তোমার বিশ্বাস তোমাতে থাক, আমাকে তার ভাগ দিও না।'—সুরুচি!—কৈ, তিনি আবার কখন্ স'রে পড়লেন! দুষ্ট সরস্বতীর মূর্ত্তি ধ'রে বন্ধু-বিচ্ছেদের মতলবে কুতর্ক বাধিয়ে দিয়ে পালালো নাকি! আচ্ছা দেখাচ্ছি।"

সুরুচি এর ভিতর এক সময় চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিল। সে যখন হাসি-মুখে মনীষার কবিতার খাতা খুলিয়া কোন একটি কবিতার ছত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তর্ক-মীমাংসার উত্তরসাধকতা করিতে গিয়াছিল, স্বপ্নেও ভাবে নাই তার এই কার্য্য ফলে কত কি-ই না ঘটিতে পারে! সে যে দু'টি ছত্রের তলায় আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "সুচারুবাবু! দিদি দেখুন আপনার মতই সমর্থন করেচেন",—এই বলিয়া অনিমেষের হঠাৎ দেখা সেই কবিতাটির আরও কয়েক ছত্র সুললিত স্বরে পাঠ করিয়া সেটিকে সম্পূর্ণ করিল। তার শেষ দু'টি লাইন এই রকম;—

চীরধারী নগ্নদেহ অর্দ্ধাহার অনাহার,
কেমনে পরাবে তারা মাতৃকণ্ঠে রত্নহার?

তলায় লেখিকার নামটিতে আগায় গোড়ায় লেজুড় জুড়িয়া এবং সমাপ্তির তিথি-তারিখ দিয়া সম্পূর্ণ করা,—সে নাম শ্রীমতী মনীষা দেবী।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। একেবারে যুগ-সন্ধিক্ষণে পা ফেলিয়া মোহিনীর মূর্ত্তিতে সশরীরে উক্ত কবিতার লেখিকা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—বাতাস রুদ্ধ দরজাটাই হয়ত অনিমেষের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহাকে প্রতারণা করিয়া থাকিবে।

পরনে তার উজ্জ্বল ভায়োলেট রংয়ের জর্জ্জেটের শাড়ী, তারই সঙ্গে মানান দিয়া জামা-জুতা, হয়ত তার কুন্দ-ধবল চরণ দু'টিতে সাদা মোজাও ছিল, কানে হীরার সঙ্গে ঈষৎ ঝুলদার নীলার দুল, গলায় নীলা মিলাইয়া গাঁথা মুক্তার হার, হাতে কি ছিল, হয়ত নীলা, হয়ত বা সোনা।

অনিমেষের দিকে চোখ পড়িতেই আকস্মিক আসিয়া পড়া এই অপূর্ব্ব-সুন্দরীর সহাস্য মুখে যেন চাঁদের উপর রাহুর মতই একটা সচমক ছায়া নিপতিত হইল এবং সে পিছু হাঁটিয়া ঘরের বাহির হইতে গেল।

এই পর্য্যন্ত যা' ঘটিল, সেটা একটু আকস্মিক হইলেও অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু এর পরেই যেটা ঘটিল সে ঘটনার জন্য হয়ত বা এ বাড়ীতে কেহ কোন দিনই প্রস্তুত ছিল না। মনীষার পিছু-হাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমেষ যেন স্প্রীংয়ে তৈরি মডেলের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার মুখ দিয়া তীক্ষ্ণ তীরের মতই নির্গত হইল,—

"চীরধারী-অনাহারীদের মাতৃকণ্ঠে রত্নহার পরাবার'—দুরাশাকে ধিক্কারের পর ধিক্কার দিয়ে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজের কণ্ঠকে এই যে রত্নখচিত ক'রেছেন এই তো 'মনুষ্যত্ব, এই পবিত্র নীতিকে

জীবনে অক্ষয় ক'রেই তুলুন, আর যে ধৃষ্ট-অভাগারা আপনাদের শান্তি কাননে উচ্ছিষ্ট কুড়োতে কুকুরের মত অনধিকার প্রবেশ ক'রে, তাদের প্রায়শ্চিত্ত শুধু কলমের খোঁচাতেই শেষ ক'রে দেবেন না এবার থেকে দরওয়ানের হাতের অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থাও ক'র্বেন।"

অনিমেষ কথা শেষ করিয়াই পশ্চিমা-গ্রীষ্মের একটা আগুনে ঝড়ের মত দ্রুতপদে মনীষার পাশ দিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল। অপরিচিতা গৃহস্বামিনিকে এতটুকু ভদ্রতা দেখাইতে তার মনেও পড়িল না। অথচ বন্ধুর ভাবী-প্রিয়া সম্বন্ধে মনে তার যথেষ্ট কৌতূহলই তো ছিল।

এই অতর্কিত ব্যাপারে ঘরের মধ্যের কয়জনেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিল না। সুচারু ভয়-চকিত নেত্রে বারেক সুরুচির দিকে চাহিল, দেখিল সে নতনেত্র, তার মুখ ভাব চেনা গেল না। মনীষার শুভ্র ললাট সুলোহিততর হইয়া উঠিয়াছে, স্ফুরিত-বিদ্যুৎশিখার মতই সুচারুকে সে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া উঠিল,—ওষ্ঠাগ্রে উদ্যত হইয়া উঠিতে গেল,—

"এরই জন্যে আমাকে আপনার ঐ অতি নীচ প্রকৃতির বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন? ভাল! ভাল!"

কিন্তু সে কথা সে বলিল না।—কেন বলিল না, সে কথা কে বলিবে? তার পরিবর্ত্তে নিজের দুই প্রদীপ্ত নেত্র মুহূর্ত্তে নত করিয়া দ্রুত চরণে চলিয়া গেল। যাবার আগে যে তাকে অপমানের তীক্ষ্ণ তীরে বিঁধিয়া দিয়া রাজ-বিচারকের মত নির্ভীক উন্নত মস্তকে সামনে দিয়া সতেজে চলিয়া গিয়াছে, তারই গমন পথের দিকে এক লহমার জন্য চাহিয়া গেল।

সুচারু উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তার মুষ্টিবদ্ধ, দাঁতে দাঁত ঘষিয়া

সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "স্কাউনড্রেল! ওকে আচ্ছা ক'রে আমি আজ শিক্ষা দিয়ে আসছি।"

সুরুচি উঠিয়া গিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া তার পথ রোধ করিল, বলিল, "ব্যবহারটা খুবই রূঢ় হয়েছে কিন্তু কথাগুলো ত মিথ্যা নয়।"

সুচারু রোখ করিয়া বলিল, "তাই ব'লে ও বাড়ী বয়ে এসে যা' খুসী তাই ব'লে যাবে? সে আমি হ'তে দিতে পারি নে' সুরুচি!"—সুচারু একপা অগ্রসর হইল।

সুরুচি পথ ছাড়িল না,—শান্তস্বরে কহিল, "বাড়ীতে আসেন নি, মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থী হয়ে দোরে এসে ছিলেন বাড়ীর মধ্যে তাঁকে ঢুকিয়েছি আপনি এবং আমি।—আজকের ঘটনার জন্যে অপরাধ যদি হয়ে থাকে তা' হ'লে হয়েছে আমার। দিদির খাতা ওঁকে অযাচিত হয়ে দেখিয়েছিলুম আমিই।"

সুচারু অধীর-কণ্ঠে কহিল, "বাঃ! তাই ব'লে ও এই রকম ক'রে এক জন ভদ্রমহিলার অপমান ক'রে যাবে? বল কি তুমি সুরুচি?" সুচারু আরও এক পা অগ্রগামী হইল।

সুরুচি তাকে পথ দিল না। সে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিল, "যদি দিদি ওঁকে ঐ রকম শ্লেষের বাণ মারতে পারে, উনিই বা কেন না পারবেন? দেখুন, আজকের দিনে মহিলা বলেই সকল ধৃষ্টতা সব্বাই সয়ে নেবে না। বিশেষ আমরা যখন দাবী করচি নারী-পুরুষের সমানাধিকার তখন এ নিয়ে মানের কান্না কাঁদা চলে না। ঢিলটি ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতেই হবে।"

সুচারুর দুই হাতের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, সে হতাশ ভাবে একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ শীতল-কণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু এর পরে আমার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ?"

সুরুচি এতবড় গভীর সঙ্কটের সম্বাদটাকেও তার শান্ত ঔদাস্তে দূরে ঠেলিয়া দিয়া উত্তর করিল,—"সে ভেবেই বা লাভ কি? যা' হ'বার তা' হবেই। উভয়পক্ষেই সত্য আছে,—অবশ্য অপ্রিয় সত্য!—কেউই না রাগলেই পারতেন তবে অনিমেষবাবু যে ঐটুকুর জন্যেই অতটা চটেছেন, তা' ভাববেন না। দিদির যে ওঁর প্রতি আগাগোড়াই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে, সেটা উনি সামনেই লক্ষ্য করে এসেছেন, তার পর হঠাৎ ঐ সময়েই সে এসে পৌঁছে গেল, যেন ওঁরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার মতন রণসাজে-সেজে। দিদি নিশ্চয়ই ওটা ইচ্ছা করে করেনি, ওর ত ওঁর সাম্‌নে আসবার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু উনি তা' ভাবলেন না, উনি ভাবলেন, ঐ কবিতার ঘা মেরেও হয়নি, তার উপর আবার—কিন্তু আমিও ঘোর অন্যায় করেছি, কবিতাটা আমিই তো বোকার মতন এনে দেখালুম!"

সুচারু ঈষৎ বিস্ময়ে সুরুচির অনুতপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, "তুমি ত অনেক দূর দেখতে পাও সুরুচি! অথচ কতই বা তোমার বয়েস। কিন্তু আমি যে এখন কি করবো কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছিনে।"

গভীর বিরক্তিপূর্ণ আশঙ্কায় সুচারুর মুখের প্রত্যেকটি রেখা আবার কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সে অর্দ্ধস্ফুটভাবে উচ্চারণ করিল, "উঃ! কেন মরতে ওটাকে এবাড়ীতে ঢুকিয়েছিলুম। আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"আপনার কি অপরাধ?—দেখুন, মেয়েমানুষের মতন ব'সে ব'সে কাত্‌রাবেন না। চলুন দিদির কাছে যাই, দিদি যদি বলে, না হয় ওঁকে খুঁজে বের ক'রে ডুয়েলই লড়বেন। মনে হয় দিদি তা' বলবে না, দিদিকে আপনি বড্ডই অবিচার করছেন, ও অত ছোট নয়'।"

সুচারু দুঃখের হাসি হাসিয়া ফেলিল,—"কি যে তুমি বল সুরুচি! ডুয়েল লড়বো কা'র সঙ্গে?—ঐ অহিংস অপদার্থটার; সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাব? লোকে যে গায়ে থুথু দেবে।"

"তা' হ'লে আর উপায় নেই কিচ্ছুই! আপনি বসে থাকুন, আমি দেখে আসি,—আমার মনে হয়;—যাক্, দেখাই যাক্ না।"

সুরুচি চলিয়া গেল, সুচারু ব্যর্থ রোষে জ্বলন্ত চিত্তমন লইয়া বসিয়া বসিয়া অনিমেষের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। বন্ধুর ব্যবহারে নিজের প্রতিও তার যেন ধিক্কারের সীমা রহিল না।—অত্যাধুনিকা মনীষা একেই তাকে একটু যেন পাড়াগেঁয়ে ভাবে, তার উপর এই ব্যাপার। তার যেন ওর কাছে মাথা কাটা গেল। সে নিশ্চয় ঘৃণার সহিত ভাবিবে, তার এমন একটা অভব্য ও অসভ্য বন্ধু। ছি! ছি! ছি!

মনীষা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। তার মনে হইল সেজের বাতি পাঙ্গাস-মুখে যেন ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া আছে। আকাশের তারাগুলিকে যেন উৎসব-নিশার শেষ প্রহরের নিবিয়া-আসা বাত্তির আলোর মতই স্তিমিত দেখাইতেছে, বাহিরের মত চিত্ত তার ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে, কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না, অথচ কিছুই যে ভাল লাগিতেছে না, এ কথাটাও সুস্পষ্ট নয়। অনিমেষ আর আসে নাই। কেন আসে না সেকথা অস্পষ্ট নহে। সে কোথায় আছে, কি করিতেছে, মনীষা জানে না। তার জীবনের—জীবনব্রতের কতটুকুই বা জানে সে? হঠাৎ আসা একটা উপদ্রবের মতই তার এ-বাড়ীতে আসা যাওয়াকে সে অবজ্ঞা মিশ্রিত সংশয়ের চোখেই দেখিয়াছে। দীনহীন একটা ভিখারীরও এ সংসারে যে দর আছে, মনীষার কাছে এই সখের-ভিখারীদের সেটুকু মূল্যও নাই। এই ভিখারীর দেশে—যে দেশে মানুষের গড়পড়তায় দৈনিক আয় ছয় পয়সা, সে দেশে ইচ্ছা-সাধে উপার্জ্জনক্ষম শিক্ষিত ছেলেরা উচ্চপদ এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া ভিক্ষালব্ধ চাল-পয়সায় দেশোদ্ধার করিতে বসিবে—এ তার অসহ্য! মানুষ না কি সত্য করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায় না, তাই রক্ষা,—মুখ দেখায় এরা কেমন করিয়া? সমস্ত সভ্য জগতে এদের এ ক্ষ্যাপামীর এবং বোকামীর আলোচনাটা কত বড় নির্ম্মম ভাবেই না জানি হয়?—অনিমেষকে তাই মনীষা প্রথম হইতে ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে নাই। পাছে সুচারুর বন্ধুর

প্রতি এত বড়—অবজ্ঞাটা প্রকাশ পায়, তাই তার সান্নিধ্য সে পরিহার করিয়াই চলিতেছিল; কিন্তু—হায়,—কে' জানিত প্রকৃতিরও একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে,—প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর কাহারও চেয়ে কম নয়! তাই যেখান হইতে অত বড় আঘাত খাইল, সেই ধৃষ্ট আঘাতকারীর জন্যই মন তার অশান্তিতে জ্বলিতে লাগিল।

মনীষার তীব্র অবহেলাকে তীব্রতর তিরস্কারে প্রত্যাঘাত করিয়া অনিমেষ যেদিন মনীষার চোখের সাম্‌নে একটা গর্জ্জমান অশনির মতই ছুটিয়া চলিয়া গেল, মনীষার মনটাকে সে যেন গভীরতর বিস্ময়ের তলা হইতে নাড়িয়া দিল। সবিস্ময়ে সে ভাবিল,—এই কি দীন ভিখারী?—না এ একজন মুকুটবিহীন সত্যকারের রাজা! সেদিন চায়ের টেবিলে সুচারুকে নিরুদ্যম এবং আহার্য্য গ্রহণে অনিচ্ছুক দেখিয়া মনীষাই প্রথম কথা কহিল, সহজ প্রশান্ত মুখেই প্রশ্ন করিল, "কিছুই যে খাচ্চেন না, শরীর ভাল আছে ত?"

সুচারু মনীষার শান্ত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া উত্তর করিল,—"শরীর ভালই আছে, কিন্তু আজকে যা' ঘটে গেল এবং এ বাড়ীর অতিথি ব'লে তার কোন প্রতীকার পর্য্যন্ত যখন এ বাড়ীতে ব'সে করতে পারা গেল না, তখন থেকে—"

মনীষা অত্যন্ত সন্তর্পণে মৃদু হাসিয়া শান্ত স্বরে বাধা দিল, "আহারে রুচি নেই? কিন্তু চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত নাই বা খেলেন? আজ ভাল ক'রে এই কেক-সন্দেশটা করিয়েছিলুম, খেয়ে দেখুন মন্দ লাগবে না! রুচি ভাই। শুনিস্‌নি, আর একটা দিয়ে দে—"

সুচারু অবাক্ হইয়া গেল। অনিমেষ-কৃত ওই অপমানটা সে তবে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে! নিজের মনকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিল, "এর মানে কি?" এর পর মনীষার বিরাগ-বিরূপতা সহস্রগুণে বাড়াইয়া তাকে

প্রতিবিধিৎসা-পরায়ণা করিয়া তুলিবে, এই কল্পনায় সুচারু যে আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

একি নির্লিপ্ততা? না কি মনীষা হয়ত তাকে প্রতিশোধেরও অযোগ্য ভাবিয়াছে?

সুচারুর ইহাতেও কিন্তু সুখ হইল না।—যতই হোক, তার বন্ধু তো সে, সেকি এতই তুচ্ছ, যে তার উপর রাগ করাও চলে না?

দিন কাটিতে লাগিল।—সুচারুর নিজের জমিদারীতে কর্ম্ম কাজ পড়িয়াছে, এই হেতু তাহাকে ঘন ঘন চলিয়া যাইতে হয়। এ দিকে মনীষাদের যে কিছু জমিজমা বাগানবাড়ী আছে, সে সকলের বিলি ব্যবস্থা করার ভারও সুচারুরই উপর। চলিয়া গিয়াও সুস্থির থাকার উপায় নাই,—সেই আসা যাওয়ার ধাক্কায় তাকে যেন বিব্রত করিয়া তোলে। কোনকালে বেশী খাটা তার অভ্যাস নাই, সুচারু বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন মাসীমাই কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "এমন ক'রে তোমারও অসুবিধে, আর আমিই বা এদের নিয়ে এখানে কত কাল ব'সে থাকবো? জামাইদাদার উইলের হিসেবে সুরুচির বিয়ে না দিয়ে মনীষার বিয়ে ত হবে না। তুমি বাবা! রুচির জন্যে কৈ কি করচো? ভাল ছেলে একটি আন্‌তে পারলে না বাপু?"

সুচারু কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকিল সুরুচি। সুচারু অম্‌নি কথা বদল করিল, হাসিয়া বলিল, "ভাল ছেলে হলেই ত হবে না মাসীমা! আপনি যে বলেচেন, ঠিক আমার মতনটি চাই, তা' আমার জোড়া মেলাতে পাচ্চি কই? তার চাইতে ইচ্ছা করেন ত আমাকেই না হয় ওকেও দিয়ে দিন, আমি নিতে রাজী আছি।"

"যান্"—বলিয়া সুরুচি ঠোঁট ফুলাইয়া সবেগে প্রস্থান করিল। সেই

দিকে চাহিয়া দু'জনেই হাসিলেন। তার পর সুরুচির মাসীমা বলিলেন, "তোমার মতনই যে আবার একটি পাব এতটা আর আশা করিনে"। মন্দ না হলেই হলো।—আচ্ছা, অনিমেষ ছেলেটি ত ভাল, ও কি একান্তই বিয়ে করবে না? তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ না, চারু! আমার মনে হয়, যেন রুচিরও ওর ওপরে একটা টান পড়েচে।"

সুচারু একটু হাসিল, তার পর তার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, সে ভাব দমন করিয়া উত্তর করিল, "আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি, আর সেই জন্যে আমি নিজেও তাকে এ কথা বলতেও গেছলুম, —কিন্তু মাসীমা!—ও যেমন উৎকট স্বদেশী, ওর হাতে মেয়ে দেওয়া কি সঙ্গত হবে? কোন্ দিন কি ওর কপালে আছে কিছুই ত ঠিক নেই। দু'বার জেলে ঢোকা ত ইতিমধ্যে ওর হয়েই গ্যাছে।"

মাসীমা বোধ করি এ সব কথাও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, উত্তর দিতে দেরী হইল না, বলিলেন, "ও ত' আর এনার্কিষ্ট নয়। জেল খেটেছে ত সত্যাগ্রহ করে। এখন ত দেশের কাজ করে বেড়ায়, সে ত ভালই। ক্ষতি ত কিছু গবর্ণমেণ্টের করছে না। পড়ো জঙ্গল সাফ ক'রে বরং ওদেরই রাজত্বের প্রজাদের বাঁচ্‌তে দিয়ে খাজনা দেবার লোক বাড়াচ্চে, এর জন্যে ওকে তাদের বক্‌শিস করাই ত উচিত ছিল। তা' ঘরেও ওর কিছু আছে শুনলুম, দেখতেও মন্দ নয়, আর স্বভাবটি ত দেবতুল্য।"

মনীষা একখানা বই হাতে ঘরে ঢুকিল, "টেনিসনের এই কবিতাটা—কে'—দেবতুল্য' মাসীমা?"

সেদিনকার সেই সঙ্ঘর্ষের বার্ত্তা মাসীমা জানিতেন না, তখন তিনি ছিলেন কলিকাতায়।—তাই নিঃসঙ্কোচেই কহিলেন, "কেন, আমাদের অনিমেষ—খাসা ছেলে না? বলছিলুম কি, রুচির জন্যে চেষ্টা করলে কি রকম হয়?"

মনীষা কিছু বলার আগেই সুচারু তার বন্ধুর মান বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, মাসীমা! তাকে কেন এর মধ্যে টান্‌চেন। সে বিয়ে করবে না—মিথ্যে কেন বলতে গিয়ে অপমান হওয়া।"

মনীষা তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত কহিয়া উঠিল—"ইস্‌!—কা'কে বিয়ে করবে না?—রুচিকে? আপনার বন্ধু যত বড় ভীষ্মদেব হোন রুচিকে অগ্রাহ্য করবার মতন মহাপুরুষ এখনও জন্মান নি!"

এর পর কি আর কথা চলে। বিশেষতঃ যাকে ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয়া ঘরকরনা করিবার আশা রাখিতে হয়,—তথাপি যদি বা সুচারু দু'টো কথা গুছাইয়া আনিতেছিল, তা মনীষা তাকে বলিবার সুযোগই দিল না। সাহঙ্কারে বলিয়া বসিল,—"বাজি রাখুন,—আমি আপনার ব্রহ্মচারী-বন্ধুটিকে মাসীমার জামাই যদি করতে না পারি, আমার নাম বদ্‌লে ফেল্‌বো,—কিন্তু তিনি ত আর আমাদের বাড়ী মাড়ানই না।" —বলিতে বলিতে মুখটা তার গম্ভীর হইয়া আসিল।

মনীষা তবে তাহাকে সত্য সত্যই ক্ষমা করিয়াছে? সুচারু সানন্দে বলিয়া উঠিল,—"আপনি যদি অনুমতি করেন, ডেকে আমি তাকে আন্‌তে পারবো—কিন্তু—"

"কিন্তু কিসের সুচারুবাবু! আমি যে বাজি রেখেছি, 'কিন্তু' হ'লে ত আর চলবে না। ওঁকে ডেকে দেবেন, আর আমাদের উদ্দেশ্যের কথাটি ওদের দু'জনকার কাছেই উহ্য রাখবেন। তার পর দেখে নেবেন, ব্রহ্মচারী চেলির জোড় পরেছেন, মাথায় উঠেছে তাঁর সোলার টোপর।" —মনীষার সস্মিত মুখে গৌরবের দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই সম্ভাবনার চিন্তায় মনীষার অশান্তি-পীড়িত চিত্ত যেন নূতন আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। আসল কথা নিজের প্রতি যাদের একটু শ্রদ্ধা

আছে অপরের কাছে এতটুকু অশ্রদ্ধাও তারা সহ্য করিতে পারে না, সে যেই হোক, তার মন হইতে অশ্রদ্ধার দাগটা মুছিয়া দিতে মন ব্যগ্র হইয়া উঠে। মনীষারও সেই দশা ঘটিয়াছিল। অনিমেষের সুস্পষ্ট অবজ্ঞা তার গায়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে, তার কথার হুল তার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, যে আঘাতটা প্রত্যাঘাতের দ্বারা পাওয়া যায় ফিরাইয়া দিবার যেখানে রাস্তা নাই, সেটার ব্যথা বড় বেশী জোরে বাজে। তার উপর মনীষা অনেক প্রকারেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে, সব দিক দিয়া তার বিবেক তাকেই দোষীর আসন দিয়াছে, তার প্রতি-পক্ষকে সে দোষ দিতে পারে নাই। তাই তার সুভদ্রচিত্ত নিজের অশিষ্টাচারের একটা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত খুঁজিতেছিল। অন্যের আহত-মনুষ্যত্বের হাত দিয়া যে প্রত্যাঘাত সে পাইয়াছিল তাকে যেন পর্য্যাপ্ত বোধ হইতেছিল না, অথচ অনিমেষ যে আর এ বাড়ীতে ঢুকিবে এমন আশাও সে করিতে পারে না,—তাই ইহারই সম্ভাবনা তাহাকে পুলকিত করিল, আর সেই সঙ্গে একটা মহৎ-প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ করিয়াও তুলিল। মনীষা তাকে দেখাইবে, তাদের বাহিরে যা দেখায় তারা তার অনেক উপরে।—হ্যাঁ, নিজেদের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া সে তাকে তাদের কাছে নতি স্বীকার করাইবে। তপস্যালব্ধ-ফলের মতই তার বোনকে এক দিন সে যাচ্ঞা করিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

এই চিন্তার মধ্য দিয়া মনীষার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

পদ্মমালার ছোট্ট পুকুরটি নূতন জলে টৈ-টুম্বুর না হইলেও অনেক জল উঠিয়াছিল। বর্ষাকালে নিশ্চয়ই সে ভরা-পুকুরে সাঁতার কাটিবে। বাসনমাজা, কাপড় কাচা সমাধা করিয়া সে হাতের কালি উঠাইতে উঠাইতে গুন্ গুন্ করিয়া যে গান করে, তান লয় যেমন তেমন হোক, মানসিক সরসতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আর তার কোন অভাব রহিল না, যেটুকু ছিল, নূতন দাদার কৃপায় পূর্ণ হইয়াছে।

মায়ের কিন্তু কি যে রোগ, উঁকি দিয়াও এত আরাধনার পুকুরটিকে একবার দেখিতেও সাধ গেল না! পদ্মর তুলিয়া আনা ঐ এক কলসী জলে কাক-স্নান সারিয়া কি সুখই যে পান। আভাও্ করিয়া অবগাহন স্নান,—সে যে কত আরামের মার কি তার কোন ধারণাই আছে? এমন আশ্চর্য্য মানুষ তার মার মতন সে আর কখন দেখে নাই। পাড়ার যত বাড়ীর মেয়ে বউ গিন্নি-বান্নি তাদের পুকুরে স্নান করিতে জল আনিতে কতবারই আসিলেন। 'প্রাতর্বাক্যে' তাকে আর তার অনিমেষ-দাদাকে আশীর্ব্বাদ কি কম করিয়াছেন, নিজের মা কিন্তু ভুলিয়াও একটা কথা কহিলেন না। সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও —অনিদা' যে কয়দিন খাইতে আসিল, সাম্‌নে আসিয়া ভাত-ব্যঞ্জনটা ধরিয়া দিয়াও গেলেন না। তিনি কি ভাবিলেন? পদ্মর যে মা আছেন সে ত তিনি জানেন, পদ্মর মুখেই তো শুনিয়াছেন। মনে কি ভাবিলেন না যে ঐ মা লোকটি বড় ঠ্যাকারে? ছেলের মতন বয়সী তার সাম্‌নে বাহির হইয়া দু'টি কৃতজ্ঞতার কথা যদিই বলিতেন, কি এমন দোষ হইত?

যাক্ দুঃখ করিয়া লাভ নাই। পদ্মর মা পদ্মর কোন্ সাধটা মিটিতে দিয়াছেন? পাড়ার সব্বাই পদ্মকে কত ভালবাসেন, দেখা হইলে আদর করিয়া কথা ক'ন, বাড়ী না গেলে দুঃখ করেন, আর তার মা,—লোকে তাদের বাড়ী আসিলেও "হাঁ, না," ছাড়া কথাই কন্ না। সেটুকুও পরিহার চেষ্টায় সরিয়া পালান। ক্ষোভে দুঃখে পদ্মর যেন মরিতে ইচ্ছা করে,—কেন যে মা অমন করেন।

জগবন্ধুর চোখের দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি আরও খানিকটা ক্ষীণ হইয়াছে, রুক্ষ অভদ্রমেজাজ আরও বেশি কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে। আহার এবং আরামের এতটুকু ত্রুটি কোন দিনই সহে না, এখন এক মিনিটের ব্যতিক্রমে আগুন জলিয়া উঠে। ঠাকুরসেবা যেমন করিয়া না করে, এই অপদার্থ লোকটাকে তারও বাড়া করিয়া পদ্মমালা সেবা করে, তথাপি বিন্দুমাত্রও কৃতজ্ঞতা নাই। মুখ ধোয়ার, চা খাওয়ার, ভাত খাওয়ার তাগিদ রাত পোহানর আগে আরম্ভ হয়, সারাদিনই চলে। চোখ কান যতই যাইতেছে, জঠরাগ্নি ততই বৰ্দ্ধিত হইতেছে। দিন নাই, রাত নাই ডাক পড়িতেছে—

"পদি! এই মুখপুড়ি-ছুঁড়ি!—গেলি কোথায়? যমে তোকে নিয়েচে?"

পদ্মমালার বিরাগ নাই। হাসিমুখে ছুটিয়া আসে,—জবাব দেয়, "কি দাদা? এই যে আমি।"—কানের কাছে চীৎকার করিয়া বলিতে হয়।

"মরনি তো কচ্ছিলে কি? চুলোর দোরে গিছ্‌লে? বুকে অছেলা বাঁশ দিয়ে ডল্‌তে হয়। অমন মেয়ের মাথা কামিয়ে মাথায় পাটের চাষ করতে হয়।—দে' ভালখাকি! শীগ্‌গির একছিলিম তামাক দে',—ছুটে যা' যাঁ', যা,—দৌড়ো ;—"

অনিমেষ এই সম্ভাষণ প্রায়ই শোনে। এদের বাড়ী তাকে প্রায়ই আসিতে হইয়াছে পুকুর কাটার জন্ম। পরেও মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রথম মাসে আসে, পদ্মদের বাড়ী জল খাইয়া কদাচ ভাত খাইয়াও যায়। মনীষার সহিত সেই আকস্মিক সংঘর্ষের পর সে বাড়ীতে তো যায় নাই—'মুঠিয়া' আনিতেও লোক পাঠায় নাই। একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া যা'দের সেটা অপব্যয় বলিয়া সন্দেহ হয়, অপব্যয়ের ব্যথা বুকে বাজে, সেই ঘরের দান নিয়া সুমহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করাও চলে না। ডোম চামারের মুচি মেথরের দান সে মাথায় বহিয়া আনে কিন্তু মনীষার যেখানে অংশ আছে—সেখানকার তণ্ডুল কণিকাটিতেও তার প্রবৃত্তি নাই। মধ্যে মধ্যে সুরুচিকে মনে পড়িয়া মনটাকে একটু অসুস্থ করিয়া দেয় আর তখনই সে তার প্রতিরোধ চেষ্টা-কল্পে পদ্মমালার কাছে আসিয়া সেই আক্ষেপ মিটায়। দু'জনকে মনে মনে তুলনা করে। সুরুচির সুসংযত স্বভাব অনবদ্য!—কিন্তু পদ্ম মেয়েটিও বড় কম নয়। শ্যামলা মুখে হাসিটি লাগিয়া আছে, অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি সেবা তৎপরতা তেমনি, আর সব্বার উপর অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। এ যেন সিদ্ধিপ্রাপ্তা—সাধিকা,—আরূঢ়-পতিতা পরমা বৈষ্ণবী।

একদিন প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা ভাই পদ্মদিদি! উনি তোমায় অত গাল দেন, তোমার রাগ হয় না?"

পদ্ম পচা পুকুরের স্মৃতিচিহ্ন একছড়া পদ্মবীজের মালা গাঁথিতেছিল, হাসিয়া কহিল, "রাগতো হয় না।" মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কহিতে লাগিল, "আর হবেই বা কেন? আমি তো জ্ঞান হয়ে থেকেই ঐ রকমই শুনে আস্‌চি। অভ্যেস হয়ে যায় না?"

অনিমেষ বিস্মিত হইল, "তাহলে বুড়ো হয়ে ভীমরতী হয়নি, স্বভাবই ঐ?"

যথাকার্য্যে রত রহিয়া পদ্ম কহিল, "তাই হবে হয়ত!—শুধু গাল নয়, মারও ঢের খেয়েচি,—আমি গাল খেলে কিম্বা মার খেলে মা বড় কষ্ট পান সেই জন্যেই আমার দুঃখ হয়, নৈলে ও এমন কিছু মনেও হয় না।"

"মা কিছু বলেন না কেন ?"

পদ্ম একটুখানি হাসিল, কহিল,—"আপনি ক্ষেপেচেন! মা কি করে বলবে? মা কি ওঁর সঙ্গে কথা কয় না সাম্‌নে বেরোয়? আর বলতে গেলে কিনা মাকেই রেয়াৎ করতেন। এম্‌নিতেই আমার জন্যে মাকে কি কম গাল দেন।" বলিতে বলিতে পদ্মর নবকিশলয় শ্যাম শান্ত মুখখানি গভীর বিষাদে ডুবিয়া গেল। পাতা ঢাকা ফুলকলির মত আনত চোখ দু'টিতে জল ভরিয়া আসিল, পড়ে পড়ে হইল, কিন্তু পড়িতে দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল,—

"ওসব কথা যেতে দিন 'নতুনদা'! কি কর্ব্বেন বুড়ো মানুষ, আমরা ছাড়া ওঁর আছেই বা' কে, রাগ দুঃখু যা' হয় আমাদের উপরই ঝাড়েন। আমার বাবা থাকলে হয়ত ওরকম করতেন না। তিনি হয়ত আমায় ভালই বাসতেন, আর উনিও হয়ত বাসেন,—রাগী মানুষ কিনা রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।"

অনিমেষ মনে মনে যাই বলুক মুখে আর কিছু উল্লেখ করিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল,—"উনি জমিদারী সেরেস্তার নায়েব ছিলেন না কি ?"

আশ্চর্য্য হইয়া পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে জান্‌লেন? আমি বলেছিলুম বুঝি ?"

অনিমেষ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল, "বলে থাকো তো সে আমার মনে নেই। ওঁর ঐ 'বুকে বাঁশ দিয়ে ডলা,' আর 'মাথায় পাট

বোনার' হুঙ্কার শুনে মনে হলো। নীলকুঠির দেওয়ান নয়,—তাহলে 'নীল বোনার' কথাই বলতেন।"

শুনিয়া পদ্ম খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি যেন কি! আচ্ছা জমিদারের নায়েবরা সত্যি করেই কি তাই করে নাকি? মানুষ হয়ে মানুষকে অত কষ্ট কেমন করে দেয়?"

অনিমেষের ঠোঁটের কাছে জবাব আসিল, তোমার ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করো।—তা' কিন্তু সে বলিল না, শুধু বলিল, "মানুষ অনেক রকম আছে দিদি! দেবত্বও মানুষের তৈরি পিশাচত্বও তার সৃষ্টি। যে মানুষ পরের জন্যে হাসিমুখে প্রাণোৎসর্গ করে আর যে মানুষ হাসি মুখে পরের বুকে ছুরি বসায় সে দু'জন কি এক? কত লোক আছে সামান্য একটু বিষয়ের লোভে নিজের ভাই ভাইপোকে বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলে, ভেবে দেখে না সে সম্পত্তি সে হাজার চেষ্টা করলেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্ব্বে না, এইখানেই ফেলে যেতে হবে। সঙ্গে যাবে মাত্র সেই সযত্নে-অর্জ্জিত পাপ"—

দু'জনেই চমকিয়া উঠিল, তাদের পিছনে দরমার বেড়া দেওয়া গোয়াল ঘরে হয়ত কেহ গাইকে জাব দিতে ছিল, একটা মৃদু অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে যেন আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আধখানা গাঁথা মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পদ্মমালা বিবর্ণমুখে উঠিয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ;—

"কি হবে নতুনদা! মার বোধকরি ফিট হলো।"—

দু'জনেই গোয়াল ঘরে ছুটিয়া আসিল, পদ্মর অনুমানই ঠিক!—সেই নোংরা ঘরের অপরিচ্ছন্ন ভূমিতলে বাস্তবিকই একজন আধা বয়সী বিধবা স্ত্রীলোক উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। অনেক কষ্টে তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া পদ্মর আনা জল লইয়া চোখে মুখে সিঞ্চন করিতে করিতে

অনিমেষ দেখিল, মানুষকে আগুনে ফেলিয়া ঝলসাইয়া লইলে তার চেহারা হাজারো ভাল হইলেও যেমন বিকৃত হইয়া যায়, এঁরও কতকটা যেন তেমনই হইয়াছে। মুখে চাকা চাকা ঘায়ের দাগ, দু'খানি হাত ভাতের ফেনে পুড়িয়া গেলে যেমন বিকৃত বিরূপ হইয়া যায় তেমনই, এ সব সত্ত্বেও একদিন যে তাঁর রূপ ছিল, তার সাক্ষ্য তাঁর চেহারাতে আজও অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে।

অনিমেষ ছাড়িল না,—প্রাপ্ত-সংজ্ঞ, দুঃসহ ক্লান্তিভরে অর্দ্ধাবসন্না ক্ষীণকায়া মহিলাকে সে সযত্নে কোলে তুলিয়া শোবার ঘরে লইয়া আসিল। পদ্মর সহায়তায় তাঁকে সেবা যত্নে অনেকখানি সুস্থ করিয়া রাখিয়া যখন বিদায় লইল, তখন মৌনব্রতী পদ্মর-মাকে বাধ্য হইয়াই তার আব্দারে স্বীকার করিতে হইল, এবার যেদিন সে এখানে খাইবে তাঁকে নিজে বসিয়া খাওয়াইবেন। কথা কহিয়া নাহোক ঘাড় নাড়িয়াও সম্মতি না দিয়া পার পাইলেন না। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা হইয়া ছিল এ রকম আরও কতবার হইয়াছে, পদ্মর মুখেই সে খবর অনিমেষ পাইয়া ছিল। এবার যে দিন আসিবে একটু মকরধ্বজ আনিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে স্থির করিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। সমস্ত সহরের কাজ সারিয়া পদ্মর ওখানে ভাত খাইয়া একটুখানি বিশ্রামান্তে অনিমেষ যখন তাদের বাড়ী হইতে বাহির হইল তখন গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের প্রতপ্ত সূর্য্য কিরণ সায়াহ্নের অভিমুখী হইয়া তীব্র দাহজ্বালাকে পরিহার করিয়াছে। ওধারের মাঠের শেষের বড় বড় গাছের মাথায় শেষ বেলার ঈষৎ পীতাভ রৌদ্র সবুজ পাতার উপর স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিতেছিল। আকাশের নীল রংয়ের উপরে সাদা মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে যেন স্বর্ণ বৃষ্টি করিতে করিতে। পথের দু'পাশে ছোট ছোট বেত বন আর ঘেঁটুর জঙ্গলটা ঘন সন্নিবিষ্ট

শ্বেতপুষ্পস্তবকে ভরা ঝোঁপঝাড় সোনার রংয়ে যেন উজ্জ্বল মসৃণতা লাভ করিয়াছিল। একটা আম গাছের পত্ররাশির ভিতর আত্মগোপন করিয়া একটা বড় পরিচিত পাখী একাদিক্রমে মিনতিভরা স্বরে ডাকিয়াই চলিয়াছিল;—

বউ কথা কও,—বউ কথা কও—বউ কথা কও।—পিছনে কে' তার নাম ধরিয়া ডাকিল।

স্বর চেনা, কিন্তু ডাক অপ্রত্যাশিত; মুখের উপর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আকস্মিক একটা আনন্দের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। ফিরিয়া দেখিল,—শুধু সুরুচিই নয় সঙ্গে তার আরও একজন আছেন?—কে?—মুহূর্ত্তে সেই হাসিমুখ তার গাম্ভীর্য্য-বিরস হইয়া উঠিল। মুখের সমুদয় পেশীগুলি কঠিন ভাব ধারণ করিল। অনিমেষ চিনিল, সেই আর একজন সুরুচির দিদি মনীষা। যত অল্পকালের দেখা হোক,—একবার যে ইহাকে চোখে দেখিয়াছে সে কখন চিনিতে ভুল করিবে না। বিদ্যুৎ আকাশের গায়ে নিমেষেরই দেখা দেয়; কিন্তু পৃথিবীর অধিবাসী তাহাকে চিরদিনের মতই চিনিয়া রাখে।

সুরুচি কাছে আসিয়া প্রণাম করিল। অনিমেষের ইচ্ছা ছিল না যে দাঁড়ায়। কিন্তু ভদ্রতা বিরুদ্ধ হয় বলিয়া অগত্যা সুরুচির প্রণামের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ হিসাবেই বোধ করি মৃদু শিথিল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ?"

সুরুচির একান্ত আগ্রহে তাকে আর "আপনি" বলে না।

সুরুচি কি বলিতে যাইতে ছিল বাধা পড়িল। মনীষা পিছন হইতে সাম্‌নে আসিয়া তার লাবণ্য-ললিত দেহলতা ঈষন্নমিত করিয়া দু'টি পুষ্পপুটতুল্য হাত কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে নমস্কার জানাইল,

তারপর অনিমেষকে বিস্মিত, এমন কি স্তম্ভিত করিয়া দিয়া এক কল-ঝঙ্কারী কণ্ঠ কানে তার বাজিয়া উঠিল ;—

"ভাল বুঝি শুধু ও একাই থাকতে জানে ? আমরা বুঝি জানিনে' ?"

বাস্তবিকই মনীষা অনিমেষকে পরাভব করিয়াছে! সে দিনের সেই প্রকাশ্য অপমানের পর,—নাঃ—সত্যই এরা অদ্ভুত! অনিমেষের এত দিনকার সযত্নপোষিত সমুদয় অভিমান যেন এক মুহূর্ত্তেই ঝরিয়া পড়িল। সেই স্থানে জাগিয়া উঠিল একটা তীব্র অনুশোচনা।—মনীষা তার হাতের লেখার পাতায় কা'র সম্বন্ধে কি লিখিয়া রাখিয়াছে, সে তাকে দেখিতে ডাকে নাই,—সুরুচিকেও কবিতা-আবৃত্তি করিতে শিখাইয়া দেয় নাই, অথচ তার জন্য অনিমেষ যা' করিয়াছে বাস্তবিকই কি তাহা ক্ষমার্হ ? বিস্মিত স্মিত মুখে সে প্রতি নমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিল ;—

"জানেন নিশ্চয়ই,—কিন্তু আমার কি তা' জানবার অধিকার আছে মনীষা দেবি ?"

মনীষা ভাল মানুষের মত মুখটি করিয়া জবাব দিল,—

"অধিকার বুঝি ঐ একটি জায়গাতেই কায়েমী করে নিয়েচেন ?"

অনিমেষ এ বিদ্রূপের অর্থ বোধ করিয়াও না বুঝিবার ভাণে ঈষৎ হাসিয়া সস্নেহ চক্ষে সুরুচির হঠাৎ রাঙ্গা মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—

"উনি যে আর জন্মে আমার ছোট্ট বোনটি ছিলেন,—না সুরুচি ?"

শুনিয়া সুরুচি নত নেত্র তুলিয়া কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টি দিয়া বক্তার পানে চাহিয়া দেখিল, তার বুকের মধ্যে একটি পরম পরিতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল মুখে তার ছায়াখানি মাত্র ফুটিয়া উঠিল,—মুখ ফুটিল না।

মুখ ফুটাইল মনীষা,—হাসিয়া কহিল,—

"আর জন্মের সম্পর্কটাকে এজন্মে যত খুসী ঝালিয়ে তুলুন কোন আপত্তি নেই ;—কিন্তু এটাও স্মরণ রাখবেন, আর জন্মের বোনেরও এ জন্মের দুটো একটা বোন-টোন দিদি-টিদিও থাকে। চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক্,—পথে দাঁড়িয়ে অধিকার-সাব্যস্ত করাটা অনধিকার চর্চ্চা হয়ে পড়চে না পথের লোকের কাছে ?"

অনিমেষ চমৎকৃত হইল।—এই মনীষা ? ইহাকে সে কতই কালির রংয়ে ছোপাইয়া ছিল।—বিলাস-লালিতা সে হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতি তো কই তার হীন নয়। নিজের অশিষ্টাচারের লজ্জা ভিতরে ভিতরে ছিলই, অপরাধ বাড়াইতে ভরসা করিল না।

সুরুচি আর মনীষার মধ্যে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য থাকিলেও এদের ভিতর যে অনেকখানি বৈসাদৃশ্য আছে অনায়াসেই তা' চোখে পড়ে। সুরুচি মেয়েটি শরৎকালের জ্যোৎস্নার মত সুন্দর ও স্নিগ্ধ। কিন্তু মনীষা তা' নয়, তার রূপ বিদ্যুৎশিখার মত তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল,—বাহিরে যেমন ভিতরের দিক্ হইতেও দু'জনকার প্রকৃতি বিভিন্ন। একটি যেন সুধীরা জাহ্নবী, অপরা কল-কল্লোলিনী যমুনা।

অনিমেষ যতই হোক মানুষ,—না হয় সাধারণ মানুষের এক ধাপ উপরেই,—এই চিত্তাকর্ষণ-কারিণী বোন দু'টির দু'রকমের আকর্ষণের ফাঁদে তাকে জড়াইয়া ফেলিতেছে জানিতে পারিয়াও সে কতকটা এদের রূপে গুণে এবং অনেকটাই এদের বিদ্যা বুদ্ধি সরলতায় এবং চটুলতায় আপনাকে স্বেচ্ছাবন্দী হইতে দিল। রবিবারটা তার ফাঁক পড়ার উপায় রহিল না।—কখন এই মনোভাবটিকে সে ক্ষমার চোখে দেখে কখনও বা লজ্জা পায়। বিপন্ন চিত্ত অনুযোগ করিয়া বলে,—কি আপদ! ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে তোমার এ'কি আসন পাতা?—না, এ সাজে না,—এ অন্যায়!—কিন্তু সকল যুক্তিরই বিরুদ্ধ যুক্তি আছে,—সে দিক্ হইতে সেও প্রতিবাদ চালায়, বলে,—কেন? ক্ষতি কি? আসাতো আমার কাজেরই উপলক্ষ্যে। না হয় সেই সঙ্গে এদেরও একটু দেখিয়া যাই। যত্ন করে, স্নেহ করে, তার কি কোন দাম লাগে না? আর শুধুই ত মৌখিক যত্ন নয়,—তিনটি হাঁড়ি ভরিয়া চাল দেয়, দু'বোনে মাসিক দশ টাকা করিয়া আর মাসীমা দেন পাঁচটি টাকা। তা ছাড়া সুচারুও বেশ মোটা রকম দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।—এগুলা? এ

সব কি এদের সঙ্গে মেলামেশা না করিলে পাইতাম? এ তাদের সাত্ত্বিক দান নয় রাজসিক।—নিষ্কাম কর্ম্মের খাতির এর সঙ্গে নাই আছে বন্ধুত্বের খাতির,—এটুকু তার দিক্ দিয়া পরিশোধ করা অকর্ত্তব্য নহে।

তা' যেমন করিয়াই হোক একটা মোটামুটি রফা সে মনের সঙ্গে করিয়াছিল এবং সেটা কাহারও পক্ষে প্রতিকূল হয় নাই।

এক দিন সে মনীষার কবিতার খাতা দেখিতে চাহিলে মনীষা আরক্ত মুখে সবেগে বলিয়া উঠিল,—"আপনি বুঝি সন্দেহ করছেন আমি আবারও আপনার নামে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌ছি?"—তার পর ত্বরিতে উঠিয়া গিয়া খাতাখানা আনিয়া অনিমেষের সামনে ফেলিয়া দিল। তার চোখের দৃষ্টি একটা নিবিড় ভৎর্সনাপূর্ণ বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

হাসিয়া অনিমেষ বলিল, "ধন্যবাদ! আমার নাম যে আপনার লেখনীর মুখে বারে বারেই স্থান লাভ করবে এ দুরাশাকে আমি প্রশ্রয় দান করতে ভরসাও করিনে'। যদি আপত্তি না থাকে ঐ কবিতাটা বাদ দিয়ে আমি আপনার অন্যান্য দু একটা কবিতা দেখতে চাই। সে দিন আপনার কবিতার কি একটা মাসিকপত্রে খুব সুখ্যাতি করেচে শুনলুম।"—খাতাখানার পাতা সে উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

মনীষার রাঙ্গা মুখ তার স্বাভাবিক বর্ণে ফিরিয়া আসিতে ছিল, অপ্রতিভ-স্মিতহাস্যে সে মাথা নত করিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আপনি ত কাব্যের ভক্ত নন', 'লিরিকে'র ত মহা বিদ্বেষ্টা,—আপনার মতে কবিতা লেখা হয় ত পাপ।"

অনিমেষ সহাস্যে কহিল, "ওঃ সেই সুচারুর সঙ্গে তর্ক করেছিলুম? হ্যাঁ—তা' করেছিলুমই ত, সে তাকে বলেছিলুম, আপনাকে নয়! তবে আপনি হয়ত অন্য রকম ভাবতে পারেন।"

কথাটার মধ্যে মনীষাদের ভাবী সম্পর্কের ইঙ্গিত ছিল। মনীষার কানের গোড়া লাল হইয়া উঠিল, সলজ্জ সহাস্তে সে কহিল, "একই বিধি দুই স্থানে বিপরীত হবে কেমন ক'রে?"

অনিমেষ কহিল, "আত্মা যাই হোক, দেহ ত আর এক নয়!—তিনি নর আপনি নারী। নর-নারীর মধ্যে সৃষ্টি শক্তির বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য। আপনি লিখুন সনেট,—তিনি লিখুন মহাকাব্য, তবেই না সৃষ্টিকার্য্যের শৃঙ্খলা অটুট থেকে যাবে।"

মনীষা কহিল, "অর্থাৎ আপনারা করবেন জগতের যত বড় কাজ, আর গরীব বেচারা আমাদের জন্তে প'ড়ে থাকবে আপনাদের কর্ম্মার অযোগ্য টুকি-টাকি এটা সেটা?"

অনিমেষ সুরুচির দিকে ফিরিয়া হাসি-চাপা গম্ভীর মুখে কহিল, শোন সুরুচি!—আমি বলিনি মনীষা দেবী নিজেই বললেন,—কবিতা লেখাটা অ-কাজ।—আমার কিন্তু দোষ নেই।"

মনীষা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি আমি বললুম? আহা! আপনিই ত বললেন, 'পুরুষ লিখবেন মহাকাব্য আর মেয়েরা সনেট'।"

"পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরে তাই চ'লে আসছে। কোন্ দেশে কবে কোন্ মহাকাব্যের লেখিকা নারী দেখান দেখি? ঈশ্বর কোন মহাভার নারীর মাথায় চাপাবার জন্তে তাঁর মাথাকে সৃষ্টি করেন নি, এর জন্তে দায়ী তিনি। একমাত্র যে মহাভার তাঁর জন্তে তৈরী ক'রে রেখেছেন ভেবেছিলেন, সেই হয়ত এঁদের পক্ষে যথেষ্ট!—আর তার জন্তেও ওঁকে দান করতে হয়েছে অপর্য্যাপ্ত রূপে হৃদয়ৈশ্বর্য! হৃদয়ের কাছে হয়ত মাথাটা চাপা প'ড়ে গেছে।"

মনীষা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আপনার এ কথা মানি নে'।

মহাকাব্য মেয়েরা না লিখতে পারেন,—মহামন্ত্র অর্থাৎ বেদমন্ত্র তাঁরাও লিখেছিলেন।"

অনিমেষ কহিল, "অস্বীকার কচ্চি না বেদমন্ত্রর চেয়েও বড় রকম কিছু কিছু এ যুগে এক আধ জন মেয়ে লিখতে আরম্ভ করেছেন,—অর্থাৎ তার চাইতেও কঠিন এবং কঠোর।—তা লিখুন, তবু সে পুরুষেরই ক্ষীণ অনুকরণমাত্র এবং সেই সকল 'মহাবাক্য' মহাকাব্য নয়।"

মনীষা মনে মনে ঈষৎ চটিতেছিল কোন্ মেয়েই বা নিজেদের নিন্দা শোনা পছন্দ করে? কিন্তু আত্মদমন করিয়া উত্তর করিল, "আজকাল দু' এক জন মেয়ে আজকালের অনেক পুরুষের অত্যন্ত বিগর্হিত ধরণের লেখার অনুকরণ করেচেন ব'লে আপনি তাঁদের দোষ দিচ্চেন, কিন্তু প্রভুর অনুকরণ করতে সব্বাই যে স্বভাবতঃ বাধ্য এ কথাটা ভুলে যাচ্চেন কেন? পুরুষ তাঁদের প্রভু-জাতির অনুকরণ করচেন, আর এঁরাও এঁদের' প্রভু-পদাঙ্ক অনুসরণ করচেন এটা কি খুব বেশী অস্বাভাবিক?"

অনিমেষ টলিল না, মনীষা তাহাকে আঘাত করিতে চাহিতেছে বুঝিয়াও সহজ সহাস্য মুখে জবাব দিল, "অস্বাভাবিক হ'লে হবে কেন? স্বাভাবিক বলেই ত হচ্চে। আর এই থেকেই তাঁরা প্রমাণ ক'রে দিতে বসেছেন যে, তাঁদের মধ্যেও স্লেভ-মেণ্টালিটিটি বিলক্ষণই বর্ত্তমান এবং ও জিনিষটি পুরুষজাতিরই একচেটে নয়। আমরা অবশ্য আমাদের মায়ের জাতিকে আমাদের চাইতে বড় বলেই ভাবি কিন্তু তাঁরা যদি বিরুদ্ধ ব্যবহারের দ্বারায় 'তা' না ভাবতে দেন সে অপরাধ নিশ্চয়ই আমাদের নয়।"

মনীষা একটুক্ষণের জন্য নিজেকে পরাজিতা বোধ করিল।

অনিমেষ কহিতে লাগিল, "বাস্তবিক এই যে পুরুষের সর্ব্ববিষয়েরই অনুকরণ এতে কি প্রমাণ করে? নিজেদের চিরদিনের একটা বৈশিষ্ট্য,

একটা সুদৃঢ় শুচিতা, নিজেদের ভাল মন্দ হিতাহিত সম্বন্ধে একটা নিষ্ঠাপূর্ণ অবিচলিত আত্মশ্রদ্ধা, সংযত ও সমাহিত জীবন, তাঁদের মধ্যে এ জিনিষটা কেন ফুটে থাক্‌বে না? নারীর স্খলনই ত হীনচরিত্র অথবা লঘুচেতা পুরুষের কাম্য। নারীর জীবন যতই সত্যনিষ্ঠ, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য রসেভরা, সংযত, ন্যায় ধর্ম্ম ও ত্যাগ-মণ্ডিত হবে, সাধারণ পুরুষের পক্ষে ততই অসুবিধা, তাই না তাঁদের এই রাজনৈতিক চালটি তাঁরা চালাচ্ছেন। নিজেদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ তখনই ভাল ক'রে পাওয়া যায়—যখন অপরকেও সেই অধিকার দান করবার জন্য মন উন্মুখ এবং উদার হয়ে ওঠে, চলার পথে তা'হলে আর বাধা থাকে না। এ কথাটা মেয়েদের বুঝতে পারাই উচিত ছিল যে, তাঁরা ভাজনাখোলা থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়তে যাচ্ছেন।"

মনীষা বলিল,—"অর্থাৎ?"—

অনিমেষ কহিল,—"অর্থাৎ স্বাধীনতা ব'লে তাঁরা যে জিনিষটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইচেন সেটা স্বাধীনতার সৌভাগ্য ত তাঁদের দিতে পারবেই না, পরন্তু অধীনতার যেটুকু শান্তি ছিল তা'ও ঘোচাবে।"

মনীষা একটু উত্তেজিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি তা' হ'লে কি বল্‌তে চান যে, তারা যেমন আছে চিরকাল তেমনই থাকবে? ধোপার গাধার মত মোট বইবার জন্যই তা'দের বেঁচে থাকা, এর আর নড়চড় নেই?"

এবার অনিমেষ মনীষারই প্রশ্নটা ফিরাইয়া কহিল, "অর্থাৎ?"

মনীষা কহিল, "অর্থাৎ সেই স্ত্রী আর মা,—আদর্শ সেই সনাতন সাবিত্রীর? মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে হবে, আর কোন কারণেই তার থেকে মুক্তি মিলবে না,—তা' সে কারণ যত বড়ই হোক।"

অনিমেষ কহিল, "তা' আমি বলিনে'—সত্যই যদি তেমন কোন বড়

কারণ ঘটে, বিবাহ-বিচ্ছেদ না ক'রেও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়েও থাকতে পারে, এ উপায়টাকে একটু সহজ-সাধ্য ক'রে দেওয়া উচিত বলে আমিও মনে করি। কিন্তু নর বা নারীর দু'বার বিয়ে হওয়া আমার কাছে একান্তই অসঙ্গত। আমার মতে ও জিনিষটা পাশবিক, পশুতে আর সভ্য মানুষে ঐ নিষ্ঠা জিনিষটাই মাত্র একটা প্রভেদ রেখেছে।"

মনীষার ঠোঁটের পাশে ঈষৎ হাসির সূক্ষ্ম একটি রেখা পড়িল;— "আপনি আছেন ভাল! পৃথিবীর সব্বাই ত আর অনিমেষবাবু ন'ন।

অনিমেষও ঈষৎ হাসিল, "হ'তে কোন বাধা আছে?"

মনীষা ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে জবাব দিল, "একটু আছে,—তা হ'লে আপনার মহিমা খর্ব্ব হয়ে যাবে।"

অনিমেষ কহিল, "আমি যদি সে দাবীটা ছেড়েই দিই?"

হাসিয়া মনীষা উত্তর করিল, "আপনি দিলেই বা আমরা দিতে দে'ব কেন? কি বলিস সুরুচি?"

কোন সাড়া না পাইয়া মনীষা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল, সুরুচি নাই, সে কখন্ তাদের অলক্ষিতে উঠিয়া গিয়াছে।

অনিমেষ এ সব লক্ষ্য করে নাই, এখনও করিল না, মনীষার কথাকে সে এবার উচ্চহাস্যে উড়াইয়া দিয়া পরক্ষণে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে কহিতে লাগিল, "দেখুন, মানুষেব মধ্যে দু'টো দিক্ আছে;—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, এ দু'টোই মানুষের সহজাত ধর্ম্ম। এ দেশের শিক্ষায় এক দিন সেই মানব-প্রকৃতির মূল দু'টো ধর্ম্মের মধ্যে একটাকে অর্থাৎ প্রবৃত্তিটাকে দমন করবার জন্যেই সবিশেষ যত্ন নে'ওয়া হয়েছিল, ফলে যে কতকটা কৃতকার্য্যও হ'তে পারা গিয়েছিল তারও প্রমাণ আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সেটা কি খুবই দোষের হয়েছিল? যা' একদা

হ'তে পেরেছিল সেই দিকে সাধনা রাখলে সেটাকে যে একেবারেই ফিরিয়ে আনা যায় না, এমন ভয় করবার দরকার আছে ব'লে আমার ত মনে হয় না। যেহেতু প্রবৃত্তি যেমন মানুষের সহজাত ধর্ম্ম নিবৃত্তিও ঠিক তেমনই। একই মানুষের মধ্যে ওরা পাশাপাশি একসঙ্গেই বাস করে।—একসঙ্গে বাস করে বটে, তথাপি দু'জনায় একত্র হাত ধরাধরি ক'রে কাজ করতে পারে না, ওরা যেন ঘাঁটিদার প্রহরী,—এক-জনকে জাগিয়ে দিলেই আর এক জন ঘুমিয়ে পড়ে। যদি দেশের সকল লোককে প্রবৃত্তিমার্গী করবার জন্যে প্রপাগাণ্ডা করা যায় তো তার উল্টো পথটা নিলেই বা দোষ কি? প্রবৃত্তির পথ ত পড়েই আছে, দরিদ্র দেশে তার খোরাক জোগানই দায়,—সেটা যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং শ্রম-বহুল। অথচ নিখরচায় প্রাপ্য বরং এই নিবৃত্তির পথটা'। ত'াতে নারীর আদর্শ যদি সাবিত্রীর, সতীর, আর নরের আদর্শ যদি শ্রীরামচন্দ্রের অথবা যুধিষ্ঠিরেরই নে'ওয়া যায় তো ক্ষতি কিসের?"

মনীষা ছোট বেলা হইতে কনভেণ্ট স্কুলে ও কলেজে পড়িয়াছিল, সে ফস করিয়া বলিয়া বসিল, "ও সব ত কবি-কল্পনা! গল্পের নায়করা কি রক্ত-মাংসের মানুষদের আদর্শ হ'তে পারে? সোনার সীতার মত ও'তে জৌলুষ থাকতে পারে,—প্রাণ নেই।"

অনিমেষের চোখ ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু কণ্ঠস্বরে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা ঈষৎ ব্যঙ্গাভাস!—মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "লোহার ভীমের চাইতে সোনার সীতার আদর্শটায় অন্ততঃ আর যাই হোক ঠক্‌তে হয় না। প্রাণ ওতে না থাকলেও প্রাণ-রক্ষার উপায় আছে।—কল্পিতই যদি হয় তবু সেই উচ্চাদর্শের কল্পনা যখন রক্ত-মাংসের গড়া মানুষেরই মনে উদ্ভূত হয়েছিল, তখন অন্য-মানুষের তা' আদর্শ না হ'তে পারবে কেন? মহচ্চিন্তা ত মহদন্তঃকরণ থেকেই কাল্পনিক মূর্ত্তি

পরিগ্রহ ক'রে বার হয়।—কবি এ সব আদর্শ সমাজ থেকে না পেলে পান কোথা? সমাজে যখন মন্দোদরী, তারা, সূর্পণখাদের মডেল দেখতে পাই, আবার সীতা সাবিত্রীরও অভাব দেখিনে, তখন কল্পনা বলে উড়িয়ে দে'বারই বা কি আছে?—"

মনীষা রোখ করিয়া বলিল, "তা' বললে হবে কেন? কবি যা' কিছু কল্পনা করবেন তার সবই কি সত্য হ'তে পারে? তা' হ'লে কি দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণের কল্পনাটাকেও সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নে'বেন নাকি?"

অনিমেষ হাসিল; কিন্তু শান্তস্বরেই কহিল, "নে'ব, নিশ্চয় নে'ব।—ধরুন, আর কারুকেই বা কবি দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত দিয়ে সম্মানিত না করলেন কেন, আর ওঁর বেলাই বা করলেন কেন? নিশ্চয়ই তাঁর মতে ওঁর মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল, যে জন্য ওঁকে ঐভাবের বিশেষণ যুক্ত করেচেন, অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন,—'ঐ লোকটা এমনই অনন্য-সাধারণ-কর্ম্মা, এতই অপ্রতিদ্বন্দ্ব অপ্রতিহত শক্তিমান কর্ম্মী যে,—একটা মানুষের নয়, দশটা মানুষের সামর্থ্য সে ধারণ করে'। দশমুণ্ড তার শরীরের বাইরে অবশ্য নড়বড় করছিল না বটে; কিন্তু করলেই যেন সঙ্গত হতো,—কবি এই কথাটাই পাঠকদের বোঝাতে চেয়েচেন না, কি! আমরাও চলিত কথায় বলে থাকি না কি যে, অমুক লোকটা যেন দশ হাতে কাজ করচে। মা দুর্গার সশস্ত্র দশটি হাতও তো মানব-মনেরই এই মহাশক্তির পরিকল্পনা।

মনীষার কথা বলার পূর্ব্বেই প্রবেশ করিল সুরুচি। তার হাতে এক সিট কাগজ, সেটা সে অনিমেষের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "এইটে দিদির নতুন লেখা কবিতা,—এই দেখুন,—আজই লিখছিল।"

অনিমেষ সেটা হাত বাড়াইয়া লইতে গেলে মনীষা অসহিষ্ণু হইয়া মৃদু-তর্জ্জনে সুরুচিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কে' তোমায় অত গিন্নীপনা করতে ডেকেছিল শুনি? রুচিটা এমন হয়েচে! না, না, ও আপনি পড়বেন না।"—মনীষা কাগজের টুকরাটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

অনিমেষ তাড়াতাড়ি হাত গুটাইয়া লইয়া মনীষাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল'—"আপনার যদি আপত্তি থাকে নিশ্চয়ই পড়বো না।"—সুরুচির মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"তবে তোমার সৎসাহসের আমি প্রশংসা করচি।"

মনীষার গাল লাল হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হাত সরাইয়া লইয়া সুরুচির দুষ্ট দুষ্ট হাসিভরা মুখের দিকে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের অভিনয়ে তাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "দে' বাপু দে',—আবার এখনই উনি কি একটা না কি একটা ভেবেই ব'সে থাকবেন,—তার চাইতে ও পাপ দেখাই ভাল।"—মুখটাকে ঈষৎ ফিরাইয়া বসিয়া অনিমেষের পরিত্যক্ত তারই পুরাতন কবিতার খাতাখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং তার মধ্য হইতে তার নিজের লেখা একটা লাইন তার চোখে হঠাৎ কেমন যেন একটা ধাঁধার মতই ঠেকিল, সেটা এই—

পরের মন চিনিতে যাওয়া—সুকঠিন ;—
নিজেরই মন যায় নি আজও চেনা।—

তার চোখের তারায় ঈষৎ বিস্ময়ের একটি মৃদু রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এ দিকে সুরুচি কিন্তু কবিতা লেখা কাগজখানি অনিমেষের হাতে দিল না, ঈষৎ একটু বায়নার সুরে কহিল, "এটা আমি প'ড়ে শোনাব।"

হাসি মুখে অনিমেষ তার এই সুসঙ্গত প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়া তার উৎসাহবর্দ্ধন করিলে মনীষার প্রতিবাদের প্রতি গ্রাহ্য না করিয়াই তা'দের কবিতা পঠন ও শ্রবণ চলিল,—মনীষাও অবশেষে সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল,—'নিজেরই মন যায়নি আজও চেনা'—যায় নি আজও চেনা? 'নিজেরই মন'—তাই কি?

সুরুচি তার সুস্বর তরল কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য ঢালিয়া পড়িতে লাগিল :—

হে সন্ন্যাসি! বুঝি নাই, বুঝে নাই মন,—
কি কঠোর; কত কৃচ্ছ্র তব আয়োজন;
তপশ্চর্য্যাপূত, উচ্চ, একান্ত উদার—
উদাত্ত সঙ্গীতময় জীবন তোমার;—
গ্রহণ করেছে যাহা—নির্ভর নির্ভয়ে;—
আমি ভুল ক'রে গেছি।—বিস্ময়ে সংশয়ে;—
অবিশ্বাস পূর্ণ চিত্তে। বুঝিয়াছি আজ,—
লইয়াছি মাথা পাতি,—দিয়াছ যে লাজ,—
বহ্নিময় কশাঘাতে।—

"না, না, মনীষা দেবী!—এ'ও আবার too much!—এতটা আমার অবিচার করবেন না আপনি। 'কশা'—তা'ও আবার 'বহ্নিময়'! লোকে জানলে বলবে কি বলুন ত? এ'ও আবার আজকের মত দিনে! —গোঁয়ার চাষা অসভ্য বর্ব্বর ভাববে যে সব্বাই। নাঃ একেই তো এই গুণ্ডা গোছের লোক আমি, তার উপর,—নাঃ সভ্য-জগতে মুখ দেখাবার পথটুকুও আপনি রাখলেন না।"

সুরুচি বাধা প্রাপ্তিতে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু হইয়া কহিয়া উঠিল, "সবটা শেষ করতেই দিন না আগে,"—সে আবার পড়া আরম্ভ করিল।

মনীষার মধ্যে যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল অল্পদিনেই তাহা যেমন তাহাকে তেমনই অন্যকেও বিস্মিত করিল। যে অনিমেষকে সে মাসের পর মাস একান্ত অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছে, অতর্কিতে তার হাতের একটা আঘাতে সেই পূর্ণ বিতৃষ্ণ-চিত্ত তার যে কেমন করিয়া এতখানি সতৃষ্ণ হইয়া উঠিল সে'ও যেন এক হেঁয়ালী। সুচারু ত এ ঘটনায় অভিভূত হইয়া গিয়াছে। একদিন সে অনিমেষকে গোপনে বলিল, "দেশবন্ধুরা দেখছি যাদু জানে।"—তার পর হাসিয়া কহিল, "এই চার্ম্মটা যদি তারা গবর্ণমেণ্টের উপর খাটাতে পারতো!"

অনিমেষ উত্তর করিল, "খাটচে বৈ কি!—তা' না যে কি তারা অনর্থকই জেল খেটে মরচে। জান ত বন্ধু!—নারায়ণ জয়-বিজয়কে দুর্গত অবস্থা থেকে উদ্ধার কর্ব্বার জন্যেই তাদের শত্রুরূপে পুনঃ পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"

দু'জনেই হাসিল।

প্রত্যেক রবিবারে অনিমেষের অন্যত্র থাকিবার এখন উপায় ছিল না, দৈবাৎ একটা রবিবার বাদ পড়িলে সুরুচির চোখ সজল হইয়া উঠে, মনীষার ঠোঁটের হাসি শুষ্ক হয়, অনিমেষ বিপন্ন হইয়া পড়ে। নিজের স্বার্থেই তার এখানে আসা দরকার বলিয়াই সে মনে করে,—দেশের মর্ম্মকথা কি এ সম্বন্ধে এদের—বিশেষতঃ মনীষার সহিত তার আলোচনা বহুক্ষণ ধরিয়াই চলে। মনীষা অবশ্য সকল বিষয়ে তার মতবাদ সমর্থন করে না, তা' লইয়া রীতিমত তর্কও হয়, মীমাংসা হইতে দু'চার দিন হয় ত সময়ও লাগে,—তার পর মনীষা অধিকাংশ স্থলে তার সঙ্গে একমত হইয়া

তর্ক মিটায়। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শুধু নৈতিক সকল বিষয়েই এমনই করিয়া তার প্রবল মতবাদকে সে এক দিনের প্রবল বিরুদ্ধবাদিনী এই শক্তিমতী নারীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। অল্প কয়েক দিনেই সে বুঝিয়াছে যার মধ্যে একটি দৃঢ় মতবাদ গঠিত থাকে, যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে অন্য মতকে সমর্থন যোগ্যতা শুধু তারই আছে। সুরুচির মনে কোন পূর্ব্বমত সুস্পষ্ট হয় নাই, তাই সে নির্ব্বিচারে তার যুক্তি গ্রহণ করিয়াছে,—গ্রহণ সে করিয়াছে বটে, কিন্তু অনিমেষের বিশ্বাস তা' তার অন্তরে দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই, যেহেতু তাহা তর্ক-যুক্তির দৃঢ় ভিত্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, তাই পদ্ম পাতার মত উপরেই ভাসিতেছে। আর সুচারু? তার আশা সে বহুদিনই ছাড়িয়া রাখিয়াছে অথবা কোন দিনই করে নাই। বড় লোকের আদুরে ছেলে, ছোট বেলায় যাকে "গোপাল" বলিয়া ডাকা হইত, রূপে যে নন্দদুলালের মতই নবনীত সুকোমল, তার কাছে এ সব জিনিষ লইয়া তর্ক করিতেও মন আঘাত পায়।—এ সব প্রকৃতির ছেলে-মেয়েরা মনে মনে ঠিক দিয়া বসিয়া আছে দেশের সেবা মানে দু'টি বস্তু;—ভণ্ডামী আর গুণ্ডামী।—'অমুক লোক দেশের কাজের জন্য চাঁদা তুলিয়া নিজে মারিয়া দিয়াছে!'—অমুক লোকটা অমুক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া অমুক অমুক সংখ্যক টাকা লোকসান করিয়া কারবার উঠাইয়া দিল।'—ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংবাদ এদের কণ্ঠাগ্রে লাগিয়া আছে, কিন্তু অমুক অমুক লোকরা যে দেশের কাজে ধনপ্রাণ সবই সঁপিয়া দিয়াছিল এবং এখনও কত লোক দেশের জন্য কতই না কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃক্লেশ বরণ করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে, প্রতিষ্ঠানগুলি না চলার জন্য যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক অবস্থা এবং সমগ্র দেশের লোকের নির্লিপ্ততাই দায়ী, সে কথাগুলি তারা আমলে ত আনেই না, বরঞ্চ না আনারই জন্য তাদের

বিশেষ একটুখানি প্রবণতাই থাকে। সুচারু তাদের দলেরই লোক। মানুষ সে আদপেই খারাপ নয়, পাঠ্যাবস্থা হইতেই তার মধ্যে দয়া, ধর্ম্ম, চারিত্রিক বল সমস্ত সদ্‌গুণই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। ভাল ছেলে বলিলে এ দেশে যা বুঝায় সে ধরিতে গেলে সুচারুকে তাদের আদর্শই বলা চলে, তার এইরূপ গুণ দেখিয়াই না মনীষার বাবা তাকে জামাই হওয়ার জন্য মনোনীত—এমন কি, প্রতিজ্ঞাবদ্ধই করাইয়া গিয়াছেন। ডানপিটে অনিমেষের চাইতে সকল বিষয়েই সে যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ কি। সে রূপবান্,—অনিমেষের চেহারা মন্দ না হইলেও কাটখোট্টা পালোয়ানের মত। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সে রীতিমত ডন্ ফেলে, মুগুর ভাঁজে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষাধারা নির্ব্বিচারে মোট ঘাড়ে মাইলের পর মাইল হাঁটে, তাকে দেখিতে তাই অনেকটা রোদ পোড়ো চোয়াড়ের মতই দেখায়, কিন্তু সুচারুর সুগৌরমুখে বর্ণ-সুষমা কমনীয় হইয়াই ফুটিয়া আছে। তার সরক্ত-রাগ অধরের মৃদুমন্দ হাস্যাভাসটুকু একান্তই নারী বিমোহন!—কথায়-বার্ত্তায় তার অসাধারণ পটুত্ব, হাসির কথায় সে আসর জমাইতে অদ্বিতীয়, দেশের বিদেশের কতই না নারী-প্রগতির সুসংবাদের ধারা সে শ্রোত্রী-বর্গের কানে ঢালিয়া দিয়া তাদের শ্রবণ-কুহর সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত করিতে পটু। গহনার ডিজাইন করিয়া দিতেও তার বাধে না, শাড়ীর পাড়ের সম্বন্ধেও তার পছন্দ আছে,—সর্ব্বোপরি সে কবি। ছন্দে গাঁথিয়া সে তার মানসী-প্রিয়ার গলায় পরায় অম্লান গীতি মাল্য রচনা করিয়া। গানের সুরে নবজীবন সূচনার নূতনতর আবাহনী সে নব নব ছন্দে ও অপরূপ মূর্চ্ছনায় গাহিয়া শোনায়,—তার সঙ্গে কা'র কথা! সুচারুর নাম যেন তার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। অনিমেষ অনিমেষ চোখে তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনেই তাকে বিশ্লেষণ করে, প্রকাশ্যে অতি মৃদু একটি নিশ্বাস, অতিশয় সন্তর্পণেই বিমোচিত

হয়। ঈর্ষা তার মধ্যে নাই,—এটা হয়ত সপ্রশংস নৈরাশ্যের—অর্থাৎ সে হয়ত ভাবে এর দ্বারায় বড় কাজ কিছু করান চলে না, এ যা' আছে এই একে মানায়।

সুরুচি সে দিন কি একখানা খাতা হাতে লইয়া তাহাতে যেমন তন্ময় হইতে হয় হইয়াছিল, অনিমেষ তার স্বাভাবিক পায়ের শব্দ করিয়াই ঘরে ঢুকিলেও সে সেটা জানিতেও পারিল না, দেখিয়া তার একটু রঙ্গ করিবার ঝোঁক চাপিয়া গেল, ধীরে ধীরে পিছনে আসিয়া হঠাৎ সে কাসিল। সেই শব্দে চমকিয়া সুরুচি তৎক্ষণাৎ খাতাখানা আঁচলে ঢাকা দিয়া চকিতে মুখ ফিরাইল,—সবিস্ময়ে অনিমেষ দেখিল তার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

"আ—আপনি? আমি বুঝতে পারিনি!"—বলিয়া সে মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই খাতাখানা তার কোল হইতে সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল, উঠিতে গিয়া তার অবস্থান সে বিস্মৃত হইয়াছিল অথবা লুকাচুরির প্রয়োজনও হয় ত বা বোধ করে নাই।

অনিমেষ সেখানাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কি চুরি ক'রে পড়ছিলে? অমন ক'রে চম্‌কে উঠলে কেন বল ত?"

সুরুচি আবারও খানিকটা রাঙ্গিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিবার জন্য হেঁট হইয়া মাটি হইতে খাতাখানা তুলিবার ছলে মুখ লুকাইয়া ত্বরিত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "সুচারুবাবুর খাতা।"

অনিমেষ একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে যেন আশ্চর্য্যের সুরে বলিয়া উঠিল, "তাই না কি!—বাঃ, বেশ সময় এসে পড়েছি ত। দু' একটা প'ড়ে শোনাও না,—ভারি চমৎকার ক'রে পড়তে পার তুমি, ওতে অত্যন্ত নীরস কবিতাও সরস হয়ে ওঠে।"

সুরুচির কবিতা-প্রীতি জানে বলিয়াই সে তাকে প্রীত করার জন্য এই

বদান্যতাটুকু দেখাইল নতুবা কবিতা শোনায় এতটুকু আগ্রহ তার ছিল না, শুধু তাই যথেষ্ট নয়, প্রেমের কবিতা তাকে রীতিমত পীড়া দেয়। এ সব লেখার একটার সঙ্গে আর একটার এক জনের সঙ্গে আর এক জনের রচনার প্রভেদই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এরোপ্লেনে উঠিয়া পৃথিবীর জীব-জন্তুর মত সবই একঘেয়ে ও অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়।

অনিমেষের প্রস্তাবে সুরুচি কিন্তু বিশেষভাবেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তার উপর হইতে সঙ্কোচের জড়িমা উবিয়া গেল। উৎসাহ-স্মিত মুখে প্রসন্ন নেত্রে চাহিয়া সে কক্ষচ্যুত খাতাখানা খুলিয়া অনিমেষের কাছেই একটা চেয়ার সরাইয়া লইয়া কল-ঝঙ্কারী কোমল হাস্যে মধুর করিয়া কহিয়া উঠিল, "কি সুন্দর সুন্দর ক'টা কবিতা যে লিখেছেন, সব্বার শেষেরটা সকলের আগেই পড়ছি শুনুন,—এটা একেবারে চমৎকার হয়েছে।"

এই বলিয়া প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া সঙ্গীতময় কণ্ঠে বর্ণিত কবিতাটির রস-মাধুর্য্যকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া পাঠ করিল :—

আমি যা' পেয়েছি সখি! সে ত নহে ভুলিবার।
জীবনের স্তরে স্তরে গাঁথা আছে অনিবার।
তবু কেন ভুলে যাই, তবু কেন পিছু চাই,
তবু কেন উথলিত এ হৃদয়-পারাবার?
আগে কে' জানিত সখি! চিত এত দুর্নিবার।—

মনীষা খবর পাইয়াছিল অনিমেষ বাড়ী আসিয়াছে। সুচারু বাড়ী নাই, মাসীমা এখনও পূজার ঘরে, বাহিরের ড্রয়িংরুমে তাহাকে না দেখিয়া সে তার সন্ধানে সুরুচির পাঠাগারেই আসিতেছিল, সুরুচির কবিতা

পড়া শুনিয়া ঘরে না ঢুকিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। বাস্তবিকই রুচির পড়ার একটা বিশেষ ধরণ আছে, ও চমৎকার পড়ে।—কবিতার যেন রূপ বদলাইয়া যায়, ছন্দ যেন সজীব হইয়া উঠে, বীণার তানের মত নৃত্য পরা অপ্সরার চরণক্ষেপের তালে তালে মঞ্জীরধ্বনির মতই যেন তা' কানের তারে সুর বাজায়।—কি মধুর গলাটি ওর! গানও যেমন গায়, কবিতাও পড়ে তেমনই, কি-ই বা ওর মন্দ?—ভগিনী গর্ব্বে স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠার মনটি যেন অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিল। এই বোনকে তার আবার না কি কারও মনে না ধরিবার উপায় আছে? অনিমেষ না কি তাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? কোথায় গেল সুচারু, একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারিল না! দু'জনে সাম্‌না সাম্‌নি বসিয়াছে, একজন পড়ায় তন্ময় আর এক জনের নির্নিমেষ নেত্র অপরার অনবদ্য মুখের উপরে স্থির সংসক্ত।—চোখে অপচল স্নেহ দীপ্তি, আর সমস্ত মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে একটি উৎসাহ প্রদীপ্ত স্নিগ্ধ আনন্দের উজ্জ্বলতা। মনীষা মনে মনে হাসিয়া ধীরে ধীরে অপসৃতা হইয়া গেল।

জয়ের গৌরবের কাছে মানুষের আর কোন কিছুরই আনন্দ বোধ-করি বড় নয়। এই যে আবিষ্কারটা মনীষা করিয়াছে, এর পর তার আর স্বস্তি নাই। সকল সময়ের সকল কাজে কর্ত্তব্যে চিন্তায় তার সর্ব্বস্থল জুড়িয়া রহিয়াছে সুরুচি আর অনিমেষ, অনিমেষ আর সুরুচি। কি করিলে, কি বলিলে, কেমন করিয়া চলিলে ঐ ঘরছাড়া সুবিদ্বান্ মহচ্চরিত্র এবং কুল শীল সর্ব্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ সুযোগ্য অনিমেষকে·তার একমাত্র স্নেহ প্রতিমাটিকে সঁপিয়া দিয়া সে একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারে অহরহঃ সেই চিন্তাতেই সে যেন মগ্ন হইয়া গেল। মাসীমার কাছে সব কথাই সে খুলিয়া বলিল। অনিমেষ যে সুরুচিকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। আর কিছু দিন দেখিয়া তার পর

বিবাহের কথা পাড়া যাইবে এখনই তাড়া করিয়া কাজ নাই। ইতিমধ্যে সে একটা শর সন্ধান করিয়া লইল। এই গ্রামের সেই ঢুলে-পাড়ায় একটি টিউবওয়েল করিবার জন্য অনিমেষ কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল সে কথা মনীষা জানিত। সে সুরুচির জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসবাদির আয়োজনে অর্থব্যয় না করিয়া ঐ টাকাটা তার নামে একটি টিউবওয়েলের খরচায় দান করিল। টাকাটা দিয়া বলিল, "ওকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলুন যেন ওর মতন মেয়েকে যে সত্যি ক'রে চিন্‌বে, তারই হাতে ও যেন পড়ে,—ওর জীবন যেন মধুময় হয়।"

সুরুচি সলজ্জ স্মিতমুখে দিদির পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, অনিমেষ দ্বিধামাত্র না করিয়া তার মাথার উপর হাত দিয়া অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া গেল,—"তোমার জীবন সহস্রের আশীর্ব্বাদের যোগ্য হোক। মহত্তর ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বোত্তম আনন্দের চির অধিকার তুমি লাভ করো। তা'তেই জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা, সেই-ই যথার্থ মধুর!"

তার কথার গাম্ভীর্য্যে মনীষার বুক যেন দুলিয়া উঠিল, সুরুচির চক্ষে ভরিয়া আসিল অশ্রুবাষ্প, সে তৎক্ষণাৎ তার পায়ের কাছে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে অনিমেষ—এবার ভাষাহীন কোন্ নীরব আশীর্ব্বাদে তার মস্তক স্পর্শ করিল। দেখিতে দেখিতে তিন জনেরই দৃষ্টি অশ্রু সজল হইয়া উঠিল, কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না, অতি ধীরে তিন জনে—তিন দিকে চলিয়া আসিল। মনীষা আজ যা' অনুভব করিল, তার প্রভাব তার জীবনে আশ্চর্য্য নূতন ও একান্তই অভিনব।

এর পর অনিমেষকে সুরুচির ভাবী স্বামী মনে করিতে মনীষার এবং বাড়ীর অন্য সকলেরও যেন বাধা রহিল না। অনিমেষের মত ভবঘুরে ঘরছাড়ার হাতে মেয়ে দেওয়া সঙ্গত কি না এ বিচার অনেকেই করিল, শুধু করিল না মনীষা আর তার মাসীমা। টাকা সুরুচির বাপের দেওয়া

নেহাৎ কম নাই, অনিমেষের মা'র হাতে কিছু নগদ টাকা জমিজমা ও পাকা ঘর বাড়ীও তাদের আছে। অনিমেষ তাঁর এক সন্তান। অনিমেষের নিজের অবশ্য কিছুই নাই, তার নিজের নামে যা' ছিল, সবই দানে গিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে আঠারোটা টিউবওয়েল সে এ পর্য্যন্ত বসাইয়াছে, তা' ছাড়া সেখপুরে পাকা স্কুলবাড়ী, পুকুর কাটানো, এখানে ওখানে জঙ্গল কাটা, পুকুর সাফ করা, কর্ম্মীদের ভাত জোগানো,—যতদিন নিজের শেষ কপর্দ্দকটি ছিল, সে ত ভিক্ষার হাঁড়ি ধরে নাই।

কিন্তু টাকার জন্য কি আসে যায়? মনীষার ভাগের অর্দ্ধেক টাকাও ত মনীষা তার বোনটিকে অনায়াসেই দিতে পারে। সুরুচির চিরজীবনের সার্থকতার কাছে কি দু'দশটা টাকা? যারা অর্থকেই পরমার্থ বোধ করে করুক মনীষার কাছে টাকার দাম আর সব বিষয়ে যেমনই হউক, তার একমাত্র বোনের কাছে কিছুই নয়। পুরুষ হইয়া অনিমেষ যে অর্থকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে, নারী হইয়া মনীষা তা' পারে না? কেন, ত্যাগে কি নারী পুরুষের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী?

সুচারু আসিতেই মনীষা তাকে সুসংবাদটা জানাইল। আত্মগৌরবে পূর্ণ হইয়া সে স্মিতমুখে কহিল, "আপনার বিশ্বাস ছিল আপনার বন্ধুটি অজেয় না? আমি ত বলেছি আমারও হাতে ব্রহ্মাস্ত্র আছে। দেখুন ত এখন কি হলো?"

সুচারুর হাসিমুখ বিরস হইয়া উঠিল। শরতের নির্মেঘ আকাশে যেন আকস্মিক মেঘের সঞ্চার হইল। ঈষৎ ঢোক গিলিয়া সে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি বিয়ে করতে মত দিয়েছে না কি?"

তার কণ্ঠে অবিশ্বাসের নিরস সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

মনীষা তার আকস্মিক ভাববিপর্য্যয় লক্ষ্য করে নাই, আপনার মানসিক প্রফুল্লতা ও বিজয়িনীর বিজয়গৌরবে পরিপূর্ণ থাকিয়াই সে

স্নিগ্ধহাস্তে উত্তর করিল, "মত ত' দেবেই, কিন্তু বলবে কে? আমি ওটা পারবো না,—ওটা আপনাকেই করতে হবে।—আজ উনি এলে ওঁর মতটা নিয়ে নেবেন, বুঝলেন?"

সুচারুর বক্ষ মথিত করিয়া অকস্মাৎ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস উৎসারিত হইয়া উঠিল, সে সযত্নে সেটাকে নিরোধ চেষ্টা করিতে করিতে বিমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "আচ্ছা।"

কিন্তু এরা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল তাদের অত আশার সমাপ্তি এইরূপে হইবে? এ মানুষটা কিসের তৈরি? রক্ত-মাংসের বোধ করি নয়! সুচারু যখন সাড়ম্বর ভূমিকা করিয়া তার আবেদন জানাইল, শুনিয়া অনিমেষ যেন বা আকাশ হইতেই খসিয়া পড়িল! সুচারু বলিল, "তোমার মনে আছে কিনা জানি না, এঁদের বাবার উইলে আছে,—ছোটর বিয়ে না হ'লে বড়র হবে না—অর্থাৎ একসঙ্গেই হবে। অন্যথা ছোট বোনকে ফেলে বড় যাতে নিজের শ্বশুরঘর করতে যেতে না পারে তার জন্যেই এই সতর্কতা।—তিনি বড় উকীল ছিলেন, সব দিক্ আটঘাট বেঁধে দিয়ে গেছেন। এ কথা তোমায় আমি বলেছিলুম সে দিন, তুমি তো হেসেই আমায় উড়িয়ে দিলে—"

সুচারু একটু থামিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অনিমেষ তার বক্তব্যের কতকটা অর্থাৎ নির্গলিতার্থটা আন্দাজ করিয়াছিল, হাস্য-স্মিতমুখে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল—"কি? ছোটটির জন্য পাত্র খুঁজতে হবে? আমি বল্‌ছি চারু! ওর যোগ্য পাত্র এখনও জন্মায় নি।"—শেষের মন্তব্যটা সে বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই করিল।

সুচারুর মুখ প্রসন্ন ছিল না, কি রকম যেন উদাস উদাস ভাবটা তাহার,—অনিমেষের কথার জবাবে সেও বিশেষ একটু ব্যঙ্গ করিয়াই বলিল,—"কেন? তুমি?"

"আমি? সুচারু এ রকম বাজে তামাসা করো না।" অনিমেষের গলায় বিরক্তি এবং কথার সুরে বিস্ময় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল।

সুচারু ঐটুকুতে দমিল না যেন কতকটা অকরুণ বিদ্রূপে আক্রমণের ভাবেই উত্তর দিল,—

"বাঃ! এ দিকে সুরুচির সঙ্গে ভালবাসাবাসিও তো খুব চল্‌ছে।—বাড়ীর সব্বাই তা' জানে।—সে তোমায় ভালবাসে, আর তুমিও, বিয়ের কথায় মার-মূর্ত্তি ধ'রে ব'লে উঠ্‌লে 'সুচারু!—বাজে ঠাট্টা করো না!' এ'ত বড় মন্দ কথা না!"

অনিমেষের আয়ত দুই নেত্র দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তার কপাল হইতে কণ্ঠ কর্ণ হইতে কপোল সুলোহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল সে সম্পূর্ণরূপেই আত্মদমন করিয়া লইয়া। ক্ষণকালমাত্র নীরব থাকিয়া একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাসকে অন্তরে নিরোধপূর্ব্বক সংযতস্বরেই কহিল,—

"সুরুচিদেবীকে ভালবাসি না এমন কথা তো আমি বলিনি। বাসি—বাস্তবিকই বড় ভালবাসি।— বড্ড ভাল মেয়ে সে,—ভগবান্ তাকে সুখী করুন। তার উপযুক্ত যদি কেউ থাকে, তার হাতে প'ড়ে ও সুখী হোক। আমার মত গৃহহীন ভিখারীর যোগ্য ও নয়।"

সুচারুর অপ্রসন্ন মুখ সুপ্রসন্ন হাসিতে মেঘমুক্ত দিবসান্তের মতই নির্ম্মল ও উজ্জ্বল দেখাইল।—কহিল, "শিবও ত ভিখারী ছিলেন রে, কিন্তু দেবী পার্ব্বতী ছিলেন রাজকন্যে। এ ক্ষেত্রে ও উদাহরণটা চৌচাপটেই তো লাগে।—ওর নিজের বেশ একটা মোটা টাকা আছে,—আর তোমার মাও ত নেহাৎ নিঃস্ব ন'ন।"

অনিমেষের অধরপ্রান্ত ঈষৎ হাস্যরেখায় কুঞ্চিত হইল, "মা'র বাবার দেওয়া টাকা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নে'ব না, কিন্তু বেঁচে থেকে যদিই

কখন উত্তরাধিকার তাঁর পাই, সে টাকা চ্যারিটিতেই যাবে, সে তো উচ্ছুগ্যু হয়েই আছে !”

সুচারু কহিল, “থাক্, তার জন্তেও ক্ষতি হবে না। আসল কথা—”

অনিমেষ বাধা দিয়া কহিল, “আসল কথা, বিয়ে আমি করবো না। আমার সমস্তই অনিশ্চিত, বিপদ পদে পদে, অবস্থা অস্থিত,—এতে কেউ কখন বিয়ে করে ? আমায় যে বিয়ে করবে তার কি সুখটা হবে ? কেন সে করবে ?—কি পাবে সে আমার কাছে ?”

সুচারু এবার আরও একটু যেন উল্লসিত ভাবেই উত্তর দিল, “দেনা-পাওনার কি কোন বাঁধা হিসেব আছে ? যদি তোমার সঙ্গে তারও জীবনের উদ্দেশ্য এক হয়, তা’ হ’লে কেন সে সুখ পাবে না ? হয়ত এইতেই সে সুখী হবে।”

অনিমেষ হাসিল, কহিল,—“দেখ, পরকে ঠকানোর চাইতেও নিজের মনকে ঠকানো ঢের বেশী সহজ। জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য চিরদিনই হয়ত লোকের এক পথে স্থির থাকতে পারে না, অতএব অনর্থক একটা কঠিন বাধ্য বাধকতার মধ্যে না আসাই ভাল না ? তা’ ছাড়া,—বিয়ে করবার আমার অবসর কৈ ? এই যে হপ্তায় একটি দিনের খানিকটা এখানে নষ্ট করি সেটা এদের কাছে অনেকখানি পাই বলেই করি নৈলে দান করা জীবনের অতগুলি মুহূর্ত্তকে বাজে খরচ করবার অধিকারই কি আমার আছে ?”

অনিমেষ নীরব হইল ঈষৎ যেন বিমনা হইয়াই।—তার জীবনের যে মুহূর্ত্তগুলি এখানে ব্যয়িত হইয়াছে, তার সম্বন্ধেই হয়ত বা মনে মনে হিসাব খতাইতে লাগিল,—বুঝিতে চেষ্টা করিল,—তাহা শ্রেফ্ অপব্যয় হইয়াছে অথবা কোন সার্থকতাও লাভ তাহাতে হইয়াছে কিনা !

সুচারু কৌতূহলপূর্ণ স্বরে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, "তা' হ'লে তুমি ওকে নিতান্তই বিয়ে করছো না ?"

অনিমেষও তৎক্ষণাৎ তার কথার ত্রুটিটা শোধরাইয়া লইয়া বলিল, "'ওকে' ব'লে বল্লে অন্যায় বলা হবে যে সুচারু ! তা' বলো না।—বিয়েই আমি করবো না। যদি করা সম্ভব হতো হয়ত ও বিষয়ে কখন ভেবে দেখতেও পারতুম ; কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলেই ত' জানি তাই প্রথম থেকেই ওকে যে শ্রদ্ধা করেছি, ওর 'পরে যে স্নেহ জন্মেছে, ওকে যা ভালবেসেছি, সবই একটি মহীয়সী নারী এবং সহোদরা স্নেহময়ী ছোট বোনটি মনে ক'রেই। এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ওর সম্বন্ধে আমার মনেই আসে নি আর আসবেও না।"

মনীষা খবরটা পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। শেষকালে তাকে পরাভব করিয়া জয়লাভ করিল কি না অনিমেষ। ছি ছি ! কি লজ্জা !—কিন্তু সত্যই কি সে এই পরাভবকে স্বীকার করিয়া লইবে ? না, তা' হইবে না। অনিমেষকে জয় তাহাকে করিতেই হইবে। তার বোন কি এতই তুচ্ছ ?

সুরুচি আসিয়া বলিল, "দিদি ! অনিদা' এসেই কোথা গেলেন বল ত ? ওঁকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে'।"

মনীষা আপনাকে সামলাইয়া লইল, কি ভাবিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "অনিদা'কে না দেখতে পেলে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হয়ে পড়ে না' রে রুচি ? সেই জন্যেই ত ওঁর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে এত চেষ্টা করচি।—কেমন হবে বল ত ? বেশ হবে না ?"

মনীষার মন্তব্যে ও প্রশ্নে সুরুচির সমস্ত মুখ অকস্মাৎ যেন ছাই পড়া আগুনের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তার পাতলা ঠোঁট দু'খানা বাতাস লাগা ফোটা ফুলের পাপড়ীর মতই থর্‌থর্ করিয়া

কাঁপিয়া উঠিল। আর্ত্তভাবে শ্বাস টানিয়া সে ডাকিয়া উঠিল—"দিদি!"

"কি রে? ও কি, তুই কেঁদে ফেল্লি? ছিঃ ছিঃ, কি ছিঁচ্‌কাঁদুনী মেয়ে রে তুই? কেন ভাই, কাঁদ্‌লি কেন? ওকে ত তুই খুব ভালবাসিস্‌ আমি ত' তা' জানি।"

সুরুচি দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কম্পিত ভগ্নকণ্ঠে ত্বরিতে কহিয়া উঠিল, "না, তুমি জানো না।—আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, কিন্তু না দিদি, ও সব কি?—না, ছিঃ—উনি হয়ত ভাব্‌বেন ঐ মতলবেই আমরা ওঁকে যত্ন করেছিলুম।—না, দিদি না,—সে হবে না—তুমি ওঁকে এ কথা বলো না,—কক্ষনো বলো না।"

"সত্যি ওঁকে তুই চাস্‌নে' তা' হ'লে?—আমি ত ভেবেছিলুম,—"

"সত্যি না, ও কি বিশ্রী! উনি যে আমার দাদা। দিদি!—মা গো! তোমরা যেন কি!"

"নাঃ মনীষাকে অবশেষে হার মানিতেই হইল শুধু অনিমেষের কাছেই নয়,—তাকে বেশী করিয়া পরাভব করিল তার নিজেরই ছোট বোন্‌ সুরুচি।

বর্ষার হাওয়া যেন সদ্য সন্তানহারা অভাগিনী মায়ের বুকফাটা আর্ত্তনাদের রোলে হাহা শব্দ করিয়া উঠিতেছিল, বৃষ্টিপাতের অবিশ্রান্ত শব্দ যেন আত্মীয়বর্গের পরিতাপবাণী; চোখের জলে মাতা বসুন্ধরার বক্ষের বসন ভিজিয়া ধারা বহিয়া যাইতেছে, সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া দিগঙ্গনারা নীরব হইয়া আছে, কিন্তু বিষাদাচ্ছন্ন সকলেই।

প্রকৃতির এই শোকার্ত্ত মূর্ত্তি মনীষার অন্তরের মধ্যেও সুস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। কেন তা' সে জানে না অথচ অকারণ বেদনার আর্ত্তশ্বাসে সারা প্রাণ তার হাহা করিয়া উঠিতেছে। মেঘ-মেদুর বর্ষাকাশের মতই মনের আপ্রান্ত তার যেন কিসের একটা অজ্ঞাত জমাট ব্যথায় ভরিয়া আছে। শ্রান্তবর্ষণ বিবর্ণ মেঘচ্ছায়ায় বুকখানা গভীরতর ভারাক্রান্ত। বিরহব্যথায় বিষাদিনী বর্ষা-প্রকৃতির গুমরিয়া উঠা কান্নার মতই একটা অর্দ্ধ-ব্যক্ত করুণ সুর অনবরতই কানের কাছে বিলাপ গুঞ্জন ঘোষণা করিয়া কেন যে চলিয়াছে, তার কোন অর্থবোধই হয় না। মনীষা নিজের এই মানসিক বিপ্লবের অত্যাচারে যত ভীত ততই বিব্রত হইয়া পড়িল। এ কি নূতন বিপদের বিভীষিকা জাল তার জীবনকে আজ এমন করিয়া বিষাক্ত নাগপাশে জড়াইয়া ফেলিতে চাহিতেছে! মনীষা হতাশার যেন শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তার চারপাশে একবার ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল। চারিদিকে তার উত্তাল উন্মত্ত মহাসিন্ধুর উদ্দাম গর্জ্জন, মাথার উপর অশনিবর্ষী মেঘান্ধ আকাশ, পায়ের তলায় অতলস্পর্শী রসাতল,—না, না, কোথাও পথ নাই,—পথ নাই,—কিন্তু সত্যই কি কোথাও তার জন্য এতটুকু নিরাপদ স্থান পড়িয়া নাই, যে, যেখানে গিয়া সে তার

এই হতাশাচ্ছন্ন লজ্জা-বিপন্ন অপরাধী চিত্ত মন লইয়া মুখ লুকাইয়া বাঁচে? মনীষা তার অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাসে ভরা আতপ্ত অন্তরের মধ্য হইতে একটা প্রচণ্ড অনলবর্ষী সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া কোনমতে অবসন্ন দেহখানা গভীর অবসাদের মধ্য হইতে টানিয়া তুলিল। আবারও একটা তেমনই আগুনে-ঝড়ে ভরা তপ্তশ্বাস মোচনপূর্ব্বক মনে মনে বলিল, "মানুষ কত রকমেই ত মরে, এত বড় লজ্জাতে কি তার বুক ফাটে না? এ লজ্জা নিয়ে আমি বাঁচবো কি ক'রে?

গভীর অনুযোগে অবাধ্য মনকে শাসন করিয়া বলিল, "খবরদার! খবরদার! তোমার বাপের হুকুম, অমান্য করে কি অধিকার আছে তোমার অন্য কথা ভাব্‌বার?"

সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। অনেক দিন—অনেক দিনই বিগত হইয়াছে সুচারুর লেখাপড়া করার ঘরটায় সে ঢোকে নাই, আজ নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তায় বিপন্ন ও শ্রান্ত হইয়া এই ঘরটাতেই জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সিগারের গন্ধ, আর টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজপত্র, এলোমেলো ছড়ানো।—এ সব সাজানো গুছানোর কাজ মনীষা কোন দিন করে না করে সুরুচি। যখন মনীষাদের বাপ বাঁচিয়া ছিলেন সুরুচিই তাঁর কাপড় রাখা, বইপত্র গুছান, এ সবই করিত। মনীষা ছিল বাপের পরামর্শদাত্রী এবং প্রিয়তমা শিষ্যা। সুচারু সম্বন্ধেও এই বিধি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তার পড়ার টেবিলটি গুছানোয় সুরুচির আলস্য ছিল না নিজের হাতেই এটি সে খুসী হইয়াই করিত। আজ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যে মনীষার অতবড় অন্যমনস্কতাকেও যেন বিস্ময়ের আঘাত করিল। সেই সঙ্গে মনে পড়িল সুরুচিকে ক'দিন হইতেই যেন ম্লান ও দুর্ব্বল দেখাইতেছে, —এটা অল্প চোখে পড়িলেও মনে পৌঁছায় নাই,—নিশ্চয় তার ক্ষুধামান্দ্য

হইয়াছে, অর হয় না তো ? যা' দেশ !—কি স্বার্থপর সে—নিজের চিত্ত-দাহে অস্থির হইয়া ওর কথাও নাকি ভুলিয়া বসিয়া আছে ! এখন তার কর্ত্তব্যটা পালন করার হিসাবে সে টেবিলের অ-গোছাল কাগজপত্রগুলা সরাইয়া সাজাইয়া পরিচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল। নহিলে অসুস্থ দেহে কোন্ সময় এ ঘরে আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া সুরুচি পরিশ্রম করিতে বসিবে। এতগুলো লোকজন থাকিতেও সুচারুর এই কাজটি সে আর কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না। মনীষার মনের হাওয়ায় এই চিন্তার স্পর্শটুকু যেন একটি মধুর স্বপ্নের মতই তাকে আবিষ্ট করিয়া দিল। রুচি,—সুরুচি তার অতি স্নেহের ছোট্ট বোনটি ! তার স্নেহের পুতুলটি ! সে কি তাদের কম ভালবাসে।

সুচারুর কবিতার খাতাখানা খবরের কাগজের তলায় ঢাকা পড়িয়াছিল, হাতে পড়িতেই মনীষা সংস্কার অনুযায়ী শেষ লেখা পাতাটায় চোখ বুলাইয়া গেল। কবিতা রসোপলব্ধিতে মনে কোনই আগ্রহ ছিল, এটা যে করিল সেটা শুধু অভ্যাসমত। মন সম্পূর্ণ ই বিমনা এবং বিশৃঙ্খল। —খাতাখানা হাতে লইয়া তার হাত কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল হয়ত সুচারুর কবিতায় এমন কিছু সে পড়িবে,—যা' তার সম্পর্কেই লেখা অথচ যা' তার মোটেই পাওয়া উচিত নয়। গোটাকতক লাইন পড়ার পর কেমন যেন একটা চমক লাগিল। পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিয়া লইল সুচারুর সেই খাতা, যে খাতার পাতায় পাতায় তার,—একমাত্র তারই অক্লান্ত অশ্রান্ত বন্দনা-গান লেখা ছিল, তার বাণী-মূর্ত্তির শ্রদ্ধাভরা অজস্র স্তব-গাথা গাঁথা ছিল ! মনীষা খাতা বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার খাতাটা খুলিয়া কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া গেল। হ্যাঁ, লেখকের লেখার ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এ'তে সংশয় নাই !—ভক্তের ভক্তি আরাধনার স্থল অধিকার করিয়াছে

মানসী প্রিয়া! সে দেবী নয়, কবির মানসী—না,—সে আর দেবী নাই, তার আসন কবির অন্তর্লোকে নহে, প্রেমিকের চিত্ত-মন্দিরে।—ভুল? তার? নিশ্চয়ই না। ভুল তার নয়, হয়ত—হয়ত লেখকেরই এ মস্ত বড় একটা ভুল-ভাঙ্গা।—শেষের কবিতা হইতে খানিকটা অতি মৃদু কণ্ঠে যেন একমাত্র নিজের অবিশ্বাস গ্রস্ত চিত্তকে বিশ্বাস করাইবার জন্যই নিজেরই কানকে শুনাইতে চাহিয়া পড়িয়া গেল;—

মানস মোহিনী প্রিয়া আয় কাছে আয়।
অনেক সয়েছি আর সহা নাহি যায়।
স্তব্ধ কেন গীত-গান, জ্যোৎস্নালতা কেন ম্লান,
মলিন বদনখানি কোন্ বেদনায়?
মানস-মোহিনী মম আয় কাছে আয়।
মানস-তোষিণী সখি! আয় কাছে আয়।
কেন তারে ফিরাইব মন যারে চায়?
আকাশের বুক চিরে, অশনি পড়িবে কি'রে?
ছিন্ন ক'রে দেবে দোঁহে ভীম ঝটিকায়?
মানস-তোষিণী মোর, আয় বুকে আয়।

এ' কি কবিতা? এ কা'র উদ্দেশ্যে লেখা? এ লেখার অর্থই বা কি? মনীষা খাতা রাখিয়া বিস্মিত বিমনাদৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিল।

শার্সির ও পিঠে বর্ষণের জলধারা মুক্তাবিন্দুর মতই গড়াইয়া পড়িতেছে। ও কি কা'রও বিরহাশ্রু? বর্ষার হাওয়া যে রুদ্ধ বাতায়নে ঘা মারিতেছে, ও কি তার হতাশার আর্ত্তশ্বাস অথবা একটি মৌন ব্যথাভরা অবরুদ্ধ হৃদয়দ্বারের নিকটে কাহারও সকরুণ প্রেম নিবেদন? কি যেন একটা অতি করুণ স্বরলহরী না ঐ হু-উ-উ শব্দ করা আর্ত্তনাদের

মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে? ও কোন সুর? ও'কি বেদনা-ভরা ভৈরবী নয়? ও কি ওর চাপা কান্নার মধ্য দিয়া এই গানই গাহিতেছে না? মনীষার কানের তারে সুস্পষ্ট সুর যেন বাজিতে লাগিল—খোল দ্বার,—খোল দ্বার,—খোল খোল খোল দ্বার।—এর পরের ছত্র সে তার ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্ঘাতে বিপর্য্যস্ত আলোড়িত চিত্তে ধরিতে পারিল না, পারিলে হয়ত অনেক কথার মীমাংসা হইয়া যাইত।

মেঘ আবার আকাশে জড় হইয়াছে, গম্ভীর গুরু গুরু শব্দে সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—বেলা শেষের আলোটুকু মেঘ-সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া মিলাইয়া পড়ে, পড়ে। মনীষা ঝিমাইয়া পড়া মনটাকে দু'হাতে নাড়া দিয়া চেতাইয়া তুলিল। তাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, আবার সে খাতার পাতা উল্টাইল। কবির কল্পনা কত বিচিত্র সুরে, কত জ্ঞাত অজ্ঞাত ভাবচ্ছন্দে, আকাশে, বাতাসে স্বর্গে মর্ত্ত্যে, খ্যাত, অখ্যাত বিষয়ে বস্তুতে নাচিয়া বেড়ায়, ঘুরিয়া ফিরে, পরিক্রমা করে, তার মধ্য হইতে তুলায় তৌলিয়া সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা কতই না অসম্ভব!—মনীষা অসাধ্য সাধন করিতে চায় না কি? কিন্তু তাই সে করিবে। অসম্ভবকে কোন দিনই সে ভয় করে নাই,—আজও করিবে না। কবিও মানুষ, তা'তে কিছু হয়ত আছে কল্পনা, কিছু আছে সত্য। কবির চিত্ত কখনও কল্পনার পুষ্পক-রথে চড়িয়া অমরালয়ে পরিক্রমণ করে, কখনও সে স্বর্গভ্রষ্ট শয়তানের মতই নিজের দুঃখদহনের তাপ দিয়া ভূতলে নরকাগ্নি জ্বালার সৃষ্টি করিয়াও তুলে, কিন্তু কবির বীণাতেও সত্যের নিছক খাঁটি সুর যে গুঞ্জিত হয় না, তা' তো নয়, আর ধরাও প'ড়ে তা' বিশেষজ্ঞের কাছে। মনীষার বিশ্বাস ক্রমেই বিদ্রোহের তান ধরিতেছে,—না,—এর মধ্যে কল্পনার স্থান নাই, আছে এতে খাঁটি সত্য।

বুক তার সঘনে কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের মধ্যে এমন একটা অভূতপূর্ব্ব ভাব অভিব্যক্ত হইল,—যার অস্তিত্ব তার স্বপ্নেও জানা ছিল না।—সেটা কি? ঈর্ষা?—অভিমান? অথবা আর কিছু? মনীষা নিজেই অবাক্‌ হইয়া গিয়া দেখিল, সে আর যাই হোক না কেন, ঈর্ষা কিম্বা অভিমান আদৌ নয়। খাতা রাখিয়া আবার জানালার ধারেই ফিরিয়া আসিল, জানালার শার্সি খুলিয়া রেলিংএর উপর কপাল চাপিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু দেখিবার জন্য নয়, নির্ব্বিবাদে ভাবিবার জন্য। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া তার চিন্তা-তপ্ত ললাটের উপর শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দিল, আন্দোলিত-শাখ অশ্বত্থগাছের মধ্য হইতে একটা ভিজে পাখী চেঁচাইয়া উঠিল,—চোখ গেল! চোখ গেল! চোখ গেল! মনীষার মথিত বক্ষ ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইল। তাহা শান্তির না অশান্তির নিজেও তা' জানিল না।

এর পর পরস্পর বিরোধী দুইটি গভীর চিন্তাধারা পাশাপাশি বহিয়া চলা দু'টি নদীর মত এই তরুণীর মনের মধ্যে গতিশীল হইয়া রহিল। কখন তাদের তালে তার বুকের রক্ত ছলাৎছল করিয়া তাল দেয়, কোথাও বা তার গর্জ্জমান তরঙ্গের কলরোলে সঙ্কোচে সে তাল কাটিয়া যায়, সংশয়ে সঙ্কোচে চিত্ত নিপীড়িত হয়। আবার এক দিকে সারা অন্তর প্রত্যাশাপন্ন হইয়া উঠে, চিত্ত রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তারই শুভতিথি যেন তার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যেন সে তার দিকে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করিয়া উদাত্ত স্বরে বলিতেছে,—মা ভৈঃ!—

ক্ষণ-পুলকিত, ক্ষণ-বিষাদিত মনীষা একান্ত অজানা শুভগ্রহের উদয়-প্রত্যাশী হইয়া প্রতীক্ষিত রহিল। মনের মধ্যে কোন্‌ অজ্ঞাত বার্ত্তাবহ তার সুস্মিত হাস্যভরা মুখে উঁকি দিয়া বলিয়া গেল,—ভয় নেই!—মনি! ভয় নেই!

এ দিকে মাসীমা আর দেরী করিতে রাজী নহেন। অনিমেষ যখন জবাব দিয়া চুকাইল, তখন অনর্থক সময় নষ্ট করার প্রয়োজন কি? কলিকাতার বড় চাকুরে ছেলেটির সঙ্গে সুরুচির বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়া কথা পাকা করার জন্য তাগিদ দিয়া সুচারুকে সত্বর এ বাড়ীতে আসার জন্য পত্র পাঠাইলেন। সুচারু ইদানীং কমই আসে, অনুযোগ জানাইলে মাথা হেঁট করিয়া নীরব থাকে নতুবা বলে—"কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট।"

মাসীমা নিজেও এটা লক্ষ্য করিয়াছেন; লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই তাদের বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। পুরুষ-ছেলে, বয়স কম, বাগদত্তার পিছন পিছন ঘুরিয়া ফিরিবে, না স্ত্রী-পরিবার লইয়া সংসার পাতিবে,—সবেরই ত একটা সীমা আছে!

সুচারু তাঁর জোর তাগাদা পাইয়া বাড়ী আসিল, কিন্তু তার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মাসীমা যেন অবাক্ হইলেন। সুরুচির পাকা দেখার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি দিন স্থির করিতে বলিলে সে কোনই আগ্রহ দেখাইল না। আবার মনীষার দিক্ হইতে সুচারুকে পাকা-দেখার যথা নিয়মিত আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছুক তা জানাইলে ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদ ত উঠতে বসতেই পাচ্চি, মাসীমা! এ সব এখন কিছুদিন থাক না এত তাড়াতাড়ি কি?"

মাসীমা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি কি বলচো চারু! মেয়েদের বয়েস কত করে হলো হিসেব কর ত! না, না, আর দেরী ক'রে লাভ নেই বাবা! যত শীগ্গির হয় ততই ভাল। 'তুমি পুরুত মশাইকে ডাকতে পাঠাও দেখি।"

অগত্যা অনিচ্ছা-মন্থরপদে উঠিয়া গিয়া সুচারু তাঁর আজ্ঞা পালন করিল।

পাঁজি দেখিয়া পাকা দেখার দিন স্থির হইলে মাসীমা অনিমেষকে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন, সে আসিলে চিন্তিতমুখে কহিলেন,—"সুচারুর আপন জন ত কেউ-ই তেমন নেই, মনিকে ওদের দিক থেকে তুমিই আশীর্ব্বাদ কর, তুমি ত ওর বড় ভাইয়ের মতন",—তার পর একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যে সে করার চাইতে তুমি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী তোমার কাছে পাওয়া আশীর্ব্বাদ ওর পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই অক্ষয় হবে। তুমি কিন্তু এসো বাবা!"

অনিমেষ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আসিবে, তার পর হাসিমুখে মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু তা' হ'লে আমি ওঁর বটঠাকুর হয়ে যাব না ত? সেটিতে কিন্তু রাজী নই মাসীমা!"

মাসীমাও হাসিয়া ফেলিলেন,—হাসিমুখে কহিলেন;—"না বাবা তাই বা তুমি হবে কেন? চারুর চাইতে এক বছরের ছোট—তুমি ওর ঠাকুরপোই থাকবে। তবে মনির চাইতে ত বয়েসে বড়, ওতে দোষ হয় না।"

অনিমেষ যেন নিশ্চিন্ত হইল এমনি ভাবে কহিয়া উঠিল, হয় না ত? তা' হলেই বাঁচি। বাস্তবিক, জগতে যত রকম সম্পর্ক আছে মাসীমা! আমার মনে হয় তার মধ্যে বৌদি সম্পর্কটাই সবার সেরা! যাই হবু-বৌদির কাছে গিয়ে আশীর্ব্বাদের আগাম দক্ষিণা কি আদায় ক'রে আনতে পারি দেখি।—চারুটা কোথায়?"

মাসীমা কহিলেন, "সে গিয়েছে কলকাতায় রুচির শ্বশুরের কাছে। অমনি সে দিনের জন্যে কিছু জিনিষপত্রও কিনে আনবে। ওর শরীরটা বোধ করি ভাল যাচ্ছে না, অত যে হাসিখুসী সব চ'লে গেছে জিজ্ঞাসা

করলে হেসে উড়িয়ে দেয়। আবার এদিকে রুচিটারও যে কি হয়েছে,—দিন দিন মেয়ে যেন শুকিয়ে যাচ্চে অথচ রোগও ত কিছুই দেখিনে, ডাক্তার-বদ্দিতেও কিছু খুঁজে পায় না।—কি যে ওদের জন্মে করি!"

ক্ষণকাল নীরব রহিয়া বোধ করি কোন একটা আগন্তুক মর্ম্মোচ্ছ্বাসকে ঈষদ্দমিত করিয়া লইয়া খেদপূর্ণ মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "অল্পভোগী মা-বাপ অকালে চ'লে গেলেন, যত জ্বালা সব আমাকেই দিয়ে গেছেন তো সব তা'তেই ভয় আর ভাবনা, হয়ত কিছুই হয় নি, কিন্তু কেমন যে পোড়া মন, মন্দটাই আগে ভাগে মনে আসে।"

মনীষা পড়ার ঘরের টেবিলের কাছে বসিয়াছিল। পর্দ্দার পাশ দিয়া তার শাড়ীর পাড়টি, তার মাদ্রাজী শাড়ীর আঁজি কাটা কাটা চওড়া আঁচলাখানি বাহিরে দাঁড়াইয়াও অনিমেষের চোখে পড়িল। আর পড়িল তার কপোলন্যস্ত শুভ্র মসৃণ মৃণালবৎ সুন্দর হাতখানি। মাথাটি নত মুখের সবটুকু দেখা যায় না, পদ্মকোরকের মত আঙ্গুলগুলির উপর চাপিয়া রাখা বামগণ্ডের একটুখানি মাত্র চোখে পড়ে। চিত্রকর বৃথাই ছবি আঁকিয়া মরে, এমন চিত্র চোখে পড়ে না তাদের?

"আপনাকে হয়ত বিরক্ত করছি, কিন্তু কোন উপায় নেই। বায়না ক'রে না গেলে হয়ত সময়মত জোগান দিতে পারবেন না, তাই একটুখানি সময় খরচ করাবো।" এই বলিয়া অনিমেষ পর্দ্দাটার উপর হাত রাখিল।

মনীষা সুগভীর চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া চমকিয়া উঠিল, একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া কাপড়-চোপড় ঈষৎ গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আসুন না"—ততক্ষণে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল।

"কি এত ভাবছিলেন? চারু বাড়ী নেই বুঝি?"

সহাস্যমুখে অনিমেষ ঘরে ঢুকিয়া মনীষার দেওয়া চেয়ারটা সরাইয়া লইয়া বসিতে বসিতে স্মিতমুখে পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কবি হ'লেও বোধ হচ্চে তার কাব্যরস বোধ নেই। না?"

মনীষা এ কথায় হাসিল না, তার গম্ভীর মুখ বড়ই বেশী রকম গম্ভীর হইল। অনিমেষকে হাতের ইসারায় বসিতে অনুজ্ঞা করিয়া নিজে তার অনতিদূরে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিল, তার পর একবার এদিক ওদিক্ চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কথা কহিল, "আপনার বন্ধুটির কি হয়েছে বল্‌তে পারেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া অনিমেষ কিছু বিস্মিত হইয়াছিল তার পর হঠাৎ তার কোন কথা মনে পড়িল, সে তখন প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "মাসীমাও তাই বলছিলেন বটে। তার যেন শরীর ভাল নেই,—একবার কোন ডাক্তারকে ডেকে—"

বাধা দিয়া মনীষা ঘাড় নাড়িল। তেমনই মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "না ডাক্তার ডাকলে হবে না, ডাক্তারী যদি করতে হয় করতে হবে আপনাকেই। আর তারই জন্যে আমি আপনার পথ চেয়ে রয়েছি।"

অনিমেষ নিজের কানকে অবিশ্বাস করিয়া অল্প জোর দিয়া উচ্চারণ করিল, "ডাক্তারী? আমাকে?"

মনীষা কহিল, "তা'ছাড়া আর কে' কর্ব্বে? আমার মনে হচ্চে শরীরে নয়, রোগ ওর মনেই কিছু হয়েচে। কি হয়েচে, সেই খবরটি জানতে হবে আপনাকে।—আর সেটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।"

অনিমেষ একটুখানি সংশয়ান্বিত হইয়া রহিল, তার পর কি ভাবিয়া লইয়া সরল সুযুক্তিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি মনীষার মুখে ন্যস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তার মনে কোন অশান্তি যদি থাকে সে জানবার একমাত্র অধিকার ত আপনারই, আপনিই সেটা যুক্তি দিয়ে,—সহানুভূতি দিয়ে

মুছে নিতে পারবেন। সে দিন ত শীঘ্রই আসছে এবং মাসীমার কাছ থেকে এইমাত্র খবর পেলাম আমিই হচ্ছি নাকি তারই অগ্রদূত।"

অতল কালো গভীর দৃষ্টি অনিমেষের চোখের উপর স্থির করিয়া মৃদু অথচ শান্ত কণ্ঠে মনীষা প্রশ্ন করিল, "তখন যদি সেই মানসিক অশান্তি দূর করবার পথ আর খোলা না থাকে? ওঁর মনে যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য আছে সে খবর আমিও জানি, কিন্তু এ সে জিনিষ নয়,—আপনি এই খাতাখানা প'ড়ে দেখুন না।"

মনীষা উঠিয়া গিয়া সুচারুর কবিতার খাতার সেই পাতাখানা খুলিয়া অনিমেষের হাতে দিল।

"বিজলীর তীব্র আলো সহিতে নারিল আঁখি।
জুড়াইতে চাহে সে যে চাঁদের জ্যোছনা মাখি।"

"দেখছেন ত?" পড়া শেষ হইলে ঈষৎ হাসিয়া অনিমেষ কহিল, এরই নাম পাকা কবি। এই দেখেই আপনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছেন? মনীষা দেবি! অথচ আপনি নিজেও একজন কবি, আপনি জানেন, কবির কল্পনায় ধরা পড়ে না, এমন কিছু বিশ্ব সংসারে নেই এবং তাকে সত্যের আলো দিয়ে দেখতে গেলে সংসারে আপনি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন।"

মনীষা মৃদু হাসিল, অত্যন্ত সন্তপিত ম্লান এবং ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ সে হাস্যটুকু,—তথাপি তাতেই তাকে কি না সুন্দর দেখাইল!—

"কবিকল্পনা আর বাস্তব সত্য দু'টো যে এক নয় এটুকু বুঝতে পারবার মতন বয়েস আমার হয়েছে অনিমেষবাবু! আপনার বন্ধু যে এখন কোন যুগ-সন্ধিস্থলে অবস্থিত, তাতে সন্দেহ নেই! আপনি হয়ত জানেন না, তিনি আশীর্ব্বাদের দিন পেছিয়ে দিতে মাসীমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন।"

অনিমেষ এবার বাস্তবিকই বিস্মিত হইল, তার মুখ দিয়া নির্গত হইল, "সত্যি ?"

মনীষা কহিল, "হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা যাক,—আপনার বন্ধুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আপনাকে তাঁর মনের অবস্থাটা বুঝে তার মতন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনি না করলে আমাদের কর্ণ্ধার আর আছে কে' ?"

মনীষার কণ্ঠে একটা গভীর মিনতির আগ্রহভরা করুণ সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল এবং অনিমেষকে তাহা স্পর্শ না করিয়া পারিল না। যতই হউক সেও ত একটা মানুষ, এতটুকু একটুখানি উপকার—কে' না কা'র করিয়া থাকে ? যদিও তার কাজের তাড়া খুবই বেশী, তথাপি সে এর পর আর 'না' বলিতে পারিল না।

কিছুদিন ধরিয়া সুরুচির শরীরও ভাল নাই। সে এখন প্রায় চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকে। আহারে দারুণ অরুচি, একটা কথা গায়ে সয় না, জলে চোখ দুটি যখন তখন ভরিয়া ওঠে, মুখে একটা করুণ ছায়া, হাসি মুখখানি অপরিসীম বেদনায় যেন পরিম্লান, অমন যে লাবণ্যের প্রতিমা মেয়ে দিনে দিনে যেন তার ছায়াখানি অবশেষ হইতে বসিয়াছে। ডাক্তার দেখিল, কবিরাজ নাড়ী টিপিলেন, চোখ মুদিয়া অনেক গবেষণার পর ঐ একই রায় দিলেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ভিন্ন আর কোন রোগই দেহে নাই। প্রভেদের মধ্যে ইনি দিলেন ভাইব্রোনা আর উনি দিলেন মাখন-মিশ্রী দিয়া মকরধ্বজ।

মাসীমা মেয়েকে শীঘ্র শীঘ্র চাঙ্গা করিয়া ফেলিবার লোভে দুজনকার দুই প্রেসক্রিপশন একসঙ্গেই কাজে লাগাইলেন। সুরুচিও তার বাধ্যতার গুণে অপ্রতিবাদে দুইটাকেই গলাধঃকরণ করিয়া চলিল ; কিন্তু ফল যে কোনটাই দিতে সমর্থ হইল না, তাহা ক্রমেই

সমধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিল। সুরুচি যেন আর সে সুরুচিই নয়!

অনিমেষ তার বিছানার পাশে চৌকিতে বসিয়া কত রকম করিয়া তাকে হাসাইতে চেষ্টা করিতেছিল। সুচারুর নূতন ছাপা বইখানা পড়িয়া আছে দেখিয়া টানিয়া লইয়া খুলিতেই যেখানটা চোখে পড়িল পড়িতে আরম্ভ করিল ;—

"ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, রাণি!
ভালবাস জানি তাহা জানি।
বেদনার দাহে দহি, তবু যে নীরবে রহি,
তবু যে দিইনে প্রতি দান।—
কি হেতু জানেন ভগবান্।"

সুরুচি ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া বইখানায় ঈষৎ টান দিয়া কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের সুরে বলিয়া উঠিল, "অনিদা!—ও থাকগে।"—

অনিমেষ পড়া বন্ধ করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত সুরুচির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। মুখটা তার যেন পাঙাশ হইয়া গিয়াছে, পাতলা দু'খানি পুষ্প-পেলব তুল্য ঠোঁট অতসী ফুলের পাপড়ীর মতই বিবর্ণ পাণ্ডুর, স্বচ্ছ সরল সেই দুটি হরিণ-চক্ষুতে অন্তর্বিদ্ধের অর্দ্ধ-ব্যক্ত বেদনা পরিব্যাপ্ত। কি যেন বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না, শুধু বেদনাভরা সহানুভূতির সহিত চাহিয়া রহিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে জানলার মধ্য দিয়া উদ্যান পথের একটা অংশ দেখা যাইতেছে তা'তে দু'সারি কৃষ্ণ-চূড়ার গাছ, ফুল ফুটিয়া ঐ দিকটা লালে লাল করিয়া রাখিয়াছে। পাশের চষা মাঠে কৃষাণরা কাজ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাদের রাখালী গলার গান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বাতাস আসিয়া জানালার পাশের ফুলে ভরা

শিরীষগাছের ডালে নাড়া দিয়া সুপ্রচুর মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ছড়াইয়া শব্দ তুলিতেছিল—সিম্ সিম্ সিম্।

চায়ের আয়োজন আজকাল আর তেমন সাড়ম্বরে হয় না। সুচারু প্রায়ই অনুপস্থিত, সুরুচির চায়ে রুচি নাই, অগত্যা মনীষা একা তার ঘরে বসিয়াই চায়ের কাপটা গভীর অবহেলার সঙ্গেই শেষ করে। আজ সে কি ভাবিয়া বিশেষভাবেই একটু আয়োজন করিয়াছিল। শুধু চা নয় ঠাণ্ডা সরবৎ, ভাল আম প্রচুরভাবে সাজাইয়া সে অনিমেষ এবং সুরুচিকে ডাকিতে আসিল। সুচারু সেই মাত্র কলিকাতা হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতে গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া দু'জনকে তদবস্থ দেখিয়া সে যেন একটু ভয় পাইয়া গেল। সুরুচিকে যেন কত দিনের রোগীর মত দেখাইতেছে, কি করুণ ও ক্লান্ত তার চোখের দৃষ্টি,—যেন একান্ত অসহায়তার নিরাশ্বাসে নিজেকে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। বেদনায় স্নেহশীলা দিদির করুণ চিত্ত টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। এ কি ঘটিতে চলিয়াছে! এই অসুস্থ শরীরে ওকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে না, কি? না, এ বিবাহ এখন বন্ধই থাক। মাথার কাছটিতে আসিয়া সস্নেহে কপালে হাত দিয়া ডাকিল—

"রুচোন্!"—এটি ওর বিশেষ আদরের ডাকনাম।

সুরুচি চোখ মেলিয়া শ্রান্ত দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকাইল, কথা কহিল না।

"মনে করেছিলুম সব্বাই মিলে আজ চা খাওয়া হবে কিন্তু তোমার শরীরটা তো ভাল নেই, থাক না হয়। তোমার জন্যে একটু গরম দুধ দিতে বলি? আপনি চলুন, একটু সরবৎ খাবেন,—আপনার বন্ধুও এসেছেন তাঁরও চা দিতে বলেছি।"

সুরুচির রক্তহীন মুখে হুলাৎ করিয়া খানিকটা গাঢ় রক্ত আছাড়

খাইয়া পড়িল। তার বিবর্ণ কপোল ও কর্ণমূল অস্বাভাবিক আরক্ত এবং স্তিমিত নেত্র তারকা অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বিছানা হইতে নামিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"না দিদি! দুধ পাঠিও না, আমিও যাচ্চি।"

মনীষা খুসী হইয়া বলিল, "যাবি? চল তা'হ'লে,—কষ্ট হবে না তো?"

দীপ্তমুখে সুরুচি উত্তর করিল,—"কষ্ট কেন হবে?" সে তার স্বাভাবিক গতিতেই মনীষাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

চায়ের আসরের যে পরিকল্পনা লইয়া মনীষা ইহার পুনঃ পত্তন করিতে গিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। টেবিলে হাতের কাজের শুভ্র আস্তরণ, ফুলদানীতে পুষ্পগুচ্ছ, বারান্দার টবের গাছে গাছ ভরা গোলাপ, আহার্য্যেরও অপ্রতুলতা নাই। তরুণ তরুণী কয়জনেই শিক্ষিত এবং শিক্ষিতা পরস্পরের সহিত আলোচনা করিবার বিষয়েরও প্রাচুর্য্য ওদের আছে অথচ কথা কেন জমে না! অবশেষে মনীষা সুচারুকে প্রশ্ন করিল, "ছেলেটির সঙ্গে দেখা হলো?"

সুচারু প্রথমবারের প্রশ্ন শুনিতেই পায় নাই দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসায় চটকা ভাঙ্গা হইয়া উত্তর করিল,—"হয়েছে।"

"নামটা যে কি মনে থাকে না, ব্রজেন্দ্র? না? ব্রজেন্দ্রকুমার বুঝি?"

সুচারু বলিল, "হুঁ!"

"পাকা দেখার ঐ দিনই তাহলে স্থির করা হলো ত? আচ্ছা, ওঁরা বেশ লোক ভাল তো? ব্রজকে ত আমি দেখেইছি, বেশ দেখতে না?"

সুচারু চকিত নেত্রে এক লহমার জন্য সুরুচির মুখের দিকে তাকাইল। তার মুখ দেখা যায় না, মাথাটা টেবিলের সঙ্গে প্রায় সমান হইয়া নামিয়া পড়িয়াছে,—আরও একটু নামিল।

মনীষা সুচারুর উত্তরগুলিতে সন্তুষ্ট হইতেছিল, এমন কথা বলা চলে

না। বিরক্ত হইয়াই সে প্রশ্ন করা বন্ধ করিল। এ' কি ভদ্রতা! তার বোনের বিয়ে,—বরপাত্রসম্পর্কিত সকল কথা কোথায় খোলা-খুলিভাবে জানাইবে তা' নয়, কেবল 'হাঁ' আর 'হুঁ'!

বিরক্তি গোপন উদ্দেশ্যে সে সুচারুকে ছাড়িয়া অনিমেষের দিকে মন দিল।

"আপনি যে এই টেবিলে খাবেন না তা' আমার মনে ছিল না। চলুন, মাসীমার ঘরে আপনাকে খাইয়ে আনি। আমও ত্যাগ করেছেন? তবে আর আপনি খাবেনই বা কি? আচ্ছা আমটা ভালও ত বাসতেন, শুধু শুধু ছাড়লেন কেন বলুন ত?"

অনিমেষ হাসিয়া বলিল, "ভালবাসতুম বলেই ত ছেড়েচি। যে খাওয়াটা প্রাণধারণের জন্তে নয় সে খাওয়ায় তো আমাদের অধিকারও নেই। বিশেষতঃ ওটার মধ্যে বেশ একটা লোভ থেকে যাচ্ছিল।"

যুক্তি শুনিয়া মনীষার রাগ ধরিল, ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, "তা' হ'লে কা'কেও যদি আপনি দৈবাৎ কোন দিন ভালবেসেই ফেলেন তৎক্ষণাৎ তাকেও বর্জ্জন করবেন?"

অনিমেষ হাস্যস্মিতমুখে অনুত্তেজিত দৃঢ়কণ্ঠে তৎক্ষণাৎই উত্তর দিল,—"সে রকম দুর্ভাগ্য ঘটলে তাতো করতেই হবে।"

এর পর আর তর্ক চলে না।

সুচারুকে অনিমেষ জেরা করিয়াছিল। উত্তর পায় নাই। সুচারু হাসিবার চেষ্টা করিয়া গাম্ভীর্য্যের পরিবাদ খণ্ডন করিতে চাহিয়া জবাব দিল, "পাগল না কি? মন আবার খারাপ হ'তে কখন দেখলে? তবে দায়-দায়িত্ব সবই ত ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছে, ভাবনায় একটু প'ড়ে গেছি বই কি! দেখচো বরের ঘরের মাসী, আর কনের ঘরের পিসীই শুধু নই, জোড়া বর-কনের ঘরের যে কিছু সমস্তই এই একমাত্র আমিই।

আবার নিজেও এর ভিতর একজন বর।—এতে যদি না ভয় খাব, ত ভয় খাব কিসে?"

অনিমেষের কাছে যুক্তিটা অসমীচীন ঠেকিল না। সে নিশ্চিন্ত হইয়া খোলামনে বলিয়া উঠিল, "হয় নি ত কিছু? তা হলেই হলো।—হ্যাঁ, একটা পরামর্শ দিই শোন, কি সব ছাই-ভস্ম পদ্য-ফদ্য লিখে রেখেছ ঐ একখানা খাতায়। একটা কাজ কর, ওখানা পুড়িয়ে ফেলো। ঐখানার কোন কোন পদ্য নাকি মনী-দেবীর মনে ধরে নি।—তিনি সন্দেহ করছেন—"

"কি?" সুচারুর গলার স্বর এত ক্ষীণ যে একটু দূরের লোকেও তা' শুনিতে পায় না। মুখ তার হঠাৎ ছাইএর মতই ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল।

"তুমি আর কারুকে উদ্দেশ ক'রে ঐ কবিতাগুলি লিখেছ।"

"এই কথা তিনি সত্যি বলেছেন?"

অনিমেষ তার পিঠ চাপড়াইয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া উঠিল;—"মা ভৈঃ! আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেবো দেবীর ভক্তরা তাঁকে দশ মূর্ত্তিতে স্তব ক'রে তৃপ্ত হ'ন। কখন তিনি স্থিতিবিধায়িনী অন্নপূর্ণা কখনও বা সংহারমূর্ত্তি কালিকা,—প্রভেদ থাকলেও এঁরা অভেদই।"

সুচারু নিরুত্তরে শুধু একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। সেটা আরামের কি বেদনার তা' বুঝা গেল না।

মনীষাকে সুসংবাদটা জানাইবার জন্য অনিমেষ অধীর হইয়া উঠিল। মনে মনে হাসিয়া মনে মনেই বলিল,—'এই আরম্ভ হলো আর কি! এখন দিনে দিনে কতই হবে। মহাবিদ্যার মহাবিদ্যা সকল ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত হয়ে উঠে নাকের জলে, চোখের জলে এক ক'রে তবে না বিয়ের সুখটা টের পাওয়াবে, তোমায়।—বাপ্‌স! আমায় আবার এরা এই

ভৈরবীচক্রের তলায় পিষে মারবার ষড়যন্ত্র করতে বসেছিল।—ভগবান্ আমায় রক্ষা করুন।

মনীষার সঙ্গে যখন অনিমেষের দেখা হইল সে কোন কথা বলার আগেই মনীষা নিজেই বলিয়া বসিল, "আপনার একটি কাজ বাড়লো! পাকা দেখা হবে না। 'মেয়ে অসুস্থ, এখন বিয়েই হবে না।' এই ব'লে একখানি চিঠি আপনি ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে আজই ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে যান।—আজই যেন যায়।"

বিস্মিত হইয়া অনিমেষ প্রশ্ন করিল, "সুরুচি দেবীর শরীর কি বেশী অসুস্থ হয়েছে?"

মনীষা কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু সে জন্যে ব্যস্ত হবেন না। রোগের মূল যখন পাওয়া গেছে তখন এইবার ঠিক চিকিৎসা হলেই সেরে যাবে।"—বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। তার কথার মধ্যে কি একটি রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। তার সুন্দর মুখে যে হাসি ফোটে, সে যে আনন্দের কি বিষাদের তা'তেও যেন সন্দেহ দেখা দেয়। অনিমেষ মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ যে কি বিপদেই আমি পড়েছি! এদের এই সব হেঁয়ালি নাট্যর চাইতে আমার পক্ষে সতের মাইল পথ হাঁটা আর গুণে গুণে দুশো কোদাল মাটি কাটাও যে ঢের সহজ। তিলপুরে কদ্দিন যাওয়া হয় নি, পিসীমা সেখানে নিশ্চয় চ'টে আগুন হয়ে রয়েছে। গরীবপুরে নতুন কাজ আরম্ভ হয়েচে, এখানেও ধোবাপুকুরটায় শীগ্‌গির হাত না দিলেই নয়,—কি যে আমি করি।"

সুচারুর সন্ধানে গিয়া দেখিল সে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে একমনে পাইচারী করিতেছে। হাত দু'খানা পরস্পর সংসক্ত, ঠোঁট দিয়া ঠোঁট চাপা, চুলগুলা উস্‌কোখুস্‌কো, মুখ বিষাদগম্ভীর। অনিমেষ ঘরে ঢুকিয়াই কহিয়া উঠিল, "ওহে এক নম্বরের বর! তোমাদের দু'নম্বরের কনের না কি এখন

আবার নিজেও এর ভিতর একজন বর।—এতে যদি না ভয় খাব, ত ভয় খাব কিসে?"

অনিমেষের কাছে যুক্তিটা অসমীচীন ঠেকিল না। সে নিশ্চিন্ত হইয়া খোলামনে বলিয়া উঠিল, "হয় নি ত কিছু? তা হলেই হলো।—হঁ্যা, একটা পরামর্শ দিই শোন, কি সব ছাই-ভস্ম পদ্য-ফদ্য লিখে রেখেছ ঐ একখানা খাতায়। একটা কাজ কর, ওখানা পুড়িয়ে ফেলো। ঐখানার কোন কোন পদ্য নাকি মনী-দেবীর মনে ধরে নি।—তিনি সন্দেহ করছেন—"

"কি?" সুচারুর গলার স্বর এত ক্ষীণ যে একটু দূরের লোকেও তা' শুনিতে পায় না। মুখ তার হঠাৎ ছাইএর মতই ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল।

"তুমি আর কারুকে উদ্দেশ ক'রে ঐ কবিতাগুলি লিখেছ।"

"এই কথা তিনি সত্যি বলেছেন?"

অনিমেষ তার পিঠ চাপড়াইয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া উঠিল;—"মা ভৈঃ! আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেবো দেবীর ভক্তরা তাঁকে দশ মূর্ত্তিতে স্তব ক'রে তৃপ্ত হ'ন। কখন তিনি স্থিতিবিধায়িনী অন্নপূর্ণা কখনও বা সংহারমূর্ত্তি কালিকা,—প্রভেদ থাকলেও এঁরা অভেদই।"

সুচারু নিরুত্তরে শুধু একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। সেটা আরামের কি বেদনার তা' বুঝা গেল না।

মনীষাকে সুসংবাদটা জানাইবার জন্য অনিমেষ অধীর হইয়া উঠিল। মনে মনে হাসিয়া মনে মনেই বলিল,—'এই আরম্ভ হলো আর কি! এখন দিনে দিনে কতই হবে। মহাবিদ্যার মহাবিদ্যা সকল ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত হয়ে উঠে নাকের জলে, চোখের জলে এক ক'রে তবে না বিয়ের সুখটা টের পাওয়াবে, তোমায়।—বাপ্‌স! আমায় আবার এরা এই

ভৈরবীচক্রের তলায় পিষে মারবার ষড়যন্ত্র করতে বসেছিল।—ভগবান্ আমায় রক্ষা করুন।

মনীষার সঙ্গে যখন অনিমেষের দেখা হইল সে কোন কথা বলার আগেই মনীষা নিজেই বলিয়া বসিল, "আপনার একটি কাজ বাড়লো! পাকা দেখা হবে না। 'মেয়ে অসুস্থ, এখন বিয়েই হবে না।' এই ব'লে একখানি চিঠি আপনি ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে আজই ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে যান।—আজই যেন যায়।"

বিস্মিত হইয়া অনিমেষ প্রশ্ন করিল, "সুরুচি দেবীর শরীর কি বেশী অসুস্থ হয়েছে?"

মনীষা কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু সে জন্যে ব্যস্ত হবেন না। রোগের মূল যখন পাওয়া গেছে তখন এইবার ঠিক চিকিৎসা হলেই সেরে যাবে।"—বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। তার কথার মধ্যে কি একটি রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। তার সুন্দর মুখে যে হাসি ফোটে, সে যে আনন্দের কি বিষাদের তা'তেও যেন সন্দেহ দেখা দেয়। অনিমেষ মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ যে কি বিপদেই আমি পড়েছি! এদের এই সব হেঁয়ালি নাট্যর চাইতে আমার পক্ষে সতের মাইল পথ হাঁটা আর গুণে গুণে দুশো কোদাল মাটি কাটাও যে ঢের সহজ। তিলপুরে কদ্দিন যাওয়া হয় নি, পিসীমা সেখানে নিশ্চয় চ'টে আগুন হয়ে রয়েছে। গরীবপুরে নতুন কাজ আরম্ভ হয়েচে, এখানেও ধোবাপুকুরটায় শীগ্‌গির হাত না দিলেই নয়,—কি যে আমি করি।"

সুচারুর সন্ধানে গিয়া দেখিল সে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে একমনে পাইচারী করিতেছে। হাত দু'খানা পরস্পর সংসক্ত, ঠোঁট দিয়া ঠোঁট চাপা, চুলগুলা উস্‌কোখুস্‌কো, মুখ বিষাদগম্ভীর। অনিমেষ ঘরে ঢুকিয়াই কহিয়া উঠিল, "ওহে এঁক নম্বরের বর! তোমাদের দু'নম্বরের কনের না কি এখন

বিয়ে করবার ফুরসুৎ হচ্চে না।—ওঁদের পাকা দেখা বন্ধ করতে লিখে দেবার হুকুম হলো যে।”

পথ চলিতে চলিতে দরিদ্র ভিক্ষুক সহসাই যেন পথিপার্শ্ব হইতে অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে এমনই করিয়া সুচারু উৎফুল্লমুখে লাফাইয়া উঠিল, “সত্যি ?”

তার আনন্দোচ্ছ্বাস এতই সুস্পষ্ট যে অনিমেষ বিস্মিত না হইয়া পারিল না। এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে সবিস্ময়ে প্রতি প্রশ্ন করিয়া বসিল, “কেন বল ত ?”

সুচারু সহসাই নতশির হইল,—“না,—সে কিছু না, তবে এত তাড়াতাড়ি, আর সে ছেলেই বা কি এমন ভাল ?”

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, “আমার চাইতেও মন্দ ? আমার সঙ্গে কি ক’রে মত দিয়েছিলে ?”

সুচারু নীরব রহিল, উত্তর দিল না।

অনিমেষ তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুচারুর বিরস মুখকান্তি হর্ষস্মিত সে যেন একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল, কিন্তু আর এক রকম মূর্ত্তি ধরিয়া।

সপ্তাহ দুই অনিমেষের এদিকে আসার সুযোগ ঘটে নাই, পিসীর নিমন্ত্রণে তিলপুরে যাইতে হইয়াছিল। হঠাৎ মনীষার হস্তাক্ষরে এক পত্র পাইল,—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আগামী পরশ্ব আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুরুচি দেবীর শুভ-বিবাহের পাত্র ও পাত্রী আশির্ব্বাদ উপলক্ষে আপনার এ বাড়ীতে আগমন অবশ্য প্রয়োজনীয় হওয়াতে আপনাকে পত্র দ্বারা আহ্বান জানাইতে বাধ্য হইলাম। সে জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। মাসীমার ও আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন কোনমতেই অন্যথা করা না হয়। ইতি

শ্রীমতী মনীষা দেবী।"

মনীষা যেন চিরদিনই রহস্যময়ী! অনিমেষ অনেকবারই এই কথাটা ভাবিয়াছে, আবারও তার সেই কথাই ফিরিয়া মনে হইল। যখন সে অন্তরালবর্ত্তিনী তখনও যেমন যখন সে সমীপাগতা তখনও তেমনি সে যেন ভাল করিয়া পরিচিতির বাহিরে। সুরুচির পাকা দেখার নিমন্ত্রণ করিয়াছে কিন্তু এ যেন সবটা বলা হয় নাই, এর যেন অনেকটাই না বলা রহিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শুনিতে যতটা সাদাসিধা ঠেকিতেছে, যেন ব্যাপারটা ঠিক ততটাই নয়।

প্রথমেই পদ্মমালাদের বাড়ী গেল। বুড়া ঠাকুর্দ্দার অবস্থা ভাল নয়।

জ্বর আছে, সঙ্গে নানা উপসর্গ। মধ্যে মধ্যে জ্বর বাড়িলে দু'একটা আবোল-তাবোল বকিতেও থাকে। মা ত সাম্‌নে যায় না, পদ্মকেই সব কিছু তাল সামলাইতে হয়। সে অনিমেষকে সঙ্গে করিয়া রোগীর ঘরে লইয়া আসিল। হাত পা ঢোল হইয়া ফুলিয়াছে, গোল কালো চাকার মত মুখখানা ফুলিয়া বিভীষণের মত দেখিতে হইয়াছে। পেট জোড়া উদরীর অস্বস্তিতে তাকিয়া বুকে দিয়া দিন রাত হাঁপাইতেছে। এদিকে ভাল দেখিতে পায় না, কিন্তু অনিমেষকে দেখিয়াই চিনিল। বিকট একটা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—"বাঃ! ছোক্‌রা বাঃ! এখনও যে পদীর পিছনে পিছনে ঘুরচো—কিন্তু ও গুড়ে যে বালি। ওর বিয়ে দেব না প্রতিজ্ঞে করেচি, এ জন্মে ওর কথা জন-মনিষ্যি কেউ জানবে না, তা' যদি না জানাই কোন্ গোত্তরে ওর বিয়ে হবে শুনি? সত্যি ক'রে ত আর ও আমার কেউ নয়! এ'ত একটা লোক-দেখানো ঠাট। বুঝলে?—জবাব দাও না,—বুঝেছ?"

অনিমেষ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে,—অথচ কিছুই সে বুঝে নাই। বাহিরে আসিয়া পদ্ম বলিল, "আপনার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে না, নতুনদা? আমার কিন্তু একটুও হয় না, ওঁর মাথার কি কিছু ঠিক আছে। কখন বলে, 'ব্যাটাদের ফাঁসিকাঠে লটকাবো, জানে না শালারা আমার নাম ভরতচন্দ্র অগস্তি।—আমার তাঁবে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।' আবার কখনও কাতর হয়ে বলে, 'এতটা না করলেই হতো। আহা, কচি বাচ্ছাটা!—নেহাৎ নেমকহারামী করলুম।' মুখে চুক্ চুক্ শব্দ ক'রে বলে, 'ধরা পড়লে নির্য্যস ফাঁসিকাঠে লটকে দেবে, কোথায় থাকবে দশ হাজার টাকা,—আর কোথায় থাকবেন এই শর্ম্মা'।—ও একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।"

অনিমেষ মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে বলিল, "পাগল না মুণ্ডু!

গুণ্ডা-বদমায়েস, অনেক কীর্ত্তিই করেছেন, সেই সব এখন বেরুচ্চে।" ঘৃণায় তার সমস্ত শরীরটা বারে বারে শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ বিতৃষ্ণার জ্বালায় রি-রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যক্রমে যে সরলা ও নিষ্পাপ মেয়েটি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে জন্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অহেতুক গ্লানির অংশভাগিনী হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রবলতর অনুকম্পা অনুভব করিতেও লাগিল। পাঁকেই যে পদ্মের জন্ম,—এ বুঝি বিধিরই চির বিধান!

ও বাড়ীতে পা দিয়া উৎসবের একটা সাড়া পাওয়া গেল, সকলেই যেন বিশেষভাবে একটু ব্যতিব্যস্ত। মাসীমার সঙ্গে দেখা করিয়া পদধূলি লইতেই তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ বাবা! এস, তোমার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছিল, কি জানি চিঠিখানা পেলে কি না! কাল'ত রুচির পাকা দেখা, আজ তোমায়, বাবা, এখানে থেকে যাতে ক'রে সব সুভালাভালি হয়ে যায়, তার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। আর আজ বিকেলে পাত্র-আশীর্ব্বাদ এই বাড়ীতেই ত হবে, সে সময়েও তোমার থাকা দরকার।"

অনিমেষ উৎসাহ-স্মিতমুখে কথার উপর জোর দিয়া দিয়াই বলিল, "নিশ্চয়!—কিন্তু, সুরুচি দেবীর আশীর্ব্বাদের কথাই ত বল্লেন, তা' হ'লে কি ওঁরটা আগেই হয়ে গেছে? আমায় কিন্তু সে নিমন্ত্রণটিও যেন করা ছিল, বাদ গেল কেন, মাসীমা? কবে সে সব হলো?"

মাসীমা সোজা অনিমেষের ঔৎসুক্যস্মিত মুখের পানে চাহিলেন, উত্তর দিলেন কিন্তু নতনেত্রে এবং কথা ঘুরাইয়া কহিলেন,—"সে সব ত কিছুই হয় নি, বাবা!"—তাঁর মুখের ভাবে কি যেন একটা গভীর প্রচ্ছন্ন অবসাদের ব্যথা নিহিত।

সবিস্ময়ে অনিমেষ বলিয়া উঠিল, "হয় নি? তবে যে এঁর আগেই

হচ্ছে? বড়র না হয়ে আগে ছোটর,—এ ত আমাদের দেশে বড় একটা হয় না মাসীমা?"

মাসীমা তেমনই শান্তস্বরে কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হয়ত পারিলেন না। গলা যেন তাঁর কাঁপিয়া গেল, স্বর যেন একটু জড়াইয়া আসিল, তথাপি যথাসাধ্য সংযতভাবেই কহিলেন, "সে বিয়ে করবে না, মনি বিয়ে করবে না—"

অনিমেষ গভীর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আবার অপর পক্ষে যে জিনিষটা তার কাছে রহস্য ঠেকিতেছিল, সেটা নির্ম্মল জলের মতই দেখাইল। এই তাহা হইলে সুরুচির রোগের মূল? আর সুচারুরও কি তাই? তাই—হ্যাঁ,—নিশ্চয়ই তাই। আর এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছে—মনীষা নিজেই। তাই তার আজ বিবাহে বিতৃষ্ণা।

শুভক্ষণে শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর শুভক্ষণ, মাসীমা একাকিনী সুচারুর কাছে আসিয়া তাহাকে ধান্যদূর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। একসেট হীরার বোতাম তার জন্য তৈরী করানোই ছিল। লজ্জিত ক্লিষ্ট মুখে সুচারু তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল,—"ওঁকে আপনি এখনও বুঝিয়ে বলুন, মাসীমা! ওঁর জীবনে যদি এতটুকুও দাগ পড়ে, আমি তা'তে ঘোর অসুখী হবো। ওঁকে ব্যথা দিতে আমি ত চাইনি।"

মাসীমা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্তমুখেই জবাব দিলেন, "ও বলে, ওর মনে কোন দাগ লাগবে না। তুমি মিছে ব্যস্ত হয়ো না, বাবা! আমি ব'লে দেখেছি, ও বিয়ে করবে না।"

সুচারু নীরবে সুগভীর শ্বাস মোচন করিল। সে যেন এমন করিয়াই নিজেকে বুঝাইল, তবে আর আমার দোষ কি? ও যখন আমায় চায় না, যা' ভাল বোঝে করুক!—আমি একা কি করতে পারি?

কিন্তু এত সহজে আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে পারিল না সুরুচি। সে-দিন আসন্ন বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার প্রত্যাশায় যখন দিদির কাছে বিবাহে অনিচ্ছার কথা জোর করিয়া জ্ঞাপন করিল, কান্নাধরা গলায় দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি পারবো না,—তুমি মাসীমাকে বলো, আমি বিয়ে করতে পারবো না।" তখন মনীষার মনের মধ্যের সেই রহস্যময় ছায়াটাকেই সে নিবিড়তর করিয়া তুলিল। ক্ষণকাল নীরবে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইয়া সে মুখ ঈষৎ গম্ভীর করিয়া বলিল, "তুই ত বলছিস বিয়ে করবিনে; কিন্তু আমি তা হ'লে তো বড্ড বিপদে প'ড়ে গেলুম, রুচি! তুই ত জানিস্, সুচারুবাবুকে বাবা তাঁর জামাই করবেন ব'লে কথা দিয়ে রেখেছেন, সে কথা সব্বাই জানে আর তিনিও জানেন। আমার কিন্তু, রুচি, ওঁর স্ত্রী হ'বার ইচ্ছে মোটে নেই, তা' তোকে এই ব'লে দিচ্চি। অনেক ভেবে দেখেছি আমি, মন স্থির আমার হলো না, তাই আজ মাসীমাকে এ কথা বলবো স্থিরই করেছিলুম। তুই যদি ওঁকে বিয়ে করিস, তবেই আমি, ভাই, মুক্তি পাই।"

সুরুচি অকস্মাৎ তড়িৎস্পৃষ্টার মতই চমকিয়া উঠিল। মন্ত্র-সম্মোহিতার মত সে মুখ তুলিয়া গভীর বিস্ময়ে দিদির নির্ব্বিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মনীষা দেখিল, সেই সুবৃহৎ চোখ দুটিতে বিস্ময়, সংশয়, আনন্দ এবং আশঙ্কা যুগপৎ পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। তারা যেন মৃদুকুণ্ঠায় শত উন্মুখ প্রশ্ন করিতে গিয়াও দ্বিধাভরে মুখ খুলিতে পারিতেছে না, অথচ কৌতূহলেরও সীমা নাই।

মনীষা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত স্থির প্রশান্ত স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল, "তুই যদি এইটে করতে পারিস, রুচি! বাবার কথাও থাকে, আর আমিও বাঁচি। যতই ভেবে দেখছি, দেখতে পাচ্চি ওঁর সঙ্গে আমার মনের মিল হবে না। আমাদের এক প্রকৃতি নয়, বিয়ে হ'লে

কেউই হয়ত সুখী হ'বো না। এ ক্ষেত্রে কি আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত ?"

সুরুচির মুখ দিয়া তবুও কথা বাহির হইল না, সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নির্নিমেষ নেত্রে শুধু মনীষার শান্ত শীতল নির্ব্বিকার মুখের পানে চাহিয়া আছে ত চাহিয়াই আছে,—সজল কালো চোখ দুটিতে একটি অজানা ভাবের আভাস রৌদ্র ছায়ার মতই ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত হইয়া তাকে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই দেখাইতেছিল। আয়ত চোখ দুটি তুলিয়া সে স্থির হইয়া দিদির কথা শুনিতেছিল; আবার হয়ত সব কথা শুনিতেও পাইতেছিল না,—কানে শব্দ প্রবেশ করিলেই অর্থবোধ সব সময় ত হয় না।

মনীষা কিন্তু কথা বন্ধ করিল না, সরিয়া আসিয়া সুরুচির দুটি হাত নিজের দুখানি হাতে ধরিয়া রাখিয়া ফুল্ল-কমলের মত মুখখানি তার মুখের কাছে আনিয়া গভীর করুণামথিত স্নেহকোমল কণ্ঠে পুনশ্চ কহিতে লাগিল,—

"লক্ষী বোনটি আমার! অমত করিস্‌নে, ভাই! এ বেশ হবে! কোথাকার কে' একটা আসত, তার চাইতে চেনাশোনা লোক,—আপনার জনের মতই হয়ে গেছেন, আর আমি যখন ওঁকে বিয়ে করতে পারছিইনে, আমার যখন মন লাগছেই না,—বল্ তোর অমত নেই ? না ভাই, লক্ষীটি! বল্ ভাই ? তোর মত আছে ?—কথা ক'য়ে বল্।"

সুরুচির ঘনপক্ষ্মে ঘেরা বিশাল নেত্র দুটি গভীর সুখের আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দিদির বাহুতলে মুখ লুকাইয়া সে বোধ করি যেন সুগভীর সুখে ও সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও মোচন-পূর্ব্বক জলভরা চোখে ও হাসিভরা মুখে ছোট্ট করিয়া তার অযত্নশিথিল বেণীবদ্ধ ছোট্ট মাথাটি হেলাইল। সে দেখিতে পাইল না—সেইক্ষণে

মনীষার দুই চোখ কি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। নীরবে সে বোনটিকে প্রগাঢ়-স্নেহে বক্ষে টানিয়া লইল। তার পর সুরুচি মনীষার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল, আর মনীষা করুণ দৃষ্টি মেলিয়া আশীর্ব্বাদশীতল হাতখানিতে তাকে স্পর্শ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল ; কেহ কোনো কথা কহিল না।

জীবনের সুখ-সৌভাগ্য, মঙ্গলময় পরিণতি, সমস্তই সে আজ নির্ব্বিচারে দান করিল, সুরুচিকে,—এর ভিতরকার অর্থ সুরুচি সবটাই হয়ত ধারণা করিতে পারিল না। সফল স্বপ্নের অপ্রত্যাশিত আনন্দে সব হয়ত সে তখন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে,—তাছাড়া দিদি যে তাকে প্রতারণা করিয়া ভুল বুঝাইবে, এমন কথা মনে তার স্থানও পায় নাই।—তার বিক্ষত জীবনের অতি গোপন লজ্জা ও অকরুণ বিদ্রোহের যে এত বড় মঙ্গলপূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, এ যে স্বপ্নাতীত! তার অবাধ্য অসাধ্য চিত্ত অতি গোপনে গোপনে যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাখিয়াছে, সে কি জানিত? যখন জানাজানি হইল, তখন ফিরিবার পথ কোথায়? অভাগিনী সুরুচি অন্তরের এই অপ্রত্যাশিত কৃতঘ্নতায় আত্মধিক্কারে যেন ডুবিয়া গেল। লজ্জায় মরিতে চাহিল, তার একনিষ্ঠ সতী চিত্তকে কোনমতেই সে যে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিল না।

অথচ দিদির প্রতি এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা মনে মনেও করিয়া বাঁচিয়া থাকা তার পক্ষে যখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই পরম স্নেহময়ী দিদিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিল তাকে রক্ষা করিতে!

দিদি কি তার অন্তর্য্যামিনী?

মনীষা যে তার বোনকে কতখানি দিল, সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। সুচারু নিজের মনকে যতই আঁখি ঠারুক, সেও কি সে কথা বুঝিতে পারে নাই? বুঝিয়াছিল যে, তার মনের গোপনবার্ত্তা জানিতে পারিয়াই, এই তেজস্বিনী নারী নিজের দায়িত্বে তার মুক্তি বিধান করিল।

একটা সূক্ষ্ম অনুতাপের গোপন লজ্জা সুচারুকে ভিতরে ভিতরে বিঁধিতেছিল। বিশেষতঃ যখনই তাহাকে মনীষার সাক্ষাতে আসিতে হইতেছিল, মনে হইতেছিল, এই যেন তার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। স্পষ্ট করিয়া যদিও কোনোদিনই কেহ পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করে নাই, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের আভাস ত দু'জনকারই মনে মনে ছিল, আর সে কয়েক বৎসর ধরিয়াই ছিল। বাহিরে পিতৃবন্ধুর পুত্রের ব্যবহার চলিলেও সবাই জানিত, সুচারু মনীষার ভবিষ্যৎ স্বামী। আজ সহসাই এতদিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং শুধুই গেল না, একটা অদ্ভুত বিবর্ত্তন ঘটিল এর বিস্ময় যেন সবার মনেই একটা প্রহেলিকার ঘোর লাগাইয়া দিয়াছে! বিবাহের লগ্ন আসিল, বিবাহও হইয়া গেল, অকৃত্রিম অশ্রুধারায় দিদির পা-দু'খানি ধোয়াইয়া দিয়া সুগভীর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত চিত্ত লইয়া সুরুচি স্বামীর সঙ্গে তার প্রাসাদতুল্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত গৃহে চলিয়া গেল, তথাপি যেন ব্যাপারটাকে সে নিজেও আর সকলকার মত ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। এ যেন স্বপ্ন! ভাল করিয়া চোখে জল দিলে হয়ত এখনও এর রূপটা বদলাইয়া যাইবে। শুভদৃষ্টির সময় সুচারুর মনে হইল,

তার চোখের সামনে এ যেন মনীষারই মুখ, হয়ত বা তার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। অনিমেষ তাকে তামাসা করিতে গিয়া অভ্যাসমত মনীষার সম্পর্কিত করিয়াই করিয়া ফেলিতেছিল, কেবল নিঃশব্দ নতমুখে নির্ভুল কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইতেছিলেন মাসীমা, আর সকলকার সব ত্রুটি সারিয়া লইতেছিল মনীষা নিজে। সুন্দর মুখে তার সর্ব্বক্ষণ মৃদু হাসি এবং পদ্মপাণি সমন্বিত মৃণালবাহু দু'টি অক্লান্ত কর্ম্মোম্মাদনায় যেন সর্ব্বক্ষণই চঞ্চল হইয়া ছিল। লজ্জা-বিপন্না সুরুচির সাজ-সজ্জা অলঙ্কার প্রসাধনের বৈচিত্র্য সম্পাদনের পরিকল্পনায় চিত্ত তার অহোরাত্র ব্যাপৃত। সে যে নিঃশব্দে কতখানি দিল বা দিল না, সে কথা তার মুখ দেখিয়া—তার মুখের হাসি দেখিয়া—তার রঙ্গ-রহস্য শুনিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না। সুরুচির মনে ঘোর সংশয় থাকিলেও দিদির ব্যবহারে, হাজার হউক, ছেলেমানুষ, সেও ভাবিল সত্যিই হয়ত দিদি সুচারুকে ভালবাসে নাই না হইলে দিদি কি এতটা আনন্দ করিতে পারিত? এ চিন্তায় লজ্জা বিষণ্ণতা ঘুচিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্তির আনন্দের জ্যোতি তার কোমল মুখখানিতে ক্রমশঃই বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে যে তার দিদির বরকে গোপনে ভালবাসিয়া দিদির 'পরে একান্ত অবিচার করিয়া ফেলিয়াছে, এই লজ্জার দায় এড়াইতে দিদির কাছেই সাহায্য পাইয়া মন তার একান্ত খুসীতে ভরিয়া উঠিল। অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য সে দিদিকে গিয়া থাকিয়া থাকিয়া জড়াইয়া ধরিতেছিল, আবার এমন স্নেহময়ী দিদিকে ছাড়িতে হইবে মনে করিয়া দু'চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। মুখে একটি কথাও সে বলিতে পারে নাই, বলা তার স্বভাব নয়। বিভিন্ন সমস্যার ঘাত প্রতিঘাতে তাকে যেন দোলায় দোলাইতেছিল, তরঙ্গে নাচাইতেছিল।

সুচারুর মনেও সুখের সীমা নাই। মনীষাকে সে ভালবাসিয়া বিবাহ

করিতে চাহে নাই, বাপেদের ব্যবস্থায় অযাচিত ভাবেই পাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু মনীষার সঙ্গে তার প্রকৃতির মিলন হয় নাই—যাকে জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে রাজযোটক মিল।—এক বর্ণ, এক নক্ষত্র, এক গণ, এমন মিল তাদের মধ্যের নয়, তাই বন্ধু, কমরেড সবই তারা হইতে পারে, প্রকৃত স্বামি-স্ত্রী হইতে পারে না। তাদের বিয়ে ত আর সে বিয়ে নয়, যাহাতে কিশোর-কিশোরীর দুইটি অনভিজ্ঞ হৃদয়কে এক করিয়া দিয়া দিনে, রাত্রে, মাসে, বর্ষে উভয়কে উভয়ের অভিমুখী হইতে সুযোগ এবং অবসর দান করা হইবে। স্বেচ্ছাবিবাহে পরিণত যৌবন পাত্রপাত্রী মনে মন মিলাইয়া যদি বিবাহ করিতেই চায় তবে সেখানে আর অভিভাবকত্ব করিতে গেলে চলিবে কেন? মনীষার বিদ্যুৎশিখার মত দীপ্ত সৌন্দর্য্য, তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তার মৃদু গাম্ভীর্য্য, তার চিন্তাশক্তির গভীরতা তার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস সব মিলাইয়া সাধারণের সঙ্গে তাহাকে একটু দূরে সরাইয়া রাখে। সুচারুর নারীসুলভ কোমল চিত্ত এবং কবির প্রাণ অতখানি গভীরতা ও গাম্ভীর্যের উপাসনা করিতে পারে নাই বলিয়াই তাকে নিতান্ত লঘুচেতা বলা যায় না। শক্তি-উপাসক কি সবাই হইতে পারে? উদাত্ত-মধুর পদাবলীর রচয়িতা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁদের পায়ের নখের যোগ্য না হইলে কি হয়, সুচারুর জাতটা ত তাঁদের সঙ্গে একই। তাই সেও শাক্ত না হইয়া হইয়াছে পরম বৈষ্ণব। শক্তিমতী মনীষাকে দেখিলেই তার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠে, লঘু আলোচনা, তরল পরিহাস তার কাছ হইতে সভয়ে সরিয়া যায়, মুখরতা মৌন হয়। তাকে সে ভয় করে, ভক্তি করে, ভালবাসিতে পারে না।—বিশেষ তার পাশেই যখন সূর্য্যের পরেই চাঁদের মত সুরুচির দেখা পায়! মনীষা নিজে কবি, কিন্তু কবি মানসের প্রশ্রয় সে দেয় না। অনিমেষ

বিদ্রূপ করিলে কি হয়, আসলে সে মহাকাব্যেরই কবি, লিরিকের নয়। সুরুচির কানে সুচারুর কবিতা মধুবর্ষণ করে, অজস্র উৎসারিত প্রশংসায় সে মুখর হইয়া উঠে। মনীষাকে কোন কবিতা পড়িয়া শুনাইলে, হয় সে নীরব ঔদাসীন্যে চুপ করিয়া থাকে, নতুবা তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গাম্ভীর্য্যের সহিত সমালোচনা করিয়া বলে, "ঐখানে 'রচনা করি' না লিখে 'রচিয়া' লিখলে ভাল হতো না?"—যে ক্ষেত্রে সুরুচি সাশ্চর্য্য-স্মিতমুখে বলিয়া উঠে, 'রচিয়া'? ন্না: ঐ বেশ আছে!" কৃতজ্ঞতাটা কার প্রতি হয়? সুচারুকে এর জন্য খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া সে সকল সময় যদি সুরুচির মত মেয়ের সংস্পর্শে আসিতে পায়, তাহাকে কেমন করিয়া ভাল না বাসিবে? মনীষা নিজের ধ্যানলোকে একা নিঃসঙ্গ। কাজেই সে মনীষার সঙ্গী না-হইয়া হইতে বাধ্য হইয়াছে সুরুচির। শুধু স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যেরই নয়, সৌকুমার্য্যের, সহৃদয়তার এবং একান্ত স্নেহ শীতল সেবাগুণের যদি কোন আকর্ষণ থাকে, তবে সে তার মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিতে বাধ্য। কিন্তু বিবেকের তাড়নাকেও ত সে অগ্রাহ্য করে নাই। যখন হইতে নিজের মনের এই বিশ্বাসঘাতকতা জানিতে পারিয়াছে, সুরুচির সান্নিধ্য যথাসাধ্য পরিহার করিতেই চাহিয়াছে। তার সতর্কিত বিমনস্কতাকে বৈষয়িক বিড়ম্বনার দায় বলিয়া প্রচার করিয়া সে দূরে দূরেই থাকিয়াছে। সুরুচিকে ঘুণাক্ষরেও তার চিত্তবিক্ষেপ জানিতে দেয় নাই। তবে কখনও কখনও মন যে তার বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই, তা কি বলা যায়? আর তারই ফলে ঐ কবিতার পংক্তি কয়টা খাতার পাতায় কখন অসাবধানে লেখা হইয়া গিয়াছিল, নতুবা মনীষা হয়ত তার এই অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ জানিতেও পারিত না। আত্মদমনের জন্যই ত সে প্রাণপণ করিতেছিল, —আত্মহারা ত হয় নাই। মনীষার প্রতি প্রেম না থাক, কর্ত্তব্য আছে,

ইহা সে জানিত। মনকে এই বলিয়া বুঝাইত,—হয়ত প্রেমও এক দিন আসিবে। মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিত, মনীষার মত স্ত্রী পায় কে? এত রূপ, এত গুণ, এমন শক্তিমতী, জীবন তোর সার্থক কর, সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য বোধ করে নিতান্ত পাগলেই।

আজ মনীষার জন্য প্রাণ তার ভিতরে ভিতরে কাঁদে নাই,—এমন কথা বলিতে পারি না। এই যে অপ্রত্যাশিত ঈপ্সিত মিলনের আনন্দ এ'ও তার মনকে তো পরিপূর্ণ রাখিতে পারিতেছিল না। একটা যেন গোপন কাঁটা বুকে বিঁধিয়া থাকিয়া খচ্ খচ্ করিয়া উঠিতেছিল। অন্তরেরও অন্তস্তলে অপরাধী চিত্ত সূক্ষ্ম অনুতাপের কশা না মারিয়াও পারিতেছিল না। নিজের দুর্ব্বল যুক্তি তার নিজের কাছে ধরা পড়িতে তো বাকি থাকে না। মনীষা যে শুধু তাকে সুখী করার জন্যই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা সুরুচির মত সেও জানিত। তাই এর পর মনীষা যে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে, এমন ভরসা সে করিতে পারে না।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর মনীষার অশ্রুপ্লাবিত মুখ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল, ঠোঁটে তার স্নিগ্ধ হাস্য, হস্তে বসনাঞ্চল। ট্রেণখানা বিসর্পিত গতিতে লাইনের বক্ররেখায় বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে, অকস্মাৎ সুরুচি প্রাণপণ-যত্নে-বাঁধা ধৈর্য্য হারাইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ট্রেণের বেঞ্চির উপর লুটাইয়া পড়িল।

"দিদি! দিদি!"

আর একখানা বেঞ্চে ষ্টেশনের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া সুচারু এতক্ষণ স্তব্ধ বসিয়াছিল। মনীষার কল-ঝঙ্কারী কোমল হাস্য এক একবার তার কানের তারে ঘা দিয়া বাজিয়া যাইতেছিল, তদ্ব্যতীত এখানে এত সোরগোল, পান-সিগারেটের হাঁকাহাঁকি, বিড়ি-দেশলাই হইতে চা,

খাবার, রুটি গোস পর্য্যন্ত যত কিছু আবশ্যক অনাবশ্যক বস্তুর আমদানীর খবর তার কানে ঢুকিতেছিল না। বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া মনীষারা যখন নামিয়া গেল, হাত তুলিয়া সে প্রতি-নমস্কার করিল মাত্র, মাসীমাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ চমকিয়া সুগভীর চিন্তাজাল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া জানিতে পারিল ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। বাহিরে চোখ মেলিতেই দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্ম কখন ধীরে ধীরে ইন্দ্রজালবৎ মিলাইয়া গিয়াছে, দু'ধারের কর্ষিত ধান্যক্ষেত্র এবং ইতস্ততঃ কুটীর-খচিত ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া সগর্জ্জনে ট্রেণ ছুটিয়াছে, তার উচ্চ জয়নাদকে পরাস্ত করিয়া দুই কানের মধ্যে সহসা জলন্ত গোলার মতই ছুটিয়া আসিল—একটি আর্ত্তরব,—

"দিদি! দিদি! দিদিমণি আমার!"

সুচারুকে কে যেন মারিল। "দিদি!"—সুরুচির দিদি সে,—আজ তার সম্পর্কে হয়ত তাকেও তাই বলিতে হইবে, কিন্তু মূঢ় সে,—এত বড় সুযোগ ব্যর্থ হইয়া যাইতে দিল! কই,—সুরুচির মত তার পায়ের তলায় নিজেকে লুটাইয়া দিয়া অম্‌নি করিয়া কেন কাঁদিয়া ডাকিতে পারিল না,—"দিদি! দিদিমণি আমার!"—মনীষা হয়ত তাকে না চাহিতেই ক্ষমা করিয়াছে, কিন্তু তার পক্ষ হইতে ক্ষমা ত চাওয়া হয় নাই!

"সুরুচি!—"

অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া সুরুচি যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তার পিঠের উপর একটি মৃদু স্পর্শ সে অনুভব করিল, সুচারু ডাকিতেছে—"সুরুচি!"

আস্তে আস্তে সুরুচি উঠিয়া বসিল। দু'চোখ দিয়া তখনও বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিতে থাকিয়া তার ক্ষুদ্র মুখখানাকে শিশির-সম্পাত-সকরুণ শীতরাত্রির মৃদুজ্যোৎস্না-লেখাটির মতই দেখাইতেছিল।

অশ্রু-আর্দ্র নেত্র দু'টি নির্ব্বাক্ প্রশ্নে নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলও নীরবে ঝরিতে থাকিল।

কাছে বসিয়া ম্লান-বিষণ্নমুখে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে সুচারু কহিল, "তোমারও কি মনে হচ্চে, তোমায় বিয়ে ক'রে আমি ভুল করেছি ?"—কণ্ঠে তার গভীর সংশয় ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, স্বর একান্তই পরিতপ্ত।

সুরুচি রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে চেষ্টা করিল, সুচারুর কণ্ঠের গভীর বিষাদ-ব্যথা তার সদ্যো-বিরহাকুলিত এবং একান্ত অনুতপ্ত চিত্তকে যেন আরও একটা নূতন ব্যথা প্রদান করিল। সুচারুর প্রশ্নের উত্তরে তার কি যে বলা ভাল দেখায়, তার বিপর্য্যস্ত চিত্তের মধ্যে হইতে সে কোন উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, অথচ কিছু বলা উচিত, তাও বুঝিল। মৌন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করান হয় আর সেটা নেহাৎই অশোভন। কিন্তু উত্তর দিবারই বা আছে কি ? দিদির বরকে সে কাড়িয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে,—হয়ত ইঁহারও পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট মনোবেদনা ঘটিয়াছে। সত্যই তো সে দিদির কাছে দাঁড়াইবারও যোগ্য নয়! অন্তরের এই অনুতপ্ত বেদনায় তার সকল আনন্দ আজ গভীর বিষাদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সহিতে পারিল না,—কাঁদিয়া কহিল, "আমিই দিদির সর্ব্বনাশ করলুম! আমি যদি ম'রে যেতুম।"

সুচারুর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, সুরুচির গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ আকুল কণ্ঠ তার ব্যথাহত চিত্তকে নূতন আঘাত করিল। চোখ দিয়া তার অজ্ঞাতেই দু'টি বড় বড় জলের ফোঁটা নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল। একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া সে জানালার বাহিরে অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বাহিরে তখন ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত চলন্ত চিত্রে পুষ্করিণীর পানা সরাইয়া কর্ম্মশ্রান্ত পল্লীবধূ পানকৌড়ীর মত ডুব দিয়া

শরীর শীতল করিতেছিল। মাঠে মাঠে কৃষাণেরা কাস্তে-হাতে পাকা ফসল কাটিয়া কাটিয়া স্তূপাকার করিতেছে। বেতবনে ও কসাড়বনে শ্যামলতার ঢেউ তুলিয়া কৌতূহলী পল্লীবালার মতই কিশোরী প্রকৃতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইচ্ছা-সুখে চরন্ত গাভী গর্জ্জমান ট্রেণের শব্দে সভয়-লম্ফনে দূরমাঠের পানে ছুটিয়া পলাইতেছে, রাখাল-বালক বটগাছের মোটা ঝুরির দোলনায় দুলিতে দুলিতে গান ধরিয়াছে—

"ও ভাই লক্ষ্মণ রে।
জানকীরে ক'রে বনবাসী,
আমার রাজাভোগের সুখ ফুরালো রে!

সুচারু ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিল, নিজের অন্তরের বিপ্লব-কলরব এবং গাড়ীর লৌহ-চক্রের ভীষণ আবাবকে ভেদ করিয়াও একটি সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত মৃদু কোমল কণ্ঠ তার অন্যমনস্কতায় তলাইয়া যাওয়া কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিয়াছে ;—

"আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?"

সুচারু দৃষ্টি ফিরাইয়া পার্শ্বোপবিষ্টা সুরুচির দিকে চাহিল, অশ্রুপাত-সজল করুণ মুখচ্ছবি শঙ্কিত লজ্জায় যেন করুণতর দেখাইতেছিল। সুগভীর একটা শ্বাস মোচনপূর্ব্বক সে তার কাছে একটুখানি সরিয়া বসিয়া রত্নালঙ্কারমণ্ডিত একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ধীর কণ্ঠে কহিল,—

"তোমার উপর রাগ কর্‌বার কারণ তো কিছু নেই সুরুচি! তবে রাগ, হ্যাঁ, একটু ধর্‌ছিল বই কি, সে নিজেরই উপরে। আমারই জন্যে তোমার দিদি—ঠিক অবশ্য জানি না, কিন্তু হয়ত বা নিজেকে অসুখীই করলেন!"—আবারও একটা ব্যথা-ভরা দীর্ঘশ্বাস সুচারুর অনুতপ্ত চিত্ত মথিত করিয়া বহিয়া গেল।

সুরুচি হাত সরাইয়া লইল না, কিন্তু তার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। এত দিন কাছে থাকিয়াও পরের মত যে দূরে ছিল, আজ সহসা তাকে এতখানি নৈকট্য দিতে মন কুণ্ঠিত হইল, তথাপি এই একান্তপরই যে আজ তার সবার চাইতেই আপন!—জলভরা বিশাল নেত্রে সুচারুর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল,—

"কিন্তু আপনার কি দোষ? আমায় সুখী করবার জন্যই ত দিদি মিথ্যা ক'রে বল্লে, তার বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে নেই।—বল্লে সে কিছুতেই বিয়ে কর্ব্বে না—"

সুরুচির যত্নে-নিরুদ্ধ চোখের জল ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হুহু শব্দে বহিয়া আসিল। সুচারুর ধৃত হাতখানা টানিয়া লইয়া সে দু'হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আবারও একবার টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার ক্ষুদ্র বুকখানি ভরিয়া ভরিয়া আর্ত্তস্বর যেন ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতে লাগিল;—দিদি! দিদি! দিদি!—

ট্রেণ একটা আধমজা ছোট নদীর কাল্‌ভার্টের উপর দিয়া চলিতে গতি মন্দ করিয়াছিল। সুচারু তার দিকে ভাল করিয়া ফিরিয়া বসিয়া সস্নেহে তার মুখের উপর হইতে হাতখানা সরাইয়া লইতে গিয়াই দেখিতে পাইল, তার বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলীতে যে মুক্তাবসান বড় পান্নার আংটিটা আছে, সেটা গত বৎসর মনীষার জন্ম-দিনে মনীষাকেই সে উপহার দিয়াছিল। এক মুহূর্ত্ত হাত তার যথাস্থানে নিবদ্ধ রহিল, মনীষা তা' হইলে তার অতটুকু স্মৃতিচিহ্নও কাছে রাখিতে চাহে নাই।—কিন্তু কি নির্ব্বোধ সে! যে তাকেই জীবন হইতে বিদায় দিয়াছে, সে তার ঐ তুচ্ছ স্মৃতিচিহ্নটুকু কিসের লোভে রাখিয়া দিবে? ভালই করিয়াছে, এ মনীষারই উপযুক্ত।

তারপর তার মনে হইল, হয়ত তারা দু'জনে যতটা মনে করিতেছে,

মনীষার মনে সেরূপ কিছুই দাগ পড়ে নাই।—হয়ত তারই মত সেও তাকে ভালবাসিতে পারে নাই। যেখানে আঘাত নাই, সেখানে ব্যথাই বা কোথায়? মিথ্যা কল্পনায় সুরুচি অমন করিয়া দুঃখ পাইতেছে, সে নিজেও কিছু কম পাইতেছে না, কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? মনীষা যদি তাকে সত্যকার ভালবাসিত, যত ভালবাসারই বোন তার হোক, তার হাতে তাকে এমন অনায়াসে বিলাইয়া দিতে পারিত কি? অভিমান করিয়াও না—অন্ততঃ তার ঐ ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন, একজনের এক দিনের প্রেম-নিদর্শন, ওটুকুও তো ত্যাগ না করিলে পারিত! আসল কথা, সে তাকে ভালই বাসে নাই।

সুরুচির অশ্রুসিক্ত হাত দু'টি দু'হাতে ধরিয়া গভীর স্নেহে অথচ দুঃখগম্ভীরস্বরে সে কহিল, "যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই, অনর্থক ও-সব ভেবে দুঃখ পে'ও না, সুরুচি! এইটুকু জেনে রেখ, দোষ তোমার নয়, যদি দোষই হয়ে থাকে, তবে সে আমারই।—আমি তোমায় ভালবাসি জানতে পেরেই তিনি আমার পথ থেকে স'রে গেছেন, সে তাঁর মহত্ত্ব, আর আমার স্বার্থপরতা। কিন্তু ভেবে দেখ, মনে মনে তোমায় ভালবেসে আমি যদি তাঁকে প্রতারিত করতুম, সেই কি ভাল হতো?"

এ কি কথা সুচারু বলে? সেও তাকে ভালবাসিত? মনীষার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া—বাধ্য হইয়া সে তাকে গ্রহণ করে নাই? এ কথা সুচারু তাকে ভুলাইবার জন্যই হয়ত বলিতেছে, অথবা তার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তারই অঙ্গ এটা। সংশয়াচ্ছন্নভাবে মৃদু কুণ্ঠার সহিত উত্তর করিল, "দোষ আমারই। আমি বিয়ে কর্‌বো না বলায় দিদি আমার কাছে সব জেনে নিলে, আর সেই জন্যেই তো,—আমি কি তা' বুঝতে পারি নি,—সেই জন্যেই অম্‌নি তার বিয়েতে অনিচ্ছা

জন্মালো। আমার জন্মে—আমার জন্মে—শুধু আমার জন্মেই দিদি—”

বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ আভ্যন্তরিক উচ্ছ্বাসে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আবার যে একবার নবোদ্গত অশ্রুপ্রবাহে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহারই যেন উপক্রম হইয়া উঠিল, কিন্তু তার ঐ কথা কয়টি এক নিমেষে বদলাইয়া দিল সুচারুকে।—তড়িৎস্পৃষ্টের মতই ত্বরিতনেত্রে সে তার নবোঢ়া পত্নীকে এক মুহূর্ত্তে যেন নূতন করিয়া দেখিয়া লইল,—সেই মুহূর্ত্তে যেন চিরপরিচিতা সুরুচির পরিবর্ত্তে আর কাহাকে সে দেখিতে পাইল! সমস্ত পৃথিবীর রং যেন তখনই তার চোখে বদল হইয়া গেল।—মায় এই স্বল্পপরিসর অসজ্জিত ট্রেণের কামরাটা,—দু'ধারের দ্রুত ধাবমান ছোট ছোট সুপরিচ্ছন্ন মৃৎ-কুটীর,—তাদের অশিক্ষিত দরিদ্র কৌতূহলী অধিবাসী,—অপরিচ্ছন্ন ভগ্নায়মান ইষ্টক গৃহপার্শ্বে কচু, কালকাসন্দা, ঘেঁটুগাছের ঝোপ,—ছোট ছোট কসাড়-বন, উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছে চিলের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, টেলিগ্রাফের তারের উপর ফিংয়ে ও নীলকণ্ঠ পাখীর দোল খাওয়া!

এক মুহূর্ত্ত সে চাহিয়া রহিল। গুঞ্জননিরত ভ্রমরশ্রেণীর মতই কুঞ্চিত অলকদাম ঘর্ম্মসংসক্ত হইয়া আছে যে নিটোল ললাটখানির উপর, সেটি যেন চাঁপাফুলের একটি অঞ্জলি। আষাঢ় মাসের জলভরা নিকষ-কালো আকাশের মতই সুনিবিড় ও সুবিশাল চোখ দু'টির দিকে তাকাইলে মনে পড়িতে থাকে মহাকবি-বিরচিত পংক্তিটি,—

“ন্যূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছুনেত্রং প্রিয়ায়াঃ।”

বান্ধুলী-ফুলের সহিত কবিরা যে সুন্দরীর পেলব অধরের উপমা দিয়া থাকেন, আজ তাহা সুচারুর সার্থক বলিয়াই মনে হইল! তার নিজেরই লেখা পুরাতন কবিতার একটি পদ তার মনে পড়িতে লাগিল,—

আষাঢ়ের কালো মেঘে বিজলীর জ্বালা আছে,—
তোমার কাজল চোখে হাসির বিজলী কই ?

পরক্ষণেই তাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া গভীর বিস্ময়ের ও পরম পরিতৃপ্তির শ্বাস বিমোচনপূর্ব্বক আনন্দস্মিতমুখে এবং আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"সুরুচি ! আর আমার মনে কোন দুঃখ রইলো না। আমরা কেউ ভুল করিনি। যদি কেউ কিছু ক'রে থাকেন,—তিনি রহস্যপ্রিয়া নিয়তি, আমাদের তিনি একটু খেলিয়ে নিলেন মাত্র !"

বরকনেকে ট্রেণে তুলিয়া দেওয়ার পর ট্রেণ ছাড়িয়া গেলে ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় মোটরের ঐ পাঁচ মাইল পথ তিনজনেই প্রায় নিঃশব্দে কাটাইল। মনীষা ও মাসীমাকে বাক্যবিমুখ এবং চিন্তাধারানুবর্ত্তিনী দেখিয়া অনিমেষ তাঁদের প্রতি সম্ভ্রমে নীরব রহিল। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর ভক্ত হিন্দুর মনে যেরূপ বেদনাময় শূন্যতার উপলব্ধি হয়, কন্যা-বিদায়েও মনে তারই অনুরূপ ছায়াপাত করে।

শুধু কি তাই? মেয়ের বিয়ে কার না হয়? কন্যা-বিদায়ের দুঃখের মধ্যে যে নিবিড় সুখের সূক্ষ্ম সূত্র সংযুক্ত থাকে, তাহাতে সকল বেদনাকেই বিশল্যকরণীর মত প্রশমিত করিয়া দেয়। সুদূর অতীতের প্রতিটি দিন তার সকল খুঁটিনাটির স্মৃতি লইয়া মনশ্চক্ষে জাগিয়া উঠিয়া তাহারই প্রতি অঙ্গে রং ফলাইতে থাকে। তার প্রত্যেকটি কথার ভঙ্গী, হাসির ঝঙ্কার, গানের সুরটুকু, চোখের চাহনিখানি নানান্ ছন্দে অন্তরের বীণায় গুঞ্জরিত করিয়া অশ্রুনিরোধ কঠিন করে। আবার ভবিষ্যতের স্বপ্নলোকে তেমনই করিয়াই মায়া-স্বপ্ন রচনা করিতে ছাড়ে না! অশ্রুভেজা আশীর্ব্বাদ স্বতঃই ভাসিয়া উঠে, কল্যাণকামী চিত্ত বলিতে থাকে, ভাল থাক্, সুখে থাক্, জন্ম জন্ম সেই ঘরই করুক, রাজরাণী হোক, আমার মাথার যত চুল, তত বৎসর পরমায়ু পাক্, পাকা চুলে সিঁদুর পরুক, হাতের নোয়া ক্ষয় যাক।”—এর কি কম আনন্দ!

কিন্তু মাসীমার ঐ নির্ব্বাক মৌন হৃদয়-কবাট যদি কেহ মুক্ত করিয়া দেখিতে পারিত, দেখিয়া বিস্মিত হইত, তার এক ধারে ঐ রকমই ছবি ফুটিয়া থাকিলেও আর একটা দিক যেন একেবারে অশ্রু-আবিলতায়

ঝাপ্সা করিয়া দিয়াছে। সুগভীর বেদনায় সেই মমতাময়ী মাতৃচিত্তের আধখানা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। চোখে জল নামে নাই, কিন্তু সে জলের অভাবে নয়, প্রাচুর্য্যে! মনীষা যে কি করিল, সে কথা সে তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেও ভুলাইতে পারে নাই, সে যে তার বোনের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল, এই তিনি বুঝিয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে এও বুঝিয়াছিলেন যে, মনীষার মত মেয়ে এরপর যে আবার কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। দুঃখে তাঁর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু একটা কথা কহিয়াও তার সঙ্কল্পে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন না।

কিন্তু মনীষার মনের খবর পাইতেছিল শুধু একাকিনী মনীষা নিজেই। সুরুচিকে বিদায় দিতে গিয়া সে বড় কম ব্যথা পায় নাই। মাতৃহীনা ছোট বোনটিকে লইয়াই তার জগতের যা কিছু সব। পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই তাদের জীবন-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। আজ একসঙ্গে সাধা দুইটি বীণার একটির তার কাটিয়া গেল ; এবার নূতন তার চড়াইয়া অন্য সুরে বাঁধিবে, মনীষার জীবনের সুরের সঙ্গে তার সুর আর মিলিবে না।

মনীষার কঠিন নেত্র বাধা মানিল না। গাড়ীর বাঁশী তীক্ষ্ণ সুরে আসন্ন বিচ্ছেদের বিদায়-রাগিণী গাহিল, গতিবেগে সুবৃহৎ লৌহযান চমকিয়া দুলিয়া উঠিল, মনীষার সযত্ন-রক্ষিত আত্মস্থৈর্য্য অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া গেল। ব্যাকুল-নেত্রে চাহিয়া সাগ্রহে বারেক সুরুচিকে বক্ষে চাপিয়া তার অশ্রুপ্লাবিত মুখে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়াই নামিয়া গেল। উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ নিরোধপূর্ব্বক চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া রোদন-বিবশা ভগিনীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইল।

সারাপথ মনীষা সেই ভাবনাই ভাবিয়াছে। তার বড় ভয় ছিল, পাছে সে ধৈর্য্য হারায়, সুরুচিকে পর করিয়া বিদায় দিতে তার মনে যে

ব্যথা বাজিতেছে, পাছে কেহ তার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বসে, এই ভয়েই সে তার উদ্গত অশ্রুকে পুনঃপুনঃ নিরোধ করিয়া সর্ব্বক্ষণ নীরস হাসি হাসিয়াছে, বিদায় ব্যথার এতটুকু অভিব্যক্তি সে সুচারু বা সুরুচির সাক্ষাতে করিতে চাহে নাই। যখনই সুরুচি কাঁদিয়া ডাকিয়াছে, "দিদি!" চোখের জলকে গলাইয়া হাসির বিকৃত মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়া সে উত্তর দিয়াছে, "যাঃ,—বোকার শেষ তুমি! কাঁদবার কি আছে? ক'দিন পরেই ত ফিরে আসবে।"

এখন সেই কথা মনে পড়িয়া তার দু'চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িল। পাছে কেহ দেখে, তাই উলুবন ও আগাছার বাদাড়ের উপর দৃষ্টি সন্নিবেশিত করিল। সে ত তাকে বুকে জড়াইয়া বলে নাই, "তুই ত বরের ঘরে যাচ্ছিস্, আমি তোকে ছেড়ে কি নিয়ে থাকবো? আমার কে' রইলো?"—না, সে কিছুই বলে নাই। যা কিছু বলিতে পারিত,—বলা উচিত ছিল, তা বলিবার উপায় ছিল না। গৃহীতার চেয়ে সংসারে দাতার বিপদই বেশী।

মোটর-গাড়ী গ্রামের ভিতর দিয়া দক্ষিণপাড়া, দুলেপাড়া ছাড়াইয়া বাবুপাড়ার প্রবেশপথে পদ্মমালাদের বাড়ীর পাশ দিয়া গৃহাভিমুখী হইল। নূতন কাটা পদ্মপুকুর (অনিমেষ তার ঐ নাম দিয়াছে) নূতন জলে তকৃতক্ করিতেছে, ভিজা কাপড়ে বাসন মাজিয়া পদ্ম বাড়ী ফিরিতেছিল। মোটর-গাড়ী এখানে বেশী আসে না, এ পাড়ায় মনীষাদের গাড়ীই যা আসা যাওয়া করে,—কুতূহলী হইয়া সে হাওয়া-গাড়ী দেখিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, অনিমেষকে দেখিয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"নতুনদা! একবার আসবেন ত, বড্ড দরকার"—আর কিছু বলিল কি না, চলন্ত গাড়ী হইতে শোনা গেল না। মনীষা তাকে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, কথাগুলা কানে যাইতে যখন দৃষ্টি ফিরাইল, ততক্ষণে সে প্রায়

অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একবার অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল,—মেয়েটি কে? কিন্তু অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে প্রবৃত্তি হইল না, তা' ভিন্ন বুঝিতেই পারা যায়, কোন গরীবঘরেরই মেয়ে, অনিমেষ হয়ত ওদের সঙ্গে মুষ্টি-ভিক্ষা-সম্পর্কেই পরিচিত।

বাড়ী ফিরিয়া যে যার ঘরে চলিয়া গেল। অনিমেষও এ বাড়ীতে একখানা ঘর পাইয়াছিল। সুচারু নিজেই বর, সে নিজের বিবাহের আয়োজন করিতে পারে না, মেয়ের বাড়ীর কতকটা ভার অনিমেষকে লইতে হইয়াছিল। আত্মীয়-কুটুম্ব এদের বেশী নয়; দু' পাঁচ জন যাঁরা আসিয়াছিলেন, অনিমেষ তাঁদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ চালাইয়া দিয়াছে, সেই সঙ্গে তার নিজের কাজের জন্য চাঁদা আদায় করিতেও ছাড়ে নাই।

বিছানায় সে শোয় না, একটা কম্বলের উপর খদ্দরের চাদর পাতিয়া হাত মাথায় দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া বিগত কয়দিনকার কথাই তার মাথার মধ্যে ফিরিয়া ফিরিয়া ঘুরিতে থাকিল। সুচারুর কথা, সুরুচির কথা, অন্যান্য নানা কথা, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ফিরিয়া ফিরিয়া মন যেন ভরিয়া উঠিতে লাগিল মনীষার কথায় কথায়।

অনেকক্ষণ এই রকম এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার পর হঠাৎ এক সময় তার মনে হইয়া গেল, এ-সব ছাই পাঁশ ভাবনায় কি লাভ? দূর হোক ছাই,—যে ভাল আছে, সেই আছে, আমার ও'তে কি আসে যায়?

ক'দিন নিজের কাজকর্ম্ম কিছুই হয় নাই, এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিতে হইবে, এ গাঁয়ে এখন আর কিছুদিন আসা চলিবে না। তিলপুর হইয়া অদ্বৈতগ্রামে তাদের কর্ম্মকেন্দ্রে দিনকতক বসিবার প্রয়োজন। চরকার প্রচার এ দিকে আদৌ নাই, সেই বিষয়ে এবং আরও কোন

কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরামর্শ করিতে হইবে, তার জন্য কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন করা নিতান্তই আবশ্যক।

কোথায় কিসের একটা শব্দ হইল। অনিমেষ চাহিয়া দেখিল, তার বোধ হইয়াছিল, যেন মনীষার পায়ের শব্দ, কিন্তু তা' নয়, একটা টিকটিকি দোরের উপর ছপাৎ করিয়া পড়িয়া একটা আরসুলাকে তাড়া করিয়াছে। ঈষৎ হাসি অনিমেষের ঠোঁটের কোলে অস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। তার পর তার মনে হইল, মনীষার কথাই বা তার এতবার আজ মনে পড়িতেছে কেন? বাহিরের ঘেরা দালান দিয়া কে চলিয়া গেল, নরম চটি-জুতারই সে শব্দ, মনীষার পায়ের। ভাবিতে গিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—সে দিন বিবাহ-বাসরে আল্‌তা-পরা মনীষার দু'খানি খোলা পায়ের ছবিটি! এত সুন্দর তার লাগিয়াছিল যে, স্বতঃই তার মুগ্ধ দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ দু'খানি পায়ের উপর পড়িয়াছে। মনীষা যে কত সুন্দরী, আজ ষ্টেশনে অশ্রুজলে-ভেজা স্থল-কমলিনীর মতই রোদনারক্ত মুখের পরে এক লহমার দৃষ্টিপাতে পরম বিস্ময়ের সহিত সে তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছে, সেই উজ্জ্বল দিবা-লোকের দীপ্তিচ্ছটার মধ্যে সমুজ্জ্বলতর ভায়োলেট রংয়ের শাড়ী পরা সাক্ষাৎ বিদ্যুৎশিখার মত জ্যোতির্ম্ময়ী বেশী সুন্দরী, না এই অশ্রুপরিপ্লুতা, ত্যাগের গরিমায় গরীয়সী, সামান্য ভূষায় ভূষিতা মনীষা সমধিক মনোহারিণী?

"আমি কি আসতে পারি?"

স্বর মনীষার,—কাল্পনিক মনীষার নয়, সত্যকার মনীষার! অনিমেষ ত্রস্তে, উঠিয়া বসিল, "আসুন"—বলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এ ঘরের কোথাও বসিবার মত আসন নাই। ঘরের আসবাবের মধ্যে দড়ির আল্‌নায় ঝুলানো থান দুচ্চার খদ্দরের জামা কাপড়, ভিক্ষার

ঝুলিটি, আর মেঝের বিছানো ঐ কম্বলের সঙ্কীর্ণ শয্যা। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মনীষা ভিতরে আসিল। সাদাসিধা চওড়াপেড়ে শাড়ী পরা, পা খালি, আলতার দাগ তু'খানি শুভ্র সুগঠিত চরণকে বেষ্টন করিয়া যেন নিজের বর্দ্ধিত সৌন্দর্য্যের গৌরবে স্পর্দ্ধিত হইয়া ফুটিয়া আছে। ঘরে ঢুকিতেই অনিমেষের দৃষ্টি স্বতঃই সেইদিকে নামিয়া আসিল, তার নেত্রে প্রশংসার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, পরক্ষণেই চোখের দৃষ্টি অন্যত্র সরাইয়া লইয়া সে বলিল,

"এখানে ত বসবার যায়গা নেই,—চলুন, অন্য ঘরে যাই।"

মনীষা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই তার বিছানাটার কাছে খালি জমির উপর চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া হাতের ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখাইয়া সম্বৃতস্বরে তাহার উদ্দেশে বলিল,—

"বসুন, আমার যা বলবার আছে, বলি।"

অনিমেষ ঈষৎ চাঞ্চল্য অনুভব করিল, কিন্তু মনীষার মাটিতে বসার প্রতিবাদে সে মুখে কিছু বলিল না। নিজে না বসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই প্রশ্ন করিল,—

"বলুন—"

মনীষা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, হয়ত কি বলিবে ভাবিয়া লইল, বক্তব্য বিষয়ের জটিলতায় বলা খুব সহজসাধ্য বোধ করিল না। অল্প ইতস্ততঃ করিয়া মনে জোর করিয়া লইয়া দ্বিধাহীনভাবেই বলিয়া ফেলিল,—

"আমি আপনাদের জন-মঙ্গলে যোগ দিতে চাই। আমার দ্বারা যা হ'তে পারে, তার মত কিছু পরামর্শ দিন এবং সাহায্য করুন।"

অনিমেষ এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যে, বিস্ময়ের আতিশয্যে

সে দু-পা পিছু হটিয়া গেল। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দৃষ্টি ভরিয়া স্তব্ধ হইয়া সে মনীষার সর্ব্বস্ব-পণ করা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সেখানে অবিশ্বাসের কিছুই দেখিতে পাইল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সুকঠোর স্থিররেখায় তার সমুদয় মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া রহিয়াছে। উপহাস বা ছলনার এতটুকু স্থান সেখানে নাই।

অনিমেষ তার অপহৃত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়া কোনমতে এইটুকু উচ্চারণ করিল, "আপনি চান জন-মঙ্গলে যোগ দিতে?—পারবেন এ সব দুরূহ কাজ?"

মনীষার অতি-সূক্ষ্ম—যেন তুলির টানে ফলানো—ঠোঁটের পাশে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অত্যন্ত সন্তর্পণে চাপা দিয়া সে উত্তর করিল, "অবশ্য আপনার তল্পী বইতে পারবো না।"—তার কথার সুরে সেই চাপা হাসিটুকু যেন উঁকি মারিতেছিল।

অনিমেষের বিস্ময়বিহ্বল চিত্ত অতটুকু পরিহাসকে গ্রহণ করিতে পারিল না, সে ধীরে ধীরে কহিল, "তল্পী নিশ্চয়ই আপনাকে বইতে হবে না, কিন্তু ও বাদ দিলেও যা সব বাকি থাকে, সেও ত কিছু আপনার পক্ষে কম হবে না। সে সব পারাও যে আপনার পক্ষে অসম্ভব!"

মনীষা কিসের যেন একটা আঘাত সামলাইল, তার পর শান্ত কণ্ঠে উত্তর করিল, "অনিমেষবাবু! মানুষ কি পারে, কি পারে না, তার কি কিছু স্থিরতা আছে? আজ যা' কঠিন মনে হয়, কাল দেখা যায়, সেইটেই হয়ত সব চাইতে সহজ হয়ে গেছে। যা একজন মানুষে পারে, চেষ্টা করলে অন্য মানুষের পক্ষে হয়ত সেটা খুবই অসম্ভব নয়। আচ্ছা, মেয়েদের জন্য পড়া আর শিল্পশিক্ষার জন্যে যদি একটি স্কুল খুলি? আপনার চরকা-তক্‌লীও থাকবে তাঁর সিলেবাসে।"

বিস্মিত-স্মিত-মুখে অনিমেষ কহিয়া উঠিল, "বাঃ, সুন্দর হবে।"

মনে মনে সে এই প্রিয়-বিরহিতা ভাগ্যহীনা নারীর প্রতি প্রবল একটা অনুকম্পা বোধ করিতে লাগিল। সুচারুর বিশ্বাসঘাতকতায় মন যে তার ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তার আশাহত ব্যর্থ জীবন সে যদি এই সব ভাল কাজে নিয়োগ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি পায়, অনিমেষ কায়মনোবাক্যে তাহাতে সহায়তা করিতে সারা জীবন ধরিয়াই যে প্রস্তুত থাকিবে। কতখানি বেদনা পাইয়াই যে মনীষার মত সৌখীন মেয়ের মনের গতি আজ তাহাকে এই পথে টানিয়া আনিয়াছে, ইহা ভাবিতেও তার বুকের মমতাসিন্ধু উথলিয়া উঠে; কিন্তু ত্যাগে মহীয়সী এই স্বার্থহীনা নারীর পক্ষে এই বা এমন আশ্চর্য্য কি? যে অতবড় স্বার্থ ছাড়িতে পারে, সে সব কিছুই পারে।

সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে কহিয়া উঠিল,—

"মনীষা দেবী, আপনি কাজ আরম্ভ করুন, আমার দ্বারা যা হ'তে পারে করবো।"

মনীষা কিন্তু নিজের জন্য এতটুকুও দুঃখ বোধ করে নাই। সুচারুর প্রতি মনে তার এতটুকু অভিমান ছিল না, বলিতে গেলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সদয়তার ভাবই তাহার প্রতি সে অনুভব করিতেছিল। খাঁচাখোলা পাখী যেমন মুক্তপক্ষে গগনপথে বিচরণ-সৌভাগ্য কল্পনায় উদ্ধারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, সুচারুকেও সে তেমনই মুক্তি-দূত বলিয়া মনে করিতেছিল। সুরুচি যখন তার স্বামীর সঙ্গে ফিরিয়া আসিল, দিদির মুখের সহজ হাসি এবং দিদির বুকের প্রবল স্নেহ সে ঠিক তেমনই অপরিবর্ত্তিত এবং অকৃত্রিম ভাবেই অনুভব করিল। সুচারুর ঐকান্তিক ভালবাসায় ডুবিয়া গিয়াও তার মনের মধ্যে যে একটুখানি গ্লানির আভাস রাহুগ্রাস-মুক্ত-প্রায় সূর্য্যবিম্বের শেষ প্রান্তটুকুর মতই ছায়াম্লান হইয়াছিল, সেটুকু যেন নিঃশেষেই মিলাইয়া আসিল। মনে মনে আত্মসান্ত্বনার দীর্ঘশ্বাস

মোচন করিয়া সে ভাবিল, "দিদির কথাই ঠিক! সত্য সত্যই ওকে ও ভালবাসেনি। ভালবাসলে কি ভুলতে পারতো?"

ত্যাগশীলা ব্রহ্মচারিণীর মতই বিলাসবর্জ্জিতা কর্ম্মপরায়ণা দিদির এই নূতন মূর্ত্তি তাকে মোহিত ও চমৎকৃত করিল। সে যে কত উপরে উঠিয়া গিয়াছে তাহা সে অনায়াসেই অনুভব করিল।

সুচারু তার শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে অনিমেষদের সমিতিতে এক হাজার টাকা দান করিল। সুরুচির কাছেও অনিমেষ আর এক হাজার আদায় না করিয়া ছাড়ে নাই। আর মনীষা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ওদের সঙ্গে এক হইয়া দান করিল আড়াই হাজার।

আর মাসীমা? তিনি অনিমেষের অনুরোধে গ্রামের গরীব নিম্নশ্রেণীর লোকেদের একদিন পেট ভরিয়া লুচি-সন্দেশ খাওয়াইলেন। তাতে পরিবেষণ করিল—সুরুচি আর মনীষা। অনিমেষের ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষ্যে পদ্মমালাও এবাটীতে আসে, কিন্তু সে আর সম্ভব হইল না। পদ্মমালার ঠাকুর্দ্দা তখন মৃত্যুশয্যায়।

অনিমেষ সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে পদ্মমালাদের বাড়ী গিয়া তাহাকে তার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতে দেখিল। মনে তার বিশেষ ঔৎসুক্য বর্ত্তমান বুঝিয়াও হাস্যস্মিত প্রসন্ন মুখে প্রশ্ন করিল,—

"কি গো ভগ্নি! খবর কি?"

"খবর ভাল না, অনিদা! তাই ত তোমায় মোটরে দেখতে পেয়ে ডাকলুম,—কোথা গিছলে?"

"ষ্টেশন।—কিন্তু তখন আমি তোমার অনিদা ছিলুম না, তখন আমি একাধারে বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক, কর্ম্মকারক অভিভাবক, এবং কন্যাকর্ত্তাও বল্লে অত্যুক্তি হবে না।"

পদ্ম স্মিতমুখে ঈষৎ হাসিল, হাসির কাঁপনে তার কানে পরা ঝুঁটামতির দুল দু'টি ঈষৎ দুলিয়া উঠিল, মৃগশিশুচঞ্চল চোখের তারা দু'টির মধ্যে হাসির দু'টি চপল তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিল,—

"বা রে, তা' কি আমি জানতুম। তা' হ'লে ডাকতুম না।—সঙ্গে যে ছিল, সেই কি ক'নে? খুব সুন্দর দেখতে ত! রং যেন মেমেদের মতন।"

অকারণেও অনিমেষ ঈষৎ চাঞ্চল্য অনুভব করিল, একজন সুন্দরী নারীর সহিত এক মোটরে পথ-চলার মৃদু-সঙ্কোচ তার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল বলিয়াই সে এইটুকুতে লজ্জা বোধ করিল। সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল, "ক'নে নয়,—বড়দিদি।" তার পর এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই কথার স্রোত ফিরাইতে চাহিয়া ত্বরিতে প্রশ্ন করিল,—

"কৈ, কি খবর বল্লে না ত ? খবর ভাল না যে বল্‌ছিলে !"

পদ্মর উৎসুক চাহনি নিষ্প্রভ হইয়া গেল, যেন বাতাসের দমকায় দীপ-নির্ব্বাপিত হইল। মুখখানি ঈষন্নমিত করিয়া সে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল,—"ঠাকুর্দ্দার আর বাঁচবার অবস্থা নেই। মানুষ চিন্‌তে পারেন না, হাত-পা সব প'ড়ে গেছে,—কি যে করি! অত বড় ভারী মানুষ, তুলতে নাড়তে আমার সব হাড়-গোড় ভেঙ্গে যায়। মায়েরও তো রোজই কম্প দিয়ে দিয়ে জ্বর আসছে,—খুব জ্বর।"

"তাই ত! তা আমি ত জানতুম না, দিদি। বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি ত' তা হ'লে। আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। মানুষ ত চিন্‌তে পারেন না ? যে কোনো লোকই ত এখন সেবা করতে পারবে, ভাবনা কি ?"

পদ্ম যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। তথাপি সংশয়-কুণ্ঠিত-মুখে কহিল, "কিন্তু তাই বা কে করবে ? ওঁকে ত এ পাড়ায় কেউই পছন্দ করতো না, সব্বাইকেই বড্ড বকতেন, গাল দিতেন কি না।"

অনিমেষ অভয় দিয়া বলিল, "সে আমি ঠিক ক'রে দেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

তাই করিল। কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবক যে এ-গ্রামেও তৈরী করিতেছিল, তাদেরই সাহায্য লইল। রাত্রে দু'জন এবং দিনে একজন পালা করিয়া তারা জগবন্ধুর সেবা করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড লাস, ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে, তার উপর অক্ষম জড়পিণ্ডে পরিণত, অথচ তখনও জড়িত জিহ্বায় ইতর অভদ্র গালির বিরাম নাই।

একদিন কাঁদো-কাঁদো-মুখে পদ্ম আসিয়া অনিমেষকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "ওদের তুমি যেতে বল, অনিদা! আমার সুখের

চাইতে স্বস্তি ভাল। ওঁরা যে এত খেটে ঐ গালাগালগুলো শুনছেন, এতে আমার ওঁদের সাম্‌নে মুখ দেখাতে লজ্জা করে।"

অনিমেষ উহাকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিল। অজ্ঞান অচৈতন্য রোগী, শুশ্রূষাকারীরা অবস্থা বুঝিয়া নিশ্চয়ই ক্ষমা করিতে পারিবে। এই বলিয়া তার দুঃখ এবং লজ্জা সে প্রশমিত করিয়া দিল, কিন্তু যখনই নিজে রোগীর ঘরে ঢোকে, মন যেন তার বিদ্রোহ করিতে থাকে। 'ইতর' শব্দটা যে সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ করি এই রকমের হীন-প্রকৃতি দেখিয়াই!

কিন্তু মরণ বড় সহজে এতবড় ঘৃণ্য-প্রকৃতির লোকটাকে আশ্রয় দিতে রাজী ছিল না। প্রত্যেকটি মৃত্যু-প্রতীক্ষিত দিন কাটিয়া কাটিয়া প্রায় ছুটি মাস চলিয়া গেল, মৃত্যু যেন অনবরতই এ বাড়ীতে লুকোচুরি খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাত-বাক্সের সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গিয়াছে, সংসার চালানো দায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া হাত-বাক্সে রাখা চাবিটি খুলিয়া একদিন পদ্ম যখন জগবন্ধুর লোহার সিন্দুক খুলিল, তখন মুমূর্ষু ব্যতীত সে ঘরে অপর কেহ বর্ত্তমান ছিল না।

লোহার সিন্দুকে টাকা নাই। কতকগুলি, বোধ করি,—কোম্পানীর কাগজ আছে। কত, তা' পদ্ম বুঝিতে পারিল না, গুণতিতে ত্রিশখানা, তাই শুধু গণিয়া দেখিল। আর সেই আয়রণ-সেফের লৌহ-আবরণের মধ্যে ভাঁজ করিয়া করিয়া ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে ছোট মেয়ের গায়ের একটি পুরাতন সিল্কের ফ্রক, পাজামা, আর সরু সরু খানকয়েক সোনার চুড়ি ও হার বাঁধা আছে দেখিতে পাইল। এ ভিন্ন কয়েকখানি চিঠি একখানি খামে ভরা, এই মোট সম্পত্তি! অথচ জগবন্ধুর এই সিন্দুকটির উপরে কি সাবধানতাই না ছিল! বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়া সে যথাস্থানে সিন্দুকের দ্রব্যজাত গুছাইয়া রাখিতেছে, ঘরে ঢুকিল

অনিমেষ। জগবন্ধুর অবস্থা যতই মন্দ হইতেছিল, তাহার যাতায়াত ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। আজ সে খরচের জন্য কিছু টাকা মনীষার কাছে চাহিয়া আনিয়াছিল। এ-বাড়ীর অর্থসঙ্কটের কথা পদ্ম তাহাকে না বলিলেও সে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে শুনিয়াছে। অনিমেষ যে মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকিল, সেই মুহূর্ত্তেই মুমূর্ষু রোগী আহত পশুর মরণার্ত্তনাদের মতই অর্দ্ধস্ফুট গোঙ্গানিতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—

"পাপ না হয় করেইচি, তা ব'লে ছোটকর্ত্তার চাইতে ত আর অধিক নয়! ও ত ড্যাংডেঙ্গিয়ে চ'লে গেল, আর আমারই এই পেড়ার! শা—লা!—একচোখো দেব্‌তা!"

অনিমেষ মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া গেল। দ্বারের মধ্যে ঢুকিয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। জগবন্ধু গোঙাইতে লাগিল,—

"বিষ, বিষ,—সেঁকো বিষ, যাকে ডাক্তাররা বলে আর্সিনিক। কলেরারই সমস্ত লক্ষণ! দু' দুটো খুন, এই হাতে ক'রে। এই যে হাত দেখছো না, এই হাতে ক'রে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। বিশটি হাজার টাকা, সেও তো বড় কমটি নয়! সারা জন্মে রোজগার ক'রে জমাতে পারবো? এর জন্যে দু'টো ছেড়ে আরও দু'টো,—উহুঁ, কচি অবোলা জীব।—মা ঠাকরুণ, হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে তাই ত বলেছি, পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে মেয়ের প্রাণরক্ষার জন্যে কেঁদে ভাসালেন। দয়া?—হুঁ, দয়া আবার কি? না, না।—দয়া-টয়া নয়,—তবে কি জানি কি মনে হলো, ছোট কর্ত্তার কথাটা রাখতে পারলুম না, নিজেই আশ্রয় দিলুম। আর যা করি,—করি, মা ঠাকরুণের অপমান হ'তে দিতে পারিনে,—ঢের নুন খেয়েচি, বেশ্যাবাড়ী বেচে, নাঃ,—কতই পেতুম? তা' হয়ত চার শো পাঁচ শো পেতেও পারতুম!—শুনেচি সুন্দরী—নাঃ! থাক গে, কচি মেয়েটাকে, নাঃ!—থাক, মারবো না,—কেই বা

জানবে? আর এদের দরুন দশহাজার টাকাতো পেয়েই গেছি।"

অনিমেষ স্তম্ভিত দৃষ্টি কোনমতে উঠাইয়া পদ্মমালা যেখানে কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া আছে সেই দিকে চাহিল। তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই বুঝিল, সেও এসব কথা শুনিয়াছে। দু'জনেই আবার দৃষ্টি নত করিয়া লইল, মনের এই অবস্থায় কেহ কাহারও অস্তিত্ব যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

মুমূর্ষু পুনশ্চ এড়াইয়া-পড়া জিহ্বায় তার অদ্ভুত খেয়ালের পুনরুক্তি করিয়া চলিল,—

"হুঁম্! যত দিন বেঁচে থাকবে,—বউএর মতন আমার সেবা করবে। মেয়ের বে' দিতে চাইবে না। ঘুণাক্ষরেও নিজেদের পরিচয় দেবে না। তা হ'লে থাক। মাগী পা জড়িয়ে প'ড়ে আছে, মায়া লাগলো না কি? ছোঃ, মায়া আবার কিসের? তবে আপাতক থেকেই যাক্।"

"কি আশ্চয্যি! ছেলে দুটোই ম'রে গেল! কার জন্যেই বা তবে অধর্ম্ম করতে গেলুম? নীরেনটা ত এই সব জানতে পেরে বিষ খেলে—সে-ই আর্সিনিক! পাপের দণ্ড, পাপের দণ্ড! তা' যদি হয় তবে গোপাল মলো না কেন?"

পদ্মমালার হাত হইতে কাপড়ের পুঁটুলিটা থপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তার ঠোঁট দু'খানায় কে যেন নীল মাড়িয়া দিয়াছে, দাঁত দু'পাটি দৃঢ়বদ্ধ, সে মাটিতে শুইয়া পড়ে পড়ে, অনিমেষ আসিয়া তাকে ধরিয়া ফেলিল।

"ভয় পেয়েছ? ভয় কি দিদি! তুমিই ত বল, ও সব ওঁর মাথা খারাপের—"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া পদ্ম প্রতিবাদ জানাইল, তার জিভ যেন ভিতরে আঁটিয়া ধরিয়াছে, তথাপি কোনমতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া বলিল,—

"না, ও সত্যি! এই দেখুন, ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ, এই দেখুন, একটি ছোট মেয়ের জামা। আর—আর ও ঘরে ঐ আমার মা,—আমার মা—"

প্রবল উচ্ছ্বসিত আবেগে পদ্মর বাকি কথাগুলি আর বাহির হইতে পারিল না, সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা গভীর রহস্যময় কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে যেন তার ভয়াবহ নির্ম্মম অতীতকে আজ সে এত কালের পর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতেছে।—এ যেন তারই বীভৎস সূচনা! এত দিন যে-সব কথাকে তার উন্মত্তের প্রলাপ বা রোগের খেয়াল মনে হইত, আজ সর্ব্বপ্রথম তাহাতে সে সত্যের রশ্মিপাত হইতে দেখিতে পাইল,—ঐ সিন্দুক-নিবদ্ধ বস্তুজাতের সঙ্গে মিলাইয়া। তার মনে পড়িল, যখনই এই সব কথা হয়, তার মা কি ভীষণ বিবর্ণমুখে গোয়াল-ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া যান। প্রথম প্রথম উপর্য্যুপরি বারে বারেই তাঁর ফিট হইত, আর সেই হইতেই যেন তিনি মরণাপন্ন হইয়াই পড়িয়া আছেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, মুখে কথা নাই, প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহীনা-প্রায়। কখনও কখনও শুধু প্রবল অগ্নিবর্ষী তপ্তশ্বাস মাত্র তাঁর জীবনের অস্তিত্বটুকু জ্ঞাপন করিতেছে। পদ্ম যেন এক মুহূর্তে সবই বুঝিল। তার সমস্ত বক্ষ মথিত করিয়া একটা উৎকট বেদনার ভার যেন কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া উন্মাদের অস্থির চক্ষুতে সে অনিমেষের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "অনিদা!"

"দিদিমণি!" বলিয়া অনিমেষ তার কাছে আসিয়া বসিল, তার

মনে বরাবরই একটা সন্দেহের ছায়া ছিল, পদ্মর কথায় সেটা প্রবল হইয়া উঠিল। পুঁটুলিটা খুলিয়া সে সেই ব্রুকটা পরীক্ষা করিল, তারপর কাগজগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সেগুলা ওয়ার-বণ্ড, ত্রিশ হাজার টাকা ইহার মূল্য।

পদ্ম খামশুদ্ধ চিঠি ক'খানা তার হাতে তুলিয়া দিল, মুখে সে কথা কহিতে পারিল না।

মুমূর্ষু ভাঙ্গা-গলায় এড়াইয়া এড়াইয়া আরও একবার কত কি বলিল। বলা তার একবারও থামে নাই, কখনও বেশী অস্পষ্ট, কখনও বা একটুখানি স্পষ্ট হইয়া তার অনর্গল খেয়ালের বকুনি দুজনার কানে আসিতেছিল।

"নীরু মরবার সময় শাসিয়ে গেছে,—বলে গেছে, 'পাপীর রক্তে জন্মেছিল, তাই দেহ বদল করতে যাচ্চে!' আত্মহত্যায় গতি হয় না শুনে হেসে উঠ্‌লো, বল্লে কিনা, নাই হোক, অগতিতেও সে থাকতে রাজী আছে, তবু আমার ছেলে হয়ে থাকতে পারছিল না!—অথচ এদের জন্যেই পাপে ডুবলুম। বলে, যার জন্যে চুরি করি! নাঃ—সংসারটা বিচিত্র বটে! হরেনটা ছিল ভাল, নেশাভাং করুক, মনটা অত কঠিন নয়, আর জানতোও না কিছু, লেখাপড়া শেখেনি ত সে এ কর্ত্তার মতন। খামোকা গোঁয়ার্ত্তুমি করে বাঘের পেটে গেল! লোকে বলবে, এ আমার পাপের প্রাচিত্তির! তা কেন, যারা পাপ করেনি, তাদের কি ছেলে মরে না? না, পাপ করলেই মরে? তবে অমন পাপীর ছেলে মরে নি কেন? ছোটকর্ত্তার ছেলে গোপাল গো,—সুচারু,—সে কি মরেচে?"

অনিমেষ বিস্ময়াতঙ্কে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল,—'সুচারু? এ নাম ত খুব সাধারণ নাম নয়! সুচারু!'—একটা গভীর সন্দেহে তার

মনটা যেন এক মুহূর্ত্তে বিপরীত স্রোতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।—স্থচারুর কথিত কাহিনী—তার নিজের পারিবারিক ইতিহাস সহসা তার মনে পড়িয়া গেল। 'দু'টি খুন, আর্সিনিক, কলেরার লক্ষণ!' অপহৃতা বালিকা এবং তার মা—আর—আর হ্যাঁ, "আর, স্থচারু-কথিত সেই কথাটা; যার কথা বলে, সে একটা—" এ কি ইঙ্গিত?—এ কি অদ্ভুত রহস্যোদ্‌ঘাটন!

প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সে মুমূর্ষুর মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "কোন্ স্থচারু?—কোন্ দেশের ছোট কর্ত্তা?—বলো, বলো, ব'লে যাও, এই পদ্মমালা—ওর মা—এরা—এরা কে?—এরা কি তোমার কেউ নয়।"

কে' কার কথা শুনিবে? শুনিবার লোক কি আর ঐ মাংসপিণ্ডটার মধ্যে আছে? আরো অস্পষ্ট হইয়া গোঙ্গানির ধ্বনি যেমন বাহির হইতেছিল, হইতে লাগিল,—

"পদি মেয়েটাকে মায়া ক'রে ফেলেছি। মা মাগীটা ঢেঁটার শেষ! আমার সাম্‌নে আসেন না,—মা ঠাক্‌রুণ! সে তেজটুকুন্ যায় নি। মরুক্ গে, খাটে খুব মাগীটে। হরেটাও চ'লে গেল, টাকাগুলো ভোগ করবে কে?—ঘুরে ফিরে সেই যার ধন সেই পেলে?—পদিই পেলে! ভগবানের তৈরি ঘোর প্যাঁচ বোঝা দায়।"

"শুন্‌ছো?—কোন্ দেশে স্থচারুদের বাড়ী ছিল এইটুকু ব'লে যাও—শুধু—এইটুকু—শুধু এইটুকু—"

"কল্পলতা না হাতী! পদি,—পদি,—এখন নাকি পদ্মমালা হয়েছেন। আমি ও মানিনে, পদি। ওর দাদা আমায় দেখলে ভয় পেতো। স্থবিমল,—স্থবিমল সরকার। ও কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমায় ডরাতো না!—আমার কাছেই আসতে হবে কি না, তাই বোধ করি

আগে ভাগেই জানতে পেরেছিল। গুণ্ডারা মুখ বেঁধে মাঠাকুরুণকে যখন নৌকোয় তুলে দিলে, আমার কোলে ও দিব্যি হেসে চলে এলো, মুখও বাঁধতে হলো না, কিছুই না।—ওরে ছুঁচো! ওরে হারামজাদা পাজী!—

"বাকি টাকা দিবি কবে রে? জুতিয়ে পিঠ ভেঙ্গে না দিলে বুঝি হবে না?"

"ওদের দেশটা?—ও মশাই, শুন্ছেন?—"

আর শোনা! বারকয়েক বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়াই সম্পূর্ণ চাওয়া চোখে ও সেইরূপ বিকট ভঙ্গীকরা মুখেই জগবন্ধুর বীভৎস বিপুল দেহ ছাড়িয়া—তার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।—কে জানে কোথায় গেল!

অনিমেষ বুঝিতে পারিয়া সরিয়া আসিল। পদ্ম হয়ত তখনও জানিতে পারে নাই, সে ঠিক তেমনই আড়ষ্ট আকাট হইয়া আছে। অনিমেষ কাছে আসিয়া তার মাথায় হাত রাখিতেই সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার মা!—আমার মা!"—

সুরুচিকে ছাড়িয়া মনীষার জীবন যে এমন ভাবে কাটিতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। সুরুচির বিবাহের পর দিন পনের এখানে থাকিয়াই সে তার স্বামীর সঙ্গে কমলপুর গিয়াছে। বহুদিনের গৃহলক্ষ্মী-বিহীন গৃহস্থালী প্রথম-দর্শনেই যেন তাহাকে দু'বাহু তুলিয়া সাগ্রহ আহ্বান জানাইয়াছিল; বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাবে তাই সুরুচি আপত্তি করিল না। বিশেষতঃ সে জানিত, তার দিদির সঙ্গ যতই হোক, সুচারুর পক্ষে একটুখানি অসুবিধা-জনক। সে নিজেও হয়ত দিদির এই ঔদাস্যপূর্ণ বৈরাগ্যপথের অনুসরণকে ঠিক সহ্য করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছিল না। ভাঙ্গা জিনিষ জুড়িলেও আর কি সে ঠিক আগের মত হয়? অন্ততঃ-পক্ষে জোড়ের একটা দাগও যে থাকিয়া যাইবে।

মনীষাও তার নবজীবনের কর্ম্মোন্মাদনায় এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, এর ভিতর সুরুচিকে বেশী দিন জড়াইয়া রাখিতে তারও খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। সে এটুকু বুঝিত, তাদের নূতন সুখ, নবীন জীবন, এখন বাহিরের উদ্দীপনাময় কর্ম্মজীবনের কোলাহলের অপেক্ষা পরস্পরা-শ্রয়ী হইয়া তাহারা আপনাদের সুখনীড় রচনাতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। সুচারু যখন অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও একবারটি বলিয়া ফেলিয়াছিল, "আপনার কষ্ট হবে, আরও কিছু দিনও না হয় এখানেই থাক।"

তখনই সে প্রসন্ন স্মিতহাস্যে তার মৌখিক প্রস্তাবটিকে না-মঞ্জুর করিয়া দিয়া কহিয়াছিল, "বেশী যদি কষ্ট মনে করি, খবর দেব। এখন

ওকে তুমি নিয়েই যাও। শুনলুম, বাড়ী-ঘর সব নেহাৎ বিশৃঙ্খল হয়ে আছে, গিয়ে সব গুছিয়ে ফেলুক।"

গম্ভীর-প্রকৃতি এবং স্বল্পভাষিণী মনীষাকে সুচারু যে এত কাছে থাকিয়াও ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, তাহা সে মনের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না। তার যেন দিব্যদৃষ্টি আছে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সে স্পষ্টই তা' দেখিতে পায়।

মনীষার স্কুলটিতে অনেকগুলি মেয়ে জুটিয়াছে, আরও জুটিবে বলিয়াই মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের লইয়া একটু গোল বাধিয়াছিল, যুক্তি দিয়া বুঝাইতে সেটুকু ক্রমেই মিটিয়া যাইতেছে। যাত্রার আসরে, ট্রেণের কামরায়, জাহাজে, হাটে, ঘাটে তাদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি ত করিতেই হয়, এ'ও তেমনই। ময়লা কাপড় আর নোংরা সম্বন্ধে বিচারহীনতা এই দুইটিই ত অস্পৃশ্যতার মূল, এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা-বিস্তার করিতেই হইবে। সমস্ত জলচল জাতির মধ্যে ভেদ ও বিভাগ রহিয়াছে, সেখানে ত অস্পৃশ্যতা নাই। মানুষ কখনও অস্পৃশ্য হয় না, আচারই অস্পৃশ্য হয়। মনীষার স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের জন্য সে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিল। কেবল প্রথম ভাগ এবং ধারাপাত এই বই দু'খানিই রহিল সকলকার জন্য। সূতা কাটা, মাটির ছাঁচ, পুতুল, খুরি ও ভাঁড় গড়া, ধামা ও চাঙ্গারী বোনা, কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ারী, সেলাই, যে যে জাতীয় এবং কর্ম্মের যোগ্য, তাহাকে সে সেই বিভাগেই গ্রহণ করিতে লাগিল। আর একটি বিষয়ে সব মেয়েকেই একত্র মিলিয়া শিক্ষা লইতে হইত, সেটি ড্রিল করা, লাঠি খেলা এবং ঈশ্বরের বন্দনাসূচক কোন একটি স্তব পাঠ।

অনিমেষ মনীষাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিল, তার সহায়তা না পাইলে একা মনীষা কি এতখানি করিয়া তুলিতে পারিত? অল্প

কয়েক মাসের পক্ষে তার হাত দিয়া কাজ ত খুব কম হয় নাই। তিল-পুরে আসমানতার স্কুল নেহাৎ গরীব দেশের গরীব স্কুল; কিন্তু মনীষার ত তা' নয়, এ স্কুলটিকে ভালভাবে চালাইতে পারিলে একদিন ইহা হইতে হয়ত বেশ একটি সুবৃহৎ নারীশিক্ষা-কেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠিতে পারে। মনীষা উচ্চশিক্ষিতা, চিত্ত তার দৃঢ় এবং তার অর্থ-বলও মন্দ নয়। এর ভিতরে যতটা বেশী কাজ সে তাই করিতে পারিতেছে, এই সকল যোগা-যোগের মাধ্যমে, তেমন ধারা সর্ব্বত্র তো আর ঘটে না।

জগবন্ধু গড়গড়ির শেষকৃত্য সমাধা করাইয়া অনিমেষ যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়াপড়শী দু'চারজন দোরের গোড়ায় জটলা করিতেছিল; তাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, "মেয়েটাকে যে মুখাগ্নি করতে দেওয়া হলো না, এটা আপনার কোন্ যুক্তি? হিঁদুর মেয়ে, তায় নেহাৎ কচি খুকী নয়, দিলেই হতো করতে।"

অনিমেষ তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, "তার অসুখ করেছে।"

এর ভিতর ঘর-দরজা সব ধোয়া হইয়া গিয়াছে, মড়ার বিছানাপত্র সদর-দরজার বাহিরে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পদ্মমালাকে ভালবাসে এমন দু' একজন পড়সিনী আসিয়াছিল, তাকে 'চান' করিতে ও মুখে জল দিতেও উপদেশ দিয়াছে, শেষে ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়াছে। অসময়ে 'চান' করিয়া কি জ্বরে পড়িবে? একে ত এই ম্যালেরিয়ার দেশ।

অনিমেষ আসিয়া দেখিল, ভিজা চুল মেলিয়া মাদুরের উপর পদ্ম পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শ্মশান-বন্ধুদের জন্য পদ্মর মায়ের রক্ষিত আগুন, নিমপাতা এবং মিষ্টান্ন বাঁটিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া আসিয়া

অনিমেষ তার মাথার কাছে বসিল। পদ্ম চোখ মেলিয়া দেখিল। উঠিয়া বসিয়া বলিল,—

"অনিদা! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে। সত্যি কি উনি আমার ঠাকুর্দ্দা নয়? আমার কেউ নয়?—আর তা যদি সত্যি হয়, কত ভাল হয় তাহলে! আচ্ছা, সেই যে সব কথা উনি বলছিলেন, প্রায়ই বলতেন, সে কি সত্যি? কাদের দু'জনকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলেন?—আর একটি ছোট্ট মেয়েকে মারতে গিয়ে মারতে পারেন নি, সে কি সব সত্যি? আর আমার মা?"

অনিমেষ পদ্মর আশঙ্কাম্লান ও সংশয়াচ্ছন্ন মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিল। দেখিল, সন্দেহ তাহাকে যেন কাঁটা বিঁধাইতেছে। কি তীব্র ব্যাকুলতায় ভরা তার নিরশ্রু দু'টি চোখ!—ধীরস্বরে কহিল, "মাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? মা হয়ত এখন আর না বলবেন না।"

গভীর হতাশায় পদ্মমালার মুখখানি ম্লানতর হইয়া গেল, কষ্টে কহিল, "মা বলবে না।—বল্লে, 'আমার কিছু বলবার উপায় নেই।'—ও আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছে।"

একটু ভাবিয়া লইয়া অনিমেষ কহিল, "তা' হ'লে একটা কাজ করি এসো, সেই চিঠিগুলোয় কি আছে দেখা যাক। কিছু না কিছু জানতেই পারা যাবে।"

"আনছি" বলিয়া পদ্মমালা উঠিয়া গেল।

অনিমেষের অনুমান মিথ্যা নয়। ঐ পত্রগুলির একখানিতে এইরূপ লিখিত ছিল:—

'শুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ

অগস্তি, তোমার পত্রে বিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। প্রস্তাবটি অসমীচীন নহে।• বধূঠাকুরাণী যদি তোমার পুত্রবধূ পরিচয়ে যাবজ্জীবন

তোমার গৃহে বাস করিতে প্রস্তুত থাকেন, ইহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। তবে তোমাকে তা'র প্রতি নিয়তই প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন কোনমতেই কোন বিষয়ের অপলাপ না হয়। তোমাদের পশ্চিম বঙ্গের কোন নিভৃত পল্লীগ্রামে বাস করার প্রস্তাবে আমি কিছুই বলিতে চাহি না, যাহাতে সর্ব্বদিক দিয়া সুবিধা হয় তাহাই দেখিবে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাস মাস পাঠাইব, তিন মাস অন্তর গিয়া লইয়া আসিবে—উহাই উঁহার খোরাকী বাবদ তোমায় দেওয়া গেল। টাকা টাকা করিয়া আর আমায় উদ্ব্যস্ত করিও না, পত্র দিলেও আর উত্তর পাইবে না। ভাল কথা, মেয়েটার ব্যবস্থা কি করিয়াছ? উহাকে রাখা আমার ইচ্ছা নয়, সেকথা তুমি জানো। কথায় বলে, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

ছোটকর্ত্তা।'

পত্রখানা শুনিতে শুনিতে পদ্মমালার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। সে আতঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্রে অনিমেষের মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল। চিঠি পড়া হইয়া গেলেও তার অনেকক্ষণ হুঁস থাকিল না যে, পড়া চলিতেছে কি ফুরাইয়াছে। অনিমেষও স্তব্ধ হইয়া পত্র-লিখিত বিষয়-গুলির বিষয়েই গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। আর সবই প্রায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পত্র-লেখকের নাম জানা এখনও গেল না, তবে কি তীরে ফিরিয়াও তরী ডুবিবে? পদ্মমালার পরিচয় চির-তমসা-বৃতই রহিয়া যাইবে?

তার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সুচারুর সেই কাহিনী,—কিন্তু এও কি সম্ভব? সুচারুর মত ছেলের বাপ এত বড় নরপিশাচ! পাপানুষ্ঠানে যে সয়তানের মতই অনুতাপলেশশূন্য, সুচারুর মত ভদ্রলোক

কখন তার ছেলে হইতে পারে? সুচারু-কথিত গল্পের সঙ্গে এ ব্যাপারের কিছু কিছু মিল পাওয়া যাইতেছে বটে, তাই বলিয়াই যে এদের সঙ্গে ঘটনার সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

পদ্মমালা ধীরে ধীরে তার বাহু স্পর্শ করিল;—"আচ্ছা অনিদা! এখন আমরা কি করবো? এ বাড়ীতে আর যে থাকতে পারছি না। কাজ-কর্ম্ম ত সবই পারি, আমায় কোথাও ঝি রেখে দেবেন?—না হয় কারু বাড়ীর রাঁধুনী?—এ দেশে কিন্তু নয়।"

অনিমেষের একটা বিস্মৃত কথা স্মরণে আসিয়াছিল, সে স্প্রিংএর মত লাফাইয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া বলিল, "থামো, ওসব এর পরে তখন ভাবা যাবে,—আস্‌ছি।"—বলিয়া সে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া এই চিঠি যে খামটির ভিতর ছিল, সেই খামখানা যেখানে রাখিয়াছিল, সেইখানে ছুটিয়া গেল। হ্যাঁ, খামটা আছে!—বহু পুরাতন ছাপ, কালিও ধ্যাব্‌ড়াইযা গিয়াছে, তথাপি চেষ্টা করিলে পড়া যায়,—না, ভুল নয়,—কোন সন্দেহ নাই,—পোষ্ট করা "কমলপুর" হইতেই বটে!

পদ্মমালা,—এই দরিদ্রা নির্য্যাতিতা অনাথা পদ্মমালা কমলপুর ষ্টেটের ষোল আনির আসল মালিক, সুচারুই আজ তার পরিবর্ত্তে পথের ভিখারী।

অপূর্ব্ব বিস্ময়ের গভীর উত্তেজনায় অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। একদিকে অনাথা পদ্মর এত বড় সৌভাগ্যপ্রাপ্তিতে—বিশেষ করিয়া তার সেই ঠাকুরদা পরিচয়ে পরিচিত ঘৃণ্যতম লোকটাকে তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয় জানিয়া—তার চিত্ত গভীর আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তার আর একটা দিকে, সুচারুর দিক দিয়া দেখিতেই তার মন যেন সঙ্কোচে ও শঙ্কায় সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। সুচারু এ সব জানিতে পারিলে যে কতখানি আঘাত পাইবে, সুরুচির মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, ভাবিয়া সে একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। এই ঘৃণিত—কলঙ্কিত

নারকীয় অভিনয়ের প্রধান ভূমিকার অভিনেতা যদি সুচারুর বাবা না হইয়া আর কেহ হইতে পারিত! কিন্তু সত্যকে ত আর মিথ্যা করা যায় না।—যা সত্য, যত বড় অকরুণই হোক, তা সত্যই।

সুচারুকে এই চিঠির নকল এবং আরও অনেক কথাই লিখিয়া অনিমেষ পত্র লিখিল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল, "তোমার সন্দেহ যে মিথ্যা নহে, অনুসন্ধানে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। পুরাতন লাঠিয়াল গদাই এ খবর আমায় প্রায় সাতমাস আগেই তার মৃত্যুশয্যায় দিয়াছিল। অগস্তিকেই সে দোষী করিয়াছিল, তারই আদেশে বড়মার মুখ বাঁধিয়া নৌকাযোগে তাঁকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়, এই কথাই সে বলে। এখন জানিলাম, এর প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা কে! তোমার প্রেরিত পত্রের আসলটা দেখিলে হস্তাক্ষর হয়ত চিনিতেও পারিতাম; কিন্তু আর কেন? আমি সবই বুঝিয়াছি! শীঘ্রই এর যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিব। অধিক লিখিবার শক্তি নাই।—অভাগা সুচারু।"

অনিমেষ তার কর্ম্মকেন্দ্রে বসিয়াই এই পত্র পাইল। সেও এই দুই সপ্তাহ এখান হইতে একটি দিনের জন্যও বাহির হইতে পারে নাই, তাদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে এ সময়ে তাদের কর্ম্মকেন্দ্রে একটি সুবৃহৎ আয়োজনের ব্যবস্থা চলিতেছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া তাহাতে যোগদান করিবার কথা হইতেছে, এই সব লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই সে বিশেষভাবে ঔৎসুক্যসহকারে কার্য্য করিতেছিল। সুচারুর পত্র পাওয়ার পর সে কর্ত্তব্যবোধেই একদিন ইহারই মধ্যে একটুখানি অবসর করিয়া লইয়া পদ্মমালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। চিঠিপত্র দিয়া এবং খরচপত্র পাঠাইয়া সে ইহার ভিতর তার কুশল-সংবাদ নেওয়া-দেওয়া করিতে ত্রুটি রাখে নাই।

পদ্ম যেন অনিমেষেরই পথ চাহিয়াছিল, সদরদরজায় যখন সে পা গলায় নাই, তখনই দৌড়িয়া আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, অনিদা! আমাদের এই কাহিনীটা নিয়ে একখানা উপন্যাস লেখা চলে না? লিখলে কি রকম হয়?"

অনিমেষ উত্তর করিল, "খাসা হয়।"

পদ্ম একটুখানি চিন্তা করিল, বলিল, "কিন্তু উপন্যাসটা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন লাগে, না?"

অনিমেষ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "ঠিক ধরেছ! ওসব জিনিষ এখন এ দেশের ধাতে সয়ে গেছে, ও আর সেন্‌সেসনাল নেই। মানুষের প্রসুপ্ত প্রবৃত্তিকে যাতে ক'রে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে, সেই সব বিশ্লেষণাত্মক গল্প উপন্যাসই আজকের দিনের আদর্শ। পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, জগতে সত্য হতে পারে, কিন্তু আকর্ষণীয় নয়।"

পদ্মমালা হাসি-হাসি-মুখে চুপ করিয়া থাকিল, অনিমেষ তার হাতের মধ্যেই হাত রাখিয়া সদর-দ্বারের গণ্ডী পার হইয়া আসিয়া তার স্বভাব-সিদ্ধ শান্ত-গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কই, আমার চাল কই? ঈস্! আজ বুঝি আর সে সব কথা মনেই নেই? ঠিক ত!—থাকবে কেমন ক'রে? এখন না তুমি কমলপুরের জমিদারণী।"

পদ্ম ধাক্কা দিয়া তার হাত ছাড়িয়া দিল, ভ্রূভঙ্গী করিয়া তীক্ষ্ণ চোখে চাহিল, ঠোঁট বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব করিল, "তা' এখন ত ঐ রকম কত কিই তুমি বলবে! আমি যেন তোমার ঐ কমলপুরের জমিদারীর জন্যে বুক ফেটে বেড়াচ্ছিলুম? ও ত' তোমারই কীর্ত্তি! তুমিই ত

ডিটেক্‌টিভ ক'রে ওকে টেনে বার করলে। আচ্ছা, হ্যাঁ অনিদা! আমার কিন্তু সময় সময় বড্ড ভয় ভয় করছে। আমি এই ত একে ছেলে-মানুষ, অবশ্য আগে জানতুম তের, না হয় তা, নয়, তা'ব'লে পনেরর ত আর বেশী নই। তার পরে, যেভাবে আমার জীবন কেটেছে, বড় ঘরের মেয়ের মত কোন শিক্ষাই ত আমি পাইনি, তাই ভয় হয়, অনিদা! আমি যা আছি, আমার যেন তাই থাকাই ভাল ছিল। ওর আমি যদি কিছুও পাই, আমি তোমার কাজে সব দিয়ে দেব। আমি যে ঠাকুর্দ্দার কেউ নই,—আমার এইটুকুই মস্ত লাভ! সত্যি, ঐটেই আমার বড্ড বিশ্রী লাগতো কিনা! ভারী মন খারাপ হতো।"

অনিমেষ পদ্মমালার কথায় সহসা বিচলিত হইয়া উঠিয়া স্নেহ-প্রগাঢ়-কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সব কেন দেবে, পদ্ম? কিছু দিতে চাও ত দিও, সব তুমি দিলেও আমি নে'ব না। কেন নে'বনা জানো;—তা হ'লে লোকে বলবে, এই মতলবেই আমি তোমার বিষয় উদ্ধারের জন্যে—"

পদ্ম বলিয়া উঠিল, "ডিটেক্‌টিভ নায়ক সেজেছিলে? বল্লেই বা? তোমার ত মান অভিমান নেই,—বলেছিলে না এক সময়ে? বল্লেই বা,—টাকা ত পাবে তোমার কাজের জন্যে, বোধ হয় ঢের টাকা। আচ্ছা, অনিদা, ঢের টাকা নয়?"

অনিমেষের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিতে গেল, হ্যাঁ, একদিন এই ধারণাই তার ছিল বটে; কিন্তু সে ত বহুদিন হইল শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ আর ত এমন কথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। পদ্মর দিকে সস্নেহ-নেত্রে চাহিয়া স্নেহভরা কোমলকণ্ঠে কহিল, "ভগবান্ তোমায় যে শিক্ষা নে'বার উপায় ক'রে দিয়েছিলেন, পদ্ম, এমন সুযোগ আমাদের দেশের জমিদারের ঘরে জন্মে কেউ কখনও পায়নি। দুঃখের

আগুন তোমায় খাঁটি সোনায় পরিণত ক'রে দিয়েছে। তোমার মত মন, তোমার মত ত্যাগ, ক'টা মেয়ের মধ্যে আছে ? তার পর বাইরের রং-চং ঘষা-মাজার যতটুকু প্রয়োজন, সে সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। দেখতে দেখতে আমার ছোট্ট পদ্মমালাটি একটি—ওঃ ভাল কথা, তোমার নাম ত পদ্মমালা নয়; কি যে-ভাল, শ্রীমতী কল্পলতা দেবী।—ওঃ কি রকম জাঁকালো নামটা !"

পদ্ম হঠাৎ যেন কেমন ভয় পাইয়া গেল। সে যা, সে তা নয়—এই যেন তার পক্ষে বড় বেশী অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তারপর—আবার তার নাম পর্য্যন্তও তার নয়! ওঃ, এ কি স্বপ্ন, না কাহারও অদ্ভুত পরিহাস ? প্রাণটা তার যেন বুকের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে মনটাকে টানিয়া লইয়া সে আগ্রহভরে অনিমেষকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—

"আচ্ছা অনিদা, সুচারুদাদা লোক কেমন ? খুব মন্দ লোক হ'তে পারেন না, না ?"

"কেন বল ত ? তুমি ত তাকে দেখনি ?"

একটু ভাবিয়া লইয়া পদ্ম কহিল, "না, দেখিনি, কিন্তু তুমিই ত বলেছিলে, মায়ের আর আমার জন্যে উনি খুব দুঃখিত ছিলেন। সে সব কথা ওঁর মুখে শুন্‌তে না পেলে ত আর তুমি আমাদের কোনদিনই জান্‌তে পারতে না।"

পদ্মর বিবেক-বুদ্ধিকে অনিমেষ প্রথম দিন হইতেই সম্ভ্রম করে, আজও করিল, তার পরে কহিল, "সে একটু অন্য ভাবের অবস্থা। এখনই প্রকৃতপক্ষে তার পরীক্ষার দিন এসেছে। এইবারেই জানা যাবে, সে যথার্থই সুরুচিদেবীর যোগ্য কি না!" কথাটা সে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সহিতই উচ্চারণ করিল।

"বৌদি লোক খুব ভাল বুঝি ?"

অনিমেষ সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিয়া কহিল, "খুব।"

এমন সময় একখানা ঠিকা গাড়ী দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল সুচারু এবং সুরুচি। সুরুচি সেই পূর্ব্বেরই সুরুচি, কেবল তার কচি কিসলয়ের মতন নরম মুখখানি ঈষৎ যেন আতপ-তাপতপ্ত পরিম্লান। আর সুচারু? অনিমেষ তার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়াই মনে মনে চম্‌কাইয়া উঠিল। তার যে পরিবর্ত্তন—কালবৈশাখীর ভীষণ ঝড়ের রাত্রি যখন প্রভাত হয়, তখনই এ দৃশ্য শুধু মানুষের চোখে পড়ে! এই যে কালানলবর্ষী ভীষণ ঝটিকা তার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, এতে তার যে কিছুই বাকি থাকিতে দেয় নাই, এই কথাটি তার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত তারস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

পদ্ম ছুটিয়া আসিয়া সুরুচিকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল, অনিমেষ না বলিতেই সে তাদের পরিচয় পাইয়াছিল। আহ্লাদের আতিশয্যের মধ্য হইতে কোনমতে ভাষা সংগ্রহ করিয়া প্রগাঢ়স্বরে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!—ভাই!"

এক মুহূর্ত্ত তার স্নেহ-উদার স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখের পানে হতবুদ্ধিবৎ চাহিয়া থাকিয়া, সুরুচিও নিজের সুললিত হাত দু'খানিতে তার গলা জড়াইয়া, যেন কতবড় বিপদের মুহূর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারিয়াছে, এমনই পরম আশ্বস্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া শ্রদ্ধা-বিজড়িত নির্ভরতার সহিত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "ঠাকুরঝি!"

পদ্ম ইহার পর-মুহূর্ত্তেই আপনাকে সুরুচির আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া শুদ্ধ সুচারুর কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া নতদেহে তার

পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিতে উঠিতে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই এলেন ?"

"হ্যাঁ"—বলিয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস—তার মধ্যে খানিকটা আশ্বাসের, খানিকটা সন্দিগ্ধতার অনিশ্চয়তার পরিপূর্ণ,—সবেগে পরিত্যাগপূর্ব্বক সে তার মুখের দিকে না চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "জ্যাঠাইমার কাছে আমায় নিয়ে যাবে ?"

"চলুন না"—বলিয়াই পদ্ম অগ্রসর হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুরুচির হাত ধরিল, বলিল, "এসো ভাই !" বলিয়া হাসিয়া আবার বলিল, "রাঙ্গাপা ফেলবার মত দুধ-আলতার গোলাও নেই, বৌছত্রও দেওয়া হলো না, হৃদয়-পদ্মই শুধু পাতা রইলো !"

এবার শুধুই সুরুচি নয়, একান্ত আত্মবিস্মৃতিতে বিহ্বলপ্রায় সুচারুর কানে তার সেই কলহাস্য-সংযুক্ত পরিহাসবাণী কয়টি যেন গভীরতর বিস্ময়ের উন্মত্ত তরঙ্গ তুলিয়া দিল। এও কি সম্ভব ? এত শীঘ্র, এত সহজে ক্ষমা—এত বড় অপরাধকে ?—না, না,—এ স্বপ্ন ! সুরুচি ভাবিল, একদেশে কতদিন থেকে গেছি, এত বড় হৃদয়ের পরিচয়ও কখনও নিইনি ? কপাল !—আমাদের কপাল !

ভিতরে আসিয়াই পদ্মমালা ডাকাডাকি বাধাইয়া মায়ের সাড়া না পাইয়া আগন্তুকদের বলিল, "আপনারা বসুন, আমি মাকে খুঁজে আনি।" এই বলিয়া রোয়াকের উপর একটা জীর্ণসংস্কৃত পুরাতন মাদুর প্যাতিয়া দিয়া সে এঘর ওঘর ঘুরিয়া শেষকালে মায়ের হাত ধরিয়া বোধ করি যেন তাঁর অনিচ্ছাতেই তাঁকে ধরিয়া আনিল। তিনি আসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারও সঙ্গে কোন কথাই কহিলেন না। পদ্মমালার কাছে পরিচয় যে এদের পাইয়াই আসিয়াছেন তাহাতে ত সন্দেহ ছিল না।

সুচারুরাও কেহই আসন গ্রহণ করে নাই, সকলেই যেন রুদ্ধশ্বাসে একটা ভয়ানক কোন কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছিল,—এক নিমেষেই বুঝা গেল, সেই প্রতীক্ষিত ঝটিকা আসন্ন!

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ঐ নীরব নিশ্চল পাষাণী নারীমূর্ত্তির দুই পা ধরিতে গিয়া বালকের কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সুচারু ডাকিল,—"জ্যাঠাইমা! বড়মা!"

নারীমূর্ত্তি ঈষৎ পিছু হটিলেন, পায়ে তাঁর তাঁদের আততায়ী-পুত্রের স্পর্শ না ঠেকে, উদ্দেশ্য যে এই, তা' জানা যাইতে বাকি রহিল না; কিন্তু সুচারু ইহাতে নিবৃত্ত হইল না, সে জোর করিয়া তাঁর পা'দুখানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া তার উপর মাথা দিয়া কান্নায় অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বরকে কোনমতে উদ্ধার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল,—

"প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি,—প্রায়শ্চিত্ত করতে দিতে হবে। যত কঠিন হোক, যত লজ্জাস্কর হোক, যা আদেশ দেবেন দিন।—জ্যাঠাইমা! না হ'লে আমি আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে পারচিনে।"

এইবার সেই পাষাণীর শরীরে ক্ষণিকের স্পন্দন জাগিল। মুখের ঘোমটা সরাইয়া সহজ স্বরে শুধু এই প্রশ্নটি করিলেন,—"প্রায়শ্চিত্ত!—হয়?"

শ্রোতাদের সবারই মনে হইল, এই মলিনবসনা, অকাল-বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণা মৌন-মূক ঐ নারীর মুখের এ বজ্র-বাণী নয়, যেন কোন্ অদৃশ্য দণ্ডধারী দেবতার বজ্রাগ্নির সমস্ত তেজ এই দু'টি কথার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

সুচারু চমকিয়া উঠিয়া বসিল, এক নিমেষ সে অর্থহীন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চাহিয়া থাকিল, তার পর তার পাশে রাখা অ্যাটাসী-কেশটা অনিমেষের দিকে সরাইয়া দিয়া উচ্চ চীৎকারের সুরে কহিয়া উঠিল,—

"না, না,—হয় না,—হয় না,—প্রায়শ্চিত্তেরও একটা সীমা আছে বই কি।-নিশ্চয় আছে! হয় না! হয় না! বড়মা! বড়মা! ছোট বেলায় মা মারা গেলে, তুমি আমায় মাই দিয়ে মানুষ করেছিলে,—তোমার দু-মাসের মরা-ছেলের পাওনা দুধ!—উঃ দুধ দিয়ে কাল-সাপ পোষার এত বড় দৃষ্টান্ত সত্যিই আর কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না! সেই আমারই জন্যে,—আমাকেই বড়লোক করতে,—আমারই উপলক্ষ্যে এত বড় বড় মহাপাপের অনুষ্ঠান! নাঃ,—'প্রায়শ্চিত্ত হয়?'—বড় সত্য কথা বলেছেন।—হয় না!—হয় না!—হয় না!"

সুচারু যেন মুমূর্ষুর মতই হাঁপাইতে লাগিল, অদূরে চালের খুঁটি ধরিয়া দণ্ডায়মানা সুরুচি একবারের জন্য ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে তখনই সে সংযত করিয়া লইল। অনিমেষ একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল।

একটুখানি দম লইয়া সুচারু পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "ওকে আমার এই অভিশপ্ত জীবনে অনর্থক জড়িয়ে আমি,—যাক্ সে কথা;—অনিমেষ! এর মধ্যে সমস্ত দস্তাবেজ,—মায় দানপত্র আছে, জ্যেঠামশায়ের সমস্ত সম্পত্তি,—গবর্ণমেণ্ট পেপার, নগদ টাকার কারেন্সি নোট, সব কিছুই পাবে। তাঁর মেয়ে কল্পলতাকে তার সম্পত্তিতে দখল দিইয়ে দিও। তুমি আমার এই শেষ কাজটির ভার নাও, ভাই! আমি আর পারছি নে। আর যদি শোন,—যদি শোন,—হ্যাঁ, দরকার হ'লে সুরুচিরও খোঁজ-খবর তুমি করতে পারবে—ওকে ত তুমি ভালবাসো,—এ থেকে এক পয়সাও নিও না,—না পাই পয়সা নিও না। টাকা ওর নিজের আছে, খাবার ভাবনা ওর জন্যে ভাবতে হবে না,—শুধু ওর দিদির কাছে পৌঁছে দিও। আর দেখ—"

মাতালের মত স্খলিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়াই সুচারু মাথা ঘুরিয়া

বসিয়া পড়িল, বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড়-মুখ গুঁজ্‌ড়াইয়া সে অচৈতন্ত হইয়া গেল। খানিকটা উঠানে, খানিকটা রোয়াকের উপরে,—যেখানে পদ্মর মা তেমনই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতই স্তব্ধ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁর পায়ের কাছেই পড়িল।

পদ্ম ও অনিমেষ ধরাধরি করিয়া তাহাকে রোয়াকে বিছানো মাদুর-খানার উপর শোয়াইয়া দিল। একজন তার মুখে জলের ঝাপ্টা আর একজন তার যতদূর শক্তি পাখা দিয়া মুখের উপর বাতাস দিতে লাগিল। সুরুচি ধীরপায়ে সুচারুর পায়ের তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে কোন ব্যস্ততা বা ব্যাকুলতা দেখাইল না। কেবল যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া থাকিলেন সুচারুর জ্যেঠাইমা,—যিনি তাকে নিজের মৃত-শিশুর স্থলাভিষিক্ত করিয়া লইয়া, একদিন নিজের বুকের রক্ত দান করিয়া জীয়াইয়াছিলেন,—যিনি সেই তারই কার্য্যফলে জীবিত ঐ শিশুর পিতাকে তাহারই জন্ত দুরাকাঙ্ক্ষায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইয়া উঠিবার হয়ত বা পরোক্ষ কারণ হইয়াছিলেন,—যিনি এই ইহারই জন্ত সর্ব্বহারা, —শুধু তাই নয়,—কল্পনার অতীত নরকজ্বালা, এই সুদীর্ঘকাল সহ্য করিয়া চলিয়াছেন!

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, সুচারুর চৈতন্যোদ্রেকের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তার স্বভাবকোমল সুখলালিত দেহ-মন আজ কয় দিন ধরিয়া যে অসহ্য যন্ত্রণার তীব্র তাপে জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তার উপর অনাহার, পথক্লেশ, এ সমস্তই তার পক্ষে অনভ্যস্ত। সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে? সমস্ত শরীরের স্নায়ুপেশী যেন তার সুগভীর অব-সাদে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমার ভাল মনে হচ্ছে না, ডাক্তার ডেকে আনি। হার্টফেল করতে পারে।"

অনিমেষ গমনোদ্যত হইতেই মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে সুরুচি ডাকিল, "দাদা!"

"কি বলছো, বোন্?" বলিয়া আশঙ্কায় করুণায় উদ্বেলিতচিত্ত অনিমেষ সুরুচির দিকে ফিরিল।

"ডাক্তার এনে আর কি হবে, দাদা! আমার স্বামী বেঁচে থেকে যে যন্ত্রণা দিনরাত ভোগ করচেন,—আর বাঁচতে হলে তাঁকে যা ভোগ করতেই হবে,—তার তুলনায়"—এক মুহূর্ত্তের অস্ফুটতাকে স্ফুটতর করিয়া লইয়া সেই পতিগতপ্রাণা কিশোরী তার শেষ কথাটি শেষ করিল,—

"ওঁর যদি এর থেকে মুক্তি ঘটে,—ওঁর পক্ষে সে ঢের বেশী শান্তির হবে।"

পদ্ম এই কথা শুনিয়া পাখা ফেলিয়া দু'হাতে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনিমেষও তার চোখের জল গোপন করার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না, কিন্তু তার চেয়েও এক আশ্চর্য্য কাণ্ড সেই মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল! এতক্ষণ যে নারী তার নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পাথরের একখানা ক্ষোদাই করা পুতুলের মতনই,—মানুষের অসহ্য দুঃখকে ঔদাসীন্যের বর্ম্ম দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া অনড় হইয়াছিলেন, এই কথা কানে যাইতেই তিনি যেন ছিপটি খাওয়ার মতই শিহরিয়া বাঘিনীর মত দীপ্ত চোখে ঐ যথার্থ সাধ্বী-সতীর নিষ্কাম প্রেমেভরা পুণ্যমুখের প্রতি একটা তীব্র রোষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখ দিয়া তীব্রভাবে বাহির হইয়া আসিল, "চুপ করো!—জানো না তো কত সুখ!"

পরক্ষণে বিস্মিত দর্শকবৃন্দকে বিস্মিততর করিয়া দিয়া সুচারুর ভূলুণ্ঠিত মস্তক কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁর কতকালেরই শুকাইয়া শেষ হইয়া যাওয়া চোখের জল অফুরন্ত

ধারাকারে—তাঁর একদিন পদ্মের মত সরস—এখন শুষ্কফুলের দলের মতই বিশীর্ণ—গণ্ড দুইটি দিয়া নামিয়া আসিল। তিনি সেই সংজ্ঞাহীন, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের উপর মুখ দিয়া উর্দ্ধস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, "গোপাল! গোপাল! খোকন রে!—ও বাবা! চোখ চা',—ওরে! শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নে'?"

ততক্ষণে অশ্রুচিহ্নহীনা সুরুচিও দুই জানুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া মর্ম্মভেদী দুঃখের এবং গভীর সান্ত্বনার কান্না নিঃশব্দেই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শরৎকালের এক মেঘমুক্ত নির্ম্মল প্রভাত। গাঢ় নীলবর্ণে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত, তবে সূর্য্যালোকে এক এক খণ্ড শুভ্রমেঘ সেই নীলাম্বুধি-তুল্য আকাশসাগরে শুভ্র পাল তোলা নৌকার মতই শান্ত লঘুগতিতে ইচ্ছা-সুখে ভাসিতেছে, কিছুমাত্র ত্বরা নাই। রৌদ্রের বর্ণ গলিত সুবর্ণ-ধারার মতই উজ্জ্বল পীতাভ। নূতন জন্মানো কচি ঘাসের উপর সুশ্যামল শস্যক্ষেত্রের ভিতর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল আনন্দ কলরবে শস্য-কণিকা ও ঘাসের বীজ খুঁটিয়া খাইতে খাইতে সমাগতপ্রায় আগমনীর গান গাহিতেছে। গাছের পাখীরাও এদের সঙ্গে সঙ্গত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আকাশে বাতাসে পুষ্পশোভায়, বর্ণের ঐশ্বর্য্যে, সৌরভের গৌরবে, ফলের ভারে, কাশের গুচ্ছে, ধান্যশীর্ষে,—সর্ব্বত্র হইতেই যেন মা আনন্দময়ীর আগমনবার্ত্তার সঙ্গে বন্দনাগান মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

গাঁয়ের সেই সর্ব্বপরিচিত বুড়া বৈরাগী আজও তার যথানিয়মিত গ্রামপরিক্রমায় বাহির হইয়া সেই চিরপুরাতন একতারার তারে মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া গাহিয়া চলিয়াছিল,—

"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি, উমা, বল্ মা তাই!
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই।"

শরৎ প্রভাতের এমনি ক্ষণে দীর্ঘায়ত দেহ যুবক, পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি, হাতে সেই মোটা লাঠি গাছটা ও পিঠে শুধু চটের থলিটাই নাই, পায়ে হাঁটিয়া পল্লীপথ অতিক্রমপূর্ব্বক কোন ঈপ্সিত গৃহের অভিমুখী হইতেছিল।

হারাণে পোদের কাঁটাগাছে ভরা ডাঙ্গা ডিঙ্গার ধারে একটা স্থল-পদ্মের গাছ কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছিল, এবছরে তার কানে কপালে ফুল ধরিয়াছে। দুটি মেয়ে ডাল নামাইয়া ফুটন্ত ফুল সংগ্রহ করিতেছে হয়ত মায়েদের পূজার জন্য। ভুলুনীর ডাঙ্গার সেই শিউলি গাছটা আরও খানিক যৌবনমদগর্ব্বে মাথা ঝাড়া দিয়াছে, ফুল তা' বলিয়া ঢালিয়া দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। পাড়ার যত ছোট মেয়ে দু'হাতে মুঠি মুঠি ফুল কুড়াইয়া ডালা ও সাজি ভর্ত্তি করিতেছিল। এম্‌নি আগেও করিত, হয়ত এরা তারা নয়—নূতন দল, হয়ত এদের মধ্যে তাদেরও কতক মিশিয়া আছে। নূতনে ও পুরাতনে এমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়াই তো সংসার।

পথিক একবার দাঁড়াইল, ইচ্ছা মেয়েদের কাছে গিয়া দেখে এদের মধ্যে তার চেলারা কেহ আছে কিনা। কি ভাবিয়া বিরত রহিল। এবার যখন চলিতে আরম্ভ করিল, যেন একটু দ্বৈধ ভাব আসিয়া গিয়াছে, ঈষৎ চিন্তিত। এক গোয়ালা দুধের বাঁক ঘাড়ে পথে যাইতে যাইতে পথিককে দেখিয়া অমন করিয়া উঠিল।

"এই যে, আমাদের দাদাঠাকুর যে। তাচ্ছিল্য ক'রেছিলে গা? দর্শন পাই নি।"

যুবক সস্নেহে সদুত্তর দিয়া বিদায় লইল। ক্রমে বহু পরিচিত কেহ সানন্দে কুবার্ত্তা বিনিময় করিল, কোন শোকার্ত্ত বিষাদে কাঁদিয়া গভীর সহানুভূতির ক্ষণিক প্রলেপ মাখিয়া গেল, সবার মুখে একই প্রশ্ন, 'এতদিন কোথায় ছিলে?'

সত্যই তো দিনগুণতিতে দিন বড় কম নয়, সুদীর্ঘ তিনটি পুরা বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

যখন পদ্মমালাদের বাড়ী বরাবর আসিয়াছে, বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল,

প্রথম দৃষ্টিতে দৃষ্টিশক্তিতে সন্দিহান হইয়া ভালরূপে চোক রগড়াইল। নাঃ, ভুল নয়, যেখানে জগবন্ধু গড়গড়ির সেই রহস্যাবৃত ভাঙ্গা বাড়ীটা ছিল, তার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছে এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। ডোবাটাকে কাটিয়া দীঘি-জাতীয় পুষ্করিণী তৈরি করা হইতেছে কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আর একটু আগাইয়া যাইতেই দেখা গেল, দ্বারের পাশে প্রাচীরের গায়ে প্রস্তরফলকে লেখা আছে; "সুধীন্দ্র ভবন।"

অনুমানে কতকটা বুঝিয়া লইয়া পথিক অর্থাৎ অনিমেষ দ্বারে ঝুলানো ঘণ্টা বাজাইল। ভিতর হইতে আসিল একজন দ্বারবানজাতীয় পালোয়ান। "এ বাড়ী কার ভাইয়া?"

গালপাট্টাধারী জঙ্গী জোয়ান হইলেও আসলে সে অনিমেষেরই সংস্থাপিত মল্লশিক্ষাগারে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাগদী: উত্তর দিল,—

"এ বাড়ী তো একজনার কারুই নয়, এ তল্লাটের যত বাচ্ছা কাচ্ছা সব এসে এখানে লেকাপড়া করে, সূতো কাটে, কত কি শেখে। বামুন-কায়েত থেকে শুরু করে আমাদের ঘরেরও সব্বাই আসে। বড়মার কাছে কারু এতটুকু, হেনস্থা নেই, সব সমান। আটটা বাজতে দিন না, দেখবেন একবার! এ পর্ব্বখানা কেমনধারা হয়।"

"শুধু ছোটরাই শেখে?"

"উহুঁ: সব্বাই শেখে। সে হয় দুপুরবেলায়। সে আর এক কাণ্ড! আমরা তো এই এতটা বড় হয়েছি, এ কখন দেখা ছেড়ে শুনিও নি। সে সময় আবার যত রাজ্যির জোয়ানবয়সী আর বুড়িরা—পর্য্যন্ত সব এসে জুটবে। তাদি'কে একটুকুন একদিকে পড়ানও হবে, আর একদিকে কাটুনীতে কাট্‌বে, বুনুনীতে বুন্‌বে। আবার ছুতোরের কাজ, কুমোরের গড়ন, দপ্তরীর খাতা বই বাঁধা, খেলনা গড়া, পৈতে তোলা, চাট্‌নী করা এই সবও চলবে। একটা থেকে চারটে অবধি কাজ চলবে।"

অনিমেষ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ থাকিয়া ক্ষণপরে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। অর্দ্ধাভিভূতভাবে প্রশ্ন করিল,—

"বড়মা! তিনি কে?"

লোকটি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল, "তেনাকে এ তল্লাটে কে না জানে? এ বছর এই গাঁয়ের আর কাছাকাছি তিন্ গাঁয়ের পাঁচটা পুকুর ঝালিয়ে দেছেন, দুটো কলের ইঁদারা! বাবুপাড়ার অতুলবাবুর বড় মেয়ে, ওনারই তো এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা।"

অনিমেষ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না।

সমস্ত গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া দুলেপাড়ার খবরবার্ত্তা লইয়া নিজেকে অনেকখানি প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন খবর লইয়া সে মনীষাদের বাড়ীতেই গেল। দীর্ঘ তিনবৎসরের অনুপস্থিতি, এ বাড়ীতে তার বিশেষ কোনই চিহ্ন আঁকিতে পারে নাই। সুরুচির বিবাহের পর হইতে যেমন জনবিরল উদাস উদাস হইয়া পড়িয়াছিল ঠিক তেমনই আছে। কি এক অননুভূতপূর্ব্ব উৎকণ্ঠা ও আনন্দে অনিমেষের পা কাঁপিতেছিল, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া কাহারও দেখা না পাইয়া সোৎকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—

"মাসিমা!"

স্বরটা নিজের কানেই যেন উপহাসের মত ঠেকিল। তার সন্দিগ্ধ চিত্ত যাহাকে ডাক দিতে চাহিতেছিল, তিনি মাসীমা ন'ন।

পাশের দরজাটা খুলিয়া কেহ বাহির হইয়া আসিল। চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিতেই অপরিসীম বিস্ময়ের দুই চক্ষু তার সেইখানে আটকাইয়া গেল। কে' এ? মনীষা? হ্যাঁ, মনীষাই—কিন্তু ঠিক মনীষাও নয়! তেমনই অনবদ্য রূপ, সুঠাম সমুন্নত শরীর; কিন্তু সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত তীব্রজ্যোতি আজ তার কোথায়? স্নিগ্ধ শ্রান্ত দ্যুতিমতী।

এ রূপ যেন সূর্য্যকরের চন্দ্রকিরণে পরিণতি। হাতেকাটা সূতার দ্বারা তৈরি খদ্দরের শাড়ী যেমন তেমন করিয়া পরা, পা-দু'খানি খোলা, গায়ে রংয়ের খদ্দরের জামা, সদ্যস্নাতা মনীষাকে বাকলবসনে তপস্বিনী বলিয়া ভ্রম জন্মে। শ্রদ্ধায় সম্মানে অনিমেষের সারা চিত্ত এই মহীয়সী মহিলার চরণপ্রান্তে নত হইয়া পড়িতে চাহিল।

অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির গভীর বিস্ময়োচ্ছ্বাস নিমেষে নিরোধ করিয়া মনীষা কহিল,—

"তাই মঙ্গল বলছিল, একজন ভদ্রলোক এসে আমাদের সব খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। আমি ভাবলুম বুঝি,—সি. আই. ডি.।"

অনিমেষ স্নিগ্ধ হাসি হাসিল, "হঠাৎ ওকথা ভাববার কারণ? আপনারা কি বোমা তৈরির জন্ত "কারখানা করেছেন, ঐতে?"

মনীষাও তেমনিভাবে হাসিয়া উত্তর করিল; "আমরা তো করিনি; কিন্তু কল্পনায় অনেক কিছুই করা যায় কিনা। যাক্, জেলখানা থেকে কবে বেরুলেন? অতদিন জেল খেটেও খুব বেশী তো রোগা হননি! এতটাও যে শরীরের দিক থেকে বাকি থাকবে, আমি তো তা আশাও করিনি।"

শ্রান্ত ও দুর্ব্বল দেখাইলেও অবস্থার ও কালের অনুপাতে অনিমেষের বলিষ্ঠ শরীরের দৈহিক অবনতি কমই ঘটিয়াছিল। সে উত্তর করিল,—

"ভুলে যাচ্চেন, জেলে যাবার আগেও আমার তো খুব বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা অভ্যাস ছিল না; কষ্টসহিষ্ণুতার অভ্যাস আছে বলে কোন অবস্থাই ততোটা ভয়াবহ হতে পারে না।"

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল, অথচ দুজনেরই মনের মধ্যে তখন কতই না প্রশ্নোত্তর চলিতেছিল। বলিবার কথা যখন অফুরন্ত হইয়া

উঠে, বলার শক্তি তখন নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। অবশেষে মনীষাই কথা কহিল,—

"আপনার জনমঙ্গল সমিতি এ তিন বৎসরে এ গাঁয়ে ও অন্য গাঁয়ে কতকগুলি পুকুর-কাটা, ফসল-ফলানো, ওষুধ-বিলানো প্রভৃতি কিছু কিছু কাজ করে এসেছে। সেই সঙ্গে সুতো-কাটাটাও যোগ করে দিয়েছি, ওটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অবশ্য বারে বারেই সমস্ত ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করেছিল, তবে কোনরকমে টি"কে আছে।

অনিমেষ সংক্ষেপে কহিল, "শুনলুম সব। দেখলুমও অনেক কিছু, বস্তিসংস্কারও বাদ পড়েনি! সবার চালাতেই লাউ কুমড়ো, ভুঁয়ে দুটি শাকসব্জী, গাঁদা, কৃষ্ণকলি, সুন্দর দেখাচ্চে!"

সব্বাই ভাল আছেন ত? সুচারুরা? পদ্মমালা? তার মা? মাসীমা কই? দরজার কপাট ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মনীষা আঁচলের দীর্ঘ ছিলাগুলা ধরিয়া টানিতেছিল, সুপ্রসন্ন হাসিতে মুখটি ভরাইয়া উত্তর করিল—

"ওরা সব্বাই ভাল আছে। কল্লর বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, শুধু আপনার আসার অপেক্ষা। সুচারুদের একটি খুব সুন্দর খোকা হয়েচে, তাকে পেয়ে ওদের জ্যেঠাইমা অনেকখানি শান্ত হয়েচেন। তাকে নিয়েই থাকেন, তার নাম দিয়েচেন নব-গোপাল। আর কি ভাল মেয়ে যে ঐ কল্পলতা! সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তো তারই! বাপের নামে ঐ আশ্রম করিয়ে এক লাখ টাকা ফণ্ডে জমা দিয়ে তারপর অর্দ্ধেক সম্পত্তি সুচারুকে নিতে বাধ্য করেছে। সুচারু অবশ্য নিজে একটা ব্যবসা করছে, সম্পত্তি সে নেবে না, তবে কল্প দুঃখ পাবে ব'লে মুখে কিছু বলে না। তা' ওর কিছু কিছু লাভ আসছে, তাতেই চালায়। মাসীমা? দাঁড়ান, তাঁকে ডাকচি।"

সারাদিনটা বিশ্রামে ও আলোচনায় কাটিয়া গেল। মনীষা তার যথানিয়মিতকালে 'সুধীন্দ্র ভবনে' চলিয়া গিয়াছিল, অনিমেষ বৈকালে সেখানে গিয়া সেখানকার সুব্যবস্থা ও কর্ম্মোদ্দীপনা এবং সুচারু শৃঙ্খলা দেখিয়া যেমন প্রীত তেমনই মোহিত হইল। এই কি সেই সুখলালিতা, আধুনিকতার বিলাসময় জীবনে চির-অভ্যস্তা মনীষা! কি আশ্চর্য্য উদ্যম ও কর্ম্মসামর্থ্য তার! কি অকৃত্রিম মমতাময় স্বদেশসেবা!

শরতের সন্ধ্যাগগনে অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য! অসংখ্যবর্ণালিম্পনে সমুদয় পশ্চিমাকাশ বিচিত্রিত। সেই প্রোজ্জ্বল লোহিতরাগে শুধু আকাশই নয়, ধরণীর প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত রাগরঞ্জিত, আর মনীষার সন্দেহকুণ্ঠিত আশ্বাস ও নিরাশ্বাসের দ্বন্দ্বদোলায় দোলায়িত চিত্ত প্রাণ? সেও কি আজ ঐ দিবাস্বপ্নের মায়া ঐ গোধূলিবেলা অস্তরাগের রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া উঠে নাই? সেই আলোকে পরিস্নাত, অন্তরের গোপন হর্ষোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিতা মনীষা পাঁচটা অবান্তর কথাবার্ত্তার মাঝখানে যেন বহুক্ষণের দ্বিধাকে পরাভব করিয়াই সহসা সুলোহিতমুখে বলিয়া উঠিল,—

"আমার একটি ভিক্ষা আছে; আমায় আপনি বলবেন না।"

অনিমেষ হাসিল,—সুস্নিগ্ধ সুস্মিতমুখে বলিল, 'আর আমি যদি ঐ প্রার্থনাটিই আপনাকে ফিরিয়ে করি?" মনীষার অর্দ্ধাবনত চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপেই মৃত্তিকালগ্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু সে ধীর প্রশান্তকণ্ঠে ও অকুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, "আমি বল্‌বো 'তথাস্তু'।"

ভাষাহীন স্তব্ধতার মধ্যে মুহূর্ত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

তারপর সেই আলোকোজ্জ্বল সায়াহ্নপ্রকৃতির মধ্যে বিপুলবেগে-স্পন্দিত বক্ষ লইয়া ধীরপদে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনিমেষ, এতদিনের সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, আজ স্বেচ্ছায় আপনাকে ধরা

দিল। নিজের কর্ম্মসবল ক্রতিষ্ঠ দুই হাতে মনীষার দক্ষিণপাণি সস্নেহে ধারণ করিল, অতিশয় মিষ্ট মধুরকণ্ঠে অথচ শ্রদ্ধা-সম্রমের সহিত মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "আমার হৃদয় যখন তোমার হয়েই গেছে তখন তোমার হৃদয়ও আজ থেকে আমারই হোক। তুমি আমার চিত্তকে শুধু অধিকার করনি, সম্পূর্ণরূপেই জয় করেছ।"

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬